বি -সংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মরাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রবুদ্ধে পদ্মসম্ভবে।
বিষ্ণুঃ সিসৃক্ষুর্ভূতানি জ্ঞাত্বা ভূমিং জলানুগাম্ ॥ ১
জলক্রীড়ারুচি শুভং কল্পাদিষু যথা পুরা।
বারাহমাস্থিতো রূপমুজ্জহার বসুন্ধরাম্ ॥ ২
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥ ৩
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবাতুণ্ডঃ সামঘোষমহাস্বনঃ ॥ ৪
ধর্ম্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসৎকৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তময়ো বীরঃ পশুজানুর্মহাবৃষঃ ॥ ৫
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ।
বেদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্বিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥ ৬
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাদিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরাবৃতঃ।
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগমহামন্ত্রময়ো মহান্।
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥ ৮
নানাচ্ছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়োঽসৌ মণিশৃঙ্গ ইবোদিতঃ ॥ ৯
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্।
একার্ণবজলভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ ॥ ১০
দংষ্ট্রাগ্রেণ সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
আদিদেবো মহাযোগী চকার জগতীং পুনঃ ॥ ১১
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবী সর্ব্বা রসাতলগতা পুরা ॥ ১২
উদ্ধৃত্য নিশ্চলে স্থানে স্থাপিতা চ তথা স্বকে।
যথাস্থানং বিভজ্যাপস্তদ্গতা মধুসূদনঃ ॥ ১৩
সামুদ্র্যশ্চ সমুদ্রেষু নাদেয়াশ্চ নদীষু চ।
পল্বলেষু চ পাল্বল্যঃ সরঃসু চ সরোবরাঃ ॥ ১৪

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-রজনী-অবসানে * ভগবান্ পদ্মযোনি জাগরিত হইলে, বিষ্ণু সর্ব্বভূত সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন। পৃথিবী জলমগ্না আছেন জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পাদির ন্যায় এবারও তিনি জল-ক্রীড়াপটু শুভ বরাহ-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। তাঁহার তৎকালে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ,—চরণ-চতুষ্টয়; যূপ,—দংষ্ট্রা অর্থাৎ বহির্ভূত বিশালদন্ত; যজ্ঞ সকল—দন্তসমূহ, চিতি—মুখমণ্ডল; অগ্নি,—জিহ্বা; দর্ভ,—রোম; বেদার্থ,—মস্তক; অহোরাত্র,—চক্ষুর্দ্বয়; বেদ অর্থাৎ দ্বিগুণিত দর্ভমুষ্টি,—কর্ণদ্বয়; ঐ দর্ভমুষ্টির অগ্রভাগ,—কর্ণভূষণ; ঘৃতধারা,—নাসিকাবংশ; স্রুব অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ,—মুখের অগ্রভাগ; সামগান,—ঘর্ঘর শব্দ; প্রায়শ্চিত্ত,—বিশাল নাসিকাবিবর, যজ্ঞীয় পশু,—জানু; উদ্গাতা,—অন্ত্র; হোম,—লিঙ্গ; বীজ এবং ওষধি,—বৃহৎ অণ্ডকোষ; প্রাগ্বংশান্তর্গত বেদি,—অন্তরাত্মা;—সোমরসশোণিত; মহাবেদি—স্কন্ধ; দেবোদ্দেশে দেয় বস্তু,—গাত্রীয় গন্ধ; হব্যকব্যাদি—বেগ; প্রাগ্বংশ অর্থাৎ যজ্ঞীয় গৃহবিশেষ,—শরীর; দক্ষিণা,—চিত্ত; উপাকর্ম্ম,—ওষ্ঠাধর; প্রবর্গ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ঘর্ম্মজলপ্রবাহ,—ভূষণ; নানাবিধ ছন্দ,—গমনপথ এবং গোপনীয় উপনিষৎ সকল,—বাসবার স্থান হইয়াছিল। আর তিনি মহাতপাঃ দিব্য, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও সত্যস্বরূপ, সুশ্রী, গমনাগমনে সকলের নিকটেই পূজিত, মহাকায়, স্ফিক্‌রূপে পরিণত মন্ত্র সকল দ্বারা বৈলক্ষণ যুক্ত, দীপ্তিশালী, নানাবিধ দীক্ষা-সমন্বিত, সমাধি এবং মহামন্ত্রস্বরূপী ও মহত্ত্বসম্পন্ন। একমাত্র ছায়াই তাঁহার পত্নীবৎ সহায় হইয়াছিল। সেই মণিময় পর্ব্বতশিখর সদৃশ আদিদেব মহাযোগী প্রভু আবির্ভূত হইয়া, দিগ্‌-দিগন্তপ্লাবী একীভূত মহাসমুদ্রজলে নিপতিত গিরি-বন-রাজি-সমন্বিত সসাগরা ধরামণ্ডলকে স্বয়ং সেই সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১—১১। এইরূপে পূর্ব্বকালে ত্রিভুবন-হিতাভিলাষী ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালতল-প্রবিষ্ট সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে স্বকীয় সুস্থিরস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং

---

* আমাদিগের একবর্ষ দৈব একদিন, সেইরূপ দৈব দুইসহস্রবর্ষে এক ব্রহ্মরাত্রি।

পাতালসপ্তকং চক্রে লোকানাং সপ্তকং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ স্থানানি বিবিধানি চ॥ ১৫
স্থানপালা ল্লোকপালান্নদীশৈলবনস্পতীন্।
ঋষীংশ্চ সপ্তধর্ম্মজ্ঞান্ বেদান্ সাঙ্গান্ সুরাসুরান্॥ ১৬
পিশাচোরগগন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসমানুষান্।
পশুপক্ষিমৃগাদ্যাংশ্চ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্।
মেঘেন্দ্রচাপশম্পাদ্যান্ যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংস্তথা॥ ১৭
এবং বরাহো ভগবান্ কৃত্বেদং সচরাচরম্।
জগজ্জগাম লোকানামবিজ্ঞাতাং তদা গতিম্॥ ১৮
অবিজ্ঞাতাং গতিং যাতে দেবদেবে জনার্দ্দনে।
বসুধা চিন্তয়ামাস কা ধৃতির্ম্মে ভবিষ্যতি॥ ১৯
পৃচ্ছামি কশ্যপং গত্বা স মে বক্ষ্যত্যসংশয়ম্।
মদীয়াং বহতে চিন্তাং নিত্যমেব মহামুনিঃ॥ ২০
এবং সা নিশ্চয়ং কৃত্বা দেবী স্ত্রীরূপধারিণী।
জগাম কশ্যপং দ্রষ্টুং দৃষ্টবাংস্তাঞ্চ কশ্যপঃ॥ ২১
নীলপঙ্কজপত্রাক্ষীং শারদেন্দুনিভাননাম্।
অলিসঙ্ঘালকাং শুভ্রাং বন্ধুজীবাধরাং শুভাম্॥ ২২

সুভ্রূং সুসূক্ষ্মদশনাং চারুনাসাং নতভ্রুবম্।
কম্বুকণ্ঠীং সংহতোরুং পীনোরুজঘনস্থলীম্॥ ২৩
বিরেজতুস্তনৌ যস্যাঃ সমৌ পীনৌ নিরন্তরৌ।
শক্রেভকুম্ভসঙ্কাশৌ শাতকুম্ভসমদ্যুতী॥ ২৪
মৃণালকোমলৌ বাহূ করৌ কিশলয়োপমৌ।
রুক্মস্তম্ভনিভাবূরূ গূঢ়ে শ্লিষ্টে চ জানুনী॥ ২৫
জঙ্ঘে বিরোমে সুষমে পদাবতিমনোরমৌ।
জঘনঞ্চ ঘনং মধ্যং যথা কেশরিণঃ শিশোঃ॥ ২৬
প্রভাযুতা নখাস্তাম্রা রূপং সর্ব্বমনোহরম্।
কুর্ব্বাণাং বীক্ষিতৈর্নিত্যং নীলোৎপলযুতা দিশঃ॥ ২৭
কুর্ব্বাণাং প্রভয়া দেবীং তথা বিতিমিরা দিশঃ।
সুসূক্ষ্মশুক্লবসনাং রত্নোত্তমবিভূষিতাম্॥ ২৮
পদন্যাসৈর্ব্বসুমতীং সপদ্মামিব কুর্ব্বতীম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং বিনীতবদুপস্থিতাম্।
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস কশ্যপঃ॥ ২৯
উবাচ তাং বরারোহে বিজ্ঞাতং হৃদ্গতং ময়া।
ধরে তব বিশালাক্ষি গচ্ছ দেবি জনার্দ্দনম্।

সমুদ্রের জল সমুদ্রে এবং নদীর জল নদীতে, পল্বলের জল পল্বলে, সরোবরের জল সরোবরে, এইরূপে পৃথিবীপ্লাবী জলরাশিকে নিজ নিজ স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্তপাতাল, সপ্তলোক, দ্বীপ ও সমুদ্রের বিবিধ স্থান, তত্তৎস্থানপাল, লোকপাল, নদী, পর্ব্বত, বনস্পতি, ধর্ম্মবেত্তা সপ্তর্ষি, সাঙ্গ বেদ, সুরাসুর, পিশাচ, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ, পশুপক্ষী, মৃগাদি নানাবিধ প্রাণী, চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার প্রাণিবর্গ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি এবং অন্যান্য বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান, স্থাবরজঙ্গমময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বলোকের অবিদিত স্থানে গমন করিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন, অবিদিত স্থানে গমন করিলে, পৃথিবী চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে? কশ্যপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বলিয়া দিবেন। কেননা, সেই মহামুনি নিরন্তরই আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।" সেই পৃথিবীদেবী, এই নিশ্চয় করিয়া রমণীরূপ ধারণপূর্ব্বক কশ্যপকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং কশ্যপও তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয়, নীলপত্রের ন্যায়মনোহর; মুখমণ্ডল শারদশশধরের ন্যায় প্রীতিপ্রদ; অলকরাজি ভ্রমরসমূহবৎ কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ শুক্ল; ওষ্ঠাধর বন্ধুজীবকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণ; স্বভাব নির্ম্মল; ভ্রূযুগল, অতি সুচারু এবং আনত; দশনপংক্তি—সূক্ষ্ম; নাসিকা—সুন্দর; কণ্ঠ, কম্বুসদৃশ; উরুদ্বয় পরস্পর মিলিত; বিশাল-জঘনস্থল, অতীব পীন; স্তনদ্বয়,—ঐরাবতকুম্ভের ন্যায় বিশাল, সুবর্ণপ্রভ, সমবৃদ্ধ ও ঘনপীবর; বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায় কোমল; করতলযুগল কিশলয়সদৃশ; উরুদ্বয় সুবর্ণস্তম্ভবৎ; জানুদ্বয় গূঢ় এবং সংশ্লিষ্ট। জঙ্ঘাদ্বয়, রোমশূন্য এবং সুবৃত্ত; চরণদ্বয়, অতিশয় মনোরম। জঘনস্থল দৃঢ়; মধ্যভাগ, সিংহ-শিশুমধ্যবৎ ক্ষীণ; নখরনিকর প্রভাযুক্ত এবং তাম্রবর্ণ; অধিক কি, তাঁহার রূপ সকলেরই মনোহর হইয়াছিল। তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম-সূত্র-গ্রথিত শুক্লবস্ত্র, অঙ্গে উত্তমোত্তম রত্নালঙ্কার, তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টিপাতে দিঙ্মণ্ডল যেন নীলকমলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দেহপ্রভায়, দিগ্বিদিক্স্থিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিতেছে এবং প্রতিপদক্ষেপে, মৃত্তিকায় কমলরাশি প্রস্ফুটিত হইতেছে। ক্রমে সেই রূপযৌবন-সম্পন্না রমণীরূপা পৃথিবী বিনয়সহকারে কশ্যপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কশ্যপও তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বিশেষরূপে আদর করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হে বসুন্ধরে! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি। হে দেবি! তুমি জনার্দ্দনের নিকট গমন কর,

স ত্তে বক্ষ্যত্যশেষেণ ভাবিনী তে যথা স্থিতিঃ ॥ ৩০
ক্ষীরোদে বসতিস্তস্য ময়া জ্ঞা শুভাননে।
ধ্যানযোগেন সার্ব্বজ্ঞ তজ্জ্ঞানং তৎপ্রসাদতঃ ॥ ৩১
ইত্যেবমুক্তা সম্পূজ্য কশ্যপং বসুধা ততঃ।
প্রযযৌ কেশবং দ্রষ্টুং ক্ষীরোদমথ সাগরম্ ॥ ৩২
সা দদর্শামৃতনিধিং চন্দ্ররশ্মিমনোহরম্।
পবনক্ষোভসঞ্জাতবীচীশতসমাকুলম্ ॥ ৩৩
হিমবচ্ছতসঙ্কাশং ভূমণ্ডলমিবাপরম্।
বীচীহস্তৈ [illegible]রয়ানমিব ক্ষিতিম্ ॥ ৩৪
তৈরেব শুভ্রতাং চন্দ্রে বিদধানমিবানিশম্।
অন্তরস্থেন হরিণা বিগতাশেষকল্মষম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ তু বিভ্রন্তং সুশুভ্রাং তনুমূর্জ্জিতাম্ ॥ ৩৫
পাণ্ডরং খগমাগম্যমধোভুবনবর্ত্তিনম্।
ইন্দ্রনীলকড়ারাঢ্যং [illegible]য়ম্ ॥ ৩৬
ফণাবলীসমুদ্ভূতবনসঞ্জয়সমাচিতম্।
নির্ম্মোকমিব শেষাহের্ব্বিস্তীর্ণং তমতীব হি ॥ ৩৭
তং দৃষ্ট্বা তত্র মধ্যস্থং দদৃশে কেশবালয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যপরীমাণমনির্দ্দেশ্যর্দ্ধিসংযুতম্ ॥ ৩৮
শেষপর্য্যঙ্কগং তস্মিন্ দদর্শ মধুসূদনম্।
শেষাহিফণরত্নাংশুদুর্নিরীক্ষ্যমুখাম্বুজম্ ॥ ৩৯
শশাঙ্কশতসঙ্কাশং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
পীতবাসসমক্ষোভং সর্ব্বরত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪০
মুকুটেনার্কবর্ণেন কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
সংবাহ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগং লক্ষ্ম্যা করতলৈঃ শুভৈঃ।
শরীরধারিভিঃ শস্ত্রৈঃ সেব্যমানং সমন্ততঃ ॥ ৪১
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং ববন্দে মধুসূদনম্।
জানুভ্যামবনীং গত্বা বিজ্ঞাপয়তি চাপ্যথ ॥ ৪২
উদ্ধৃতাহং ত্বয়া দেব রসাতলতলং গতা।
স্বে স্থানে স্থাপিতা বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৩
তত্রাধুনা মে দেবেশ কা ধৃতির্বৈ ভবিষ্যতি।
এবমুক্তস্তদা দেব্যা দেবো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪
বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শাস্ত্রৈকতৎপরায়ণাঃ।
ত্বাং ধরে ধারয়িষ্যন্তি তেষাং ত্বদ্ভার আহিতঃ ॥ ৪৫
এবমুক্তা বসুমতী দেবদেবমভাষত।

যেরূপে তোমার অবস্থিতির উপায় হইবে, তাহা তিনি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিবেন। হে চারুমুখি! এক্ষণে তিনি ক্ষীরোদসমুদ্রে আছেন, ইহা আমি ধ্যান-প্রভাবে বিদিত আছি। আমার ধ্যান করিয়া জানিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রসাদেই হইয়াছে। অনন্তর পৃথিবী "আচ্ছা" বলিয়া এবং কশ্যপের বন্দনা করিয়া বিষ্ণুদর্শনমানসে ক্ষীরোদ-সাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অমলচন্দ্রিকা-বিধৌত,বায়ুবেগ-সমুত্থিত উত্তাল-তরঙ্গ-নিকর-সঙ্কুল, শত-হিমালয়-পরিমিত অপর ভূমণ্ডলবৎ প্রতীয়মান, সুধাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। ঐ সমুদ্র যেন চঞ্চল তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারণে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে এবং ঐ সকল হস্তস্পর্শে নিরন্তর স্বীয় তনয় চন্দ্রের ধবলতা-বিধানে তৎপর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সর্ব্বভূত-ভাবন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া কলুষরাশি বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই তিনি অতি শুভ্র তাদৃশ বিশাল দেহভার বহন করিতেছেন। ঐ সমুদ্র পাণ্ডুরবর্ণ আকাশচারীদিগেরও অগম্য এবং পাতালমধ্যে অবস্থিত। তন্মধ্যনিহিত ইন্দ্রনীলমণি ও কপিশমণিপ্রভা, গগনমণ্ডল তাহার নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। পৃথিবী, ফণাসহস্র দ্বারা বনরাজি সমাবৃত হওয়ায় অনন্তনাগের বিশাল নির্ম্মোকসদৃশ প্রতীয়মান সেই প্রসিদ্ধ ক্ষীরোদ সমুদ্র দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিমেয়, পরিচ্ছদ-শোভিত বিষ্ণু-গৃহ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী মধুসূদনকে দেখিলেন। অনন্তনাগের ফণামণ্ডিত রত্নরাজি উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া যাহার মুখপদ্মদর্শনকে ক্লেশসাধ্য করিতেছিল; যাঁহার প্রভা শতশশাঙ্কবৎ স্নিগ্ধ এবং অযুত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল; যাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র; যিনি কোনরূপ বিকারের বশবর্ত্তী নহেন; যিনি সর্ব্বরত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত; সূর্য্যপ্রভ অর্থাৎ সুবর্ণময় মুকুট ও কুণ্ডল যাঁহার অধিকতর শোভা করিতেছিল; স্বয়ং লক্ষ্মী, মঙ্গলময় নিজ করতলচতুষ্টয়ে যাঁহার চরণসংবাহন করিতেছিলেন; চক্র প্রভৃতি যাবতীয় অস্ত্র মূর্ত্তিমন্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে যাঁহার সেবায় ব্যাপৃত ছিল, সেই পদ্মপলাশলোচন মধুসূদনকে অবলোকন করিয়া বন্দনা করিলেন এবং জানু দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করত নিবেদন করিলেন, "হে দেব! হে বিষ্ণু! আমি রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সকললোকের হিতকামনায় তুমিই আমাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছ। হে দেবেশ! এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে?" তৎকালে দেবী বসুমতী তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিলে মধুসূদন বলিতে লাগিলেন, "বর্ণ এবং আশ্রম সকলের আচারপালনে তৎপর শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোমার অবস্থিতির উপায় করিবেন; তাঁহাদিগের উপর তোমার ভার ন্যস্ত

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ বদ সনাতনান্ ।
ত্বত্তোহহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বং হি মে পরমা গতিঃ ॥ ৪৬
নমস্তে দেবদেবেশ দেবারিবলসূদন ।
নারায়ণ জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ৪৭
পদ্মনাভ হৃষীকেশ মহাবলপরাক্রম ।
অতীন্দ্রিয় সুদুস্পার দেব শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ॥ ৪৮
বরাহ ভীম গোবিন্দ পুরাণ পুরুষোত্তম ।
হিরণ্যকেশ বিশ্বাক্ষ যজ্ঞমূর্ত্তে নিরঞ্জন ॥ ৪৯
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ লোকেশ সলিলান্তরশায়ক ।
মন্ত্র মন্ত্রবহ্বাচিন্ত্য বিদবেদাঙ্গবিগ্রহ ॥ ৫০
জগতোহস্য সমগ্রস্য সৃষ্টিসংহারকারক ।
সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মাঙ্গ ধর্ম্মযোনে বরপ্রদ ॥ ৫১
বিশ্বক্সেনামৃত ব্যোম মধুকৈটভসূদন ।
বৃহতাং বৃংহণাজ্ঞেয় সর্ব্ব সর্ব্বাভয়প্রদ ॥ ৫২
বরণ্যানঘ জীমূতাব্যয় নির্ব্বাণকারক ।
আপ্যায়ন অপাংস্থান চৈতন্যাধার নিষ্ক্রিয় ॥ ৫৩
সপ্তশীর্ষাধ্বরগুরো পুরাণ পুরুষোত্তম ।
ধ্রুবাক্ষর সুসূক্ষ্মেশ ভক্তবৎসল পাবন ॥ ৫৪
ত্বং গতিঃ সর্ব্বদেবানাং ত্বং গতির্ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
তথা বিদিতবেদ্যানাং গতিস্ত্বং পুরুষোত্তম ॥ ৫৫
প্রপন্নাস্মি জগন্নাথ ধ্রুবং বাচস্পতিং প্রভুম্ ।
সুব্রহ্মণ্যমনাধৃষ্টং বসুষেণং বসুপ্রদম্ ॥ ৫৬
মহাযোগবলোপেতং পৃশ্নিগর্ভং ধৃতার্চ্চিষম্ ।
বাসুদেবং মহাত্মানং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ॥ ৫৭
সুরাসুরগুরুং দেবং বিভুং ভূতমহেশ্বরম্ ।
একব্যূহং চতুর্ব্বাহুং জগৎকারণকারণম্ ॥ ৫৮
ব্রূহি মে ভগবন্ ধর্ম্মাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শাশ্বতান্ ।
আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ॥ ৫৯
এবমুক্তস্তু দেবেশঃ পুনঃ ক্ষৌণীমভাষত
শৃণু দেবি ধরে ধর্ম্মাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শাশ্বতান্
আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ॥ ৬০

আছে।" দেবদেব এই কথা বসুমতীকে বলিলে, বসুমতী তাঁহাকে বলিলেন, "বর্ণ এবং আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম সকল বল। তোমার নিকট হইতে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। হে দৈত্যবলসূদন! দেবাধিপতি দেব! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! শঙ্খচক্রগদাধর! হে পদ্মনাভ! হে হৃষীকেশ! হে মহাবলপরাক্রম! হে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয়! হে সুদুস্পার অর্থাৎ অপার! হে দেব! হে সর্ব্বধনুর্দ্ধারিন্! হে বরাহ! হে ভীম! হে গোবিন্দ! হে পুরাণ! হে পুরুষোত্তম! হে হিরণ্যকেশ! হে বিশ্বাক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা! হে যজ্ঞরূপ! হে নিরঞ্জন অর্থাৎ অব্যক্ত! হে স্থূলাদিদেহ! হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে লোকনাথ! হে সলিলার্ণবশায়ক অর্থাৎ অগাধসমুদ্রশায়ী! হে মন্ত্র! হে মন্ত্রভব অর্থাৎ হোতা! হে অচিন্ত্য! হে বেদবেদাঙ্গরূপিন্। হে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিকারিন্! হে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ! হে ধর্ম্মাঙ্গ! হে ধর্ম্মসম্ভব! হে বরদ! হে বিশ্বকৃসেন! হে অবিনাশিন্! হে আকাশরূপ! হে মধুকৈটভসূদন! হে বৃহতাং বৃহণ অর্থাৎ আকাশাদিবর্দ্ধক! অথবা আকাশাদি হইতেও বৃহৎপরিমাণ! হে অজ্ঞেয়! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বভয়দ! হে বরেণ্য! হে অনঘ! হে জীমূত অর্থাৎ মেঘশ্যাম! অথবা জীবানন্দকর! হে অব্যয়! হে জগন্নির্ম্মাণকারিন্! হে আপ্যায়ন অর্থাৎ জগদানন্দ! হে চৈতন্যাশ্রয়! হে নিষ্ক্রিয়! হে সপ্তশীর্ষ অর্থাৎ ভূ প্রভৃতির সপ্তলোক-স্বরূপ! হে যজ্ঞেশ্বর! হে পুরাণপুরুষোত্তম! (১) হে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য! হে অক্ষর! হে সুসূক্ষ্মেশ অর্থাৎ পরমাণুক্রিয়াদিহেতু! হে বৎসল! হে পাবন! তুমি সকল দেবতাদিগের গতি, তুমি ব্রহ্মবাদীদিগের গতি এবং হে পুরুষোত্তম! তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের গতি, হে জগন্নাথ! তোমার আশ্রিত হইলাম। তুমি ধ্রুব, বাচস্পতি, প্রভু, সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ বেদ, ব্রাহ্মণদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী, অজেয়, বসুষেণ, বসুপ্রদ এবং মহা যোগবলযুক্ত; সর্ব্বব্যাপী আকাশও তোমার জঠরমধ্যে লুক্কায়িত, তুমিই তেজোরূপে চন্দ্র-সূর্য্যাদিতে বিরাজ করিতেছ। তুমি বাসুদেব, মহাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত ও সুরাসুরগুরু; তুমি দেব, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমিই সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর; তুমি বিরাট্ মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ এবং তুমি জগৎকারণের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে ভগবন্! আমার নিকট আশ্রমাচার-রহস্য এবং সংগ্রহসহ চতুর্ব্বর্ণের সনাতন ধর্ম্ম সকল বল।" দেবাধিপতি বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীকে বলিলেন;— হে পৃথিবীদেবি! যে সকল সাধুগণ তোমার রক্ষা বেক্ষণ করিবেন, তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন আশ্রমাচার-রহস্য এবং সংগ্রহসহিত চতুর্ব্বর্গের সনা-

(১) পুরাণপুরুষ আত্মা—তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা।

যে তু ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি সন্তস্তেষাং পরায়ণান্।
নিষণ্ণা ভব বামোরু কাঞ্চনেঽস্মিন্ বরাসনে ॥ ৬১
সুখাসীনা নিবোধ ত্বং ধর্ম্মান্নিগদতো মম।
শুশ্রুবে বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ সুখাসীনা ধরা তদা ॥ ৬২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ ॥ ১ ॥ তেষামাদ্যা দ্বিজাতয়স্ত্রয়ঃ ॥ ২ ॥ তেষাং নিষেকাদ্যঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রবৎক্রিয়াসমূহঃ ॥ ৩ ॥ তেষাঞ্চ ধর্ম্মাঃ—ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনম্; ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিত্যতা; বৈশ্যস্য পশুপালনম্; শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা; দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে ॥ ৪ ॥

অথৈতেষাং বৃত্তয়ঃ—ব্রাহ্মণস্য যাজনপ্রতিগ্রহৌ; ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণম্; কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য; শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি ॥ ৫ ॥ আপত্স্বনন্তরা বৃত্তিঃ ॥ ৬

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া ॥ ৭
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে ॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ রাজধর্ম্মাঃ ॥ ১ ॥ প্রজাপরিপালনম্, বর্ণাশ্রমাণাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থাপনম্ ॥২॥ রাজা চ জাঙ্গলপশব্যং শস্যোপেতং দেশমাশ্রয়েৎ বৈশ্যশূদ্রপ্রায়ঞ্চ ॥ ৩ ॥ তত্র ধন্বনৃমহীবারিবৃক্ষগিরিদুর্গাণামন্যতমং দুর্গমাশ্রয়েৎ ॥ ৪ ॥ তত্র স্বস্বগ্রামাধিপান্ কুর্য্যাৎ। দশাধ্যক্ষান্ শতাধ্যক্ষান্। দেশাধ্যক্ষাংশ্চ ॥ ৫ ॥ গ্রামদোষাণাং গ্রামাধ্যক্ষঃ পরীহারং কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ অশক্তো দশগ্রামাধ্যক্ষায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭ ॥ সোঽপ্যশক্তঃ শতাধ্যক্ষায় সেঽপশক্তঃ দেশাধ্যক্ষায়

তব ধর্ম্ম সকল শ্রবণ কর। হে বামোরু! এই কাঞ্চনময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন কর। আমি ধর্ম্ম বলিতেছি, সুখাসীন হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।" তখন পৃথিবী সুখোপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুকথিত ধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১২—৬২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ। তাহার মধ্যে আদি তিনবর্ণ—দ্বিজাতি। তাহাদিগের গর্ভাধান হইতে শ্মশানকার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হইয়া থাকে। চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম যথা—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা; ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রচর্চ্চা; বৈশ্যের পশুপালন; শূদ্রের দ্বিজাতিসেবা, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যজন এবং অধ্যয়ন। চতুর্ব্বর্ণের জীবিকা যথা—ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপোষণ, সুদ লওয়া ও ধান্যাদিবীজ রক্ষা এবং শূদ্রের সকল শিল্পকার্য্য। আপৎকালে অর্থাৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জীবিকা দ্বারা নির্ব্বাহ না হইলে পর, পরবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজ্যপালন, ক্ষত্রিয় কৃষ্যাদি; তাহাতেও অভাব হইলে ব্রাহ্মণ কৃষ্যাদি করিতে পারিবে ইত্যাদি। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরু-সেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভত্যাগ, দেব-ব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়া পরিত্যাগ, এই কয়টী সামান্য অর্থাৎ বর্ণমাত্রেরই প্রতিপাল্য ধর্ম্ম। ৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

অথ রাজধর্ম্ম। প্রজাপালন, বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। রাজা, যাহা পশুগণের হিতকর, শস্যপূর্ণ ও বৈশ্যশূদ্রবহুল, সেই গিরিনদীবনরাজিশোভিত দেশ আশ্রয় করিবেন এবং সেই দেশে মরুদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মহীদুর্গ, বারিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, গিরিদুর্গ এই ষড়্‌বিধ দুর্গের যে কোন একটী অবলম্বন করিবেন। দুর্গাশ্রিত হইয়া অধীনস্থ গ্রামসমূহে এক এক জন গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং দশগ্রামাধ্যক্ষ, শত-গ্রামাধ্যক্ষ ও দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গ্রাম্যধ্যক্ষ, নিজাধিকৃত গ্রামের দোষ পরিহার করিতে যত্ন করিবে। অসমর্থ হইলে, দশগ্রামাধিপতির নিকটে দোষের কথা নিবেদন করিবে। তিনি তাহার প্রতিকারে

দেশাধ্যক্ষোঽপি সর্ব্বাত্মনা দোষমুচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৮ ॥ আকরশুল্কতরনাগবনেষাপ্তান্ নিযুঞ্জীত। ধর্ম্মিষ্ঠান্ ধর্ম্মকার্য্যেষু। নিপুণানর্থকার্য্যেষু। শূরান্ সংগ্রামকর্ম্মসু উগ্রানুগ্রেষু। ষণ্ঢান্ স্ত্রীষু ॥ ৯ ॥ প্রজাভ্যো বল্যর্থং সংবৎসরেণ ধান্যতঃ ষষ্ঠমংশমাদদ্যাৎ। সর্ব্বশস্যেভ্যশ্চ ॥ ১০ ॥ দ্বিকং শতং পশুহিরণ্যেভ্যো বস্ত্রেভ্যশ্চ ॥ ১১ ॥ মাংসমধুঘৃতৌষধিগন্ধ-পুষ্পমূলফলরসদারুপত্রাজিনমৃদ্ভাণ্ডাশ্মভাণ্ডবৈদলেভ্যঃ ষষ্ঠভাগম্ ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ করাদানং ন কুর্য্যাৎ, তে হি রাজ্ঞো ধর্ম্মকরদাঃ ॥ ১৩ ॥ রাজা চ প্রজাভ্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতষষ্ঠাংশভাক্ ॥ ১৪ ॥ স্বদেশপণ্যাচ্চ শুল্কাংশ-দশমমাদদ্যাৎ, পরদেশপণ্যাচ্চ বিংশতিতমম্ ॥ ১৫ ॥ শুল্কস্থানমপক্রামন্ সর্ব্বাপহারমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥

শিল্পিনঃ কর্ম্মজীবিনশ্চ শূদ্রাশ্চ মাসেনৈকং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ ॥ ১৭ ॥ স্বাম্যমাত্যদুর্গকোশদণ্ডরাষ্ট্রমিত্রাণি প্রকৃতয়ঃ ॥ ১৮ ॥ তদ্দূষকাংশ্চ হন্যাৎ ॥ ১৯ ॥ স্বরাষ্ট্রপররাষ্ট্রয়োশ্চ চারচক্ষুঃ স্যাৎ ॥ ২০ ॥ সাধূনাং পূজনং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥ দুষ্টাংশ্চ হন্যাৎ ॥ ২২ ॥ শত্রুমিত্রোদাসীনমধ্যমেষু সামভেদদানদণ্ডান্ যথার্হং যথাকালং প্রযুঞ্জীত ॥ ২৩ ॥ সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রয়দ্বৈধীভাবাংশ্চ যথাকালমাশ্রয়েৎ ॥ ২৪ ॥ চৈত্রে মার্গশীর্ষে বা যাত্রাং যায়াৎ। পরস্য ব্যসনে বা ॥ ২৫ ॥ পরদেশাবাপ্তৌ তদ্দেশধর্ম্মান্ নোচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ পরেণাভিযুক্তশ্চ সর্ব্বাত্মনা স্বং রাষ্ট্রং গোপায়েৎ ॥ ২৭ ॥ নাস্তি রাজ্ঞাং সমরে তনুত্যাগসদৃশো ধর্ম্মঃ ॥ ২৮ ॥

অক্ষম হইলে, শত গ্রামাধ্যক্ষের নিকট, তিনিও অসমর্থ হইলে দেশাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিবেন। দেশাধ্যক্ষকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া দোষোদ্ধার করিতে হইবেই। রাজা খনি, মাশুল আদায়, পারাপারস্থল এবং হস্তিপ্রসূ বনভূমিতে বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। ধর্ম্ম-কার্য্যে ধার্ম্মিষ্ঠদিগকে, অর্থকার্য্যে কুশলদিগকে, যুদ্ধকার্য্যে বীরগণকে, উগ্রকার্য্যে উগ্রব্যক্তিগণকে ও স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণে ক্লীবদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি প্রতিবৎসর প্রজাদিগের নিকট ধান্য হইতে ষষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ছয় ভাগের একভাগ করস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। পশু, হিরণ্য এবং বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের লভ্যাংশ হইতে শতকরা দুইভাগ গ্রহণ করিবেন। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধ, পুষ্প, এল, দারু, পত্র, অজিন, মৃদ্ভাণ্ড, আমভাণ্ড এবং বৈদল অর্থাৎ বেণুনির্ম্মিত পাত্র হইতে ছয়ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন না; কারণ-তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ রাজা প্রাপ্ত হন। রাজা সকল প্রজারই পাপপুণ্যের ছয় ভাগের একভাগ পাইয়া থাকেন (অতএব প্রজাগণ যাহাতে পুণ্যকার্য্যে রত থাকে এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা করা রাজার সম্পূর্ণ উচিত)। স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে, তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তদনুসারে, দশভাগের একভাগ মাশুল গ্রহণ করিবেন (ইহা রপ্তানি মাশুল); পরদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তন্মূল্যের বিংশতি ভাগের একভাগ মাশুল লইবেন (ইহা রপ্তানি মাশুল)। যে স্থানে মাশুল আদায় হয়, সেস্থান হইতে মাশুল না দিয়া পলায়ন করিলে তাহার সকলদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। শিল্পী, কারু এবং শূদ্রগণ প্রতিমাসে রাজার এক একটী কর্ম্ম করিয়া দিবে। স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোশ, সৈন্য, রাষ্ট্র এবং মিত্র, ইহার সমবেত নাম প্রকৃতি। যাহারা ইহাকে বা এই সকলের অন্যতমকে অপথে পরিচালিত করে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, তাহাদিগের বধ দণ্ড। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রে চর রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দর্শন করিবেন, সাধুব্যক্তির পূজা করিবেন। দুষ্টদিগের দণ্ড দিবেন। শত্রু, মিত্র, উদাসীন অর্থাৎ যে শত্রুও নহে, মিত্রও নহে এবং মধ্যম অর্থাৎ যে শত্রুও হইতে পারে, মিত্রও হইতে পারে; এই চতুর্ব্বিধ রাজবর্গের প্রতি যথাযোগ্য এবং যথাকালে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগ করিবেন। সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ অপেক্ষা করিয়া অবস্থিতি, প্রবল রাজার আশ্রয়গ্রহণ এবং দ্বৈধীভাব অর্থাৎ প্রবল রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করা, এই ষড়্বিধ উপায়ের অন্যতম যে কোন একটী সময়ানুসারে অবলম্বন করিবেন। চৈত্রমাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। অথবা যে সময় শত্রুর বিপদ উপস্থিত হইবে, সেই সময় যাত্রা করিবেন। যুদ্ধাদি দ্বারা পরকীয় রাজ্যলাভ হইলে, সেই দেশের পূর্ব্বাপর প্রচলিত-ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবেন না। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগের সমান

গোব্রাহ্মণনৃপতিমিত্রধনদারজীবিতরক্ষণাদ্যে হতাস্তে স্বর্গভাজঃ। বর্ণস[illegible]ব চ ॥ ২৯ ॥ রাজা পর-পুরাবাপ্তৌ তু তত্র তৎকুলীনমভিষিঞ্চেৎ ॥ ৩০ ॥ ন রাজকুলমুচ্ছিন্দ্যাৎ অন্যত্রাকুলীনরাজকুলাৎ ॥ ৩১ ॥ মৃগয়াক্ষস্ত্রীপানেষভিরতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥ আপ্ত-দ্বারাণি নোচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ আকরেভ্যঃ সর্ব্বমাদদ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ নিধিং লব্ধা তদর্দ্ধং ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাৎ, দ্বিতীয়মর্দ্ধং কোশে প্রবেশয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ নিধিং ব্রাহ্মণো লব্ধা সর্ব্বমাদদ্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ ক্ষত্রিয়শ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞে দদ্যাৎ চতুর্থমংশং ব্রাহ্মণেভ্যোহর্দ্ধমাদদ্যাৎ ॥ ৩৮ ॥ বৈশ্যশ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞে দদ্যাৎ ব্রাহ্মণেভ্যোহর্দ্ধমংশমাদদ্যাৎ ॥ ৩৯ ॥ শূদ্রশ্চাবাপ্তং দ্বাদশধা বিভজ্য পঞ্চাংশান্ রাজ্ঞে দদ্যাৎ, পঞ্চাংশান্ ব্রাহ্মণেভ্যোহংশদ্বয়মাদদ্যাৎ ॥ ৪০ ॥ অনিবেদিতবিজ্ঞাতস্য সর্ব্বমপহরেৎ ॥ ৪১ ॥ স্বনিহিতাদ্রাজ্ঞে ব্রাহ্মণবর্জ্জং দ্বাদশমংশং দদ্যুঃ ॥ ৪২ ॥ পরনিহিতং স্বনিহিতমিতি ব্রুবংস্তৎসমং দণ্ডমাবহেৎ ॥ ৪৩ ॥ বালানাথস্ত্রীধনানি চ রাজা পরিপালয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্ব্বমেব সর্ব্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ ॥ ৪৫ ॥ অনবাপ্য চ স্বকোশাদেব দদ্যাৎ ॥ ৪৬ ॥ শান্তিস্বস্ত্যয়নৈর্দৈবোপঘাতান্ প্রশময়েৎ ॥ ৪৭ ॥ পরচক্রোপঘাতাংশ্চ শস্ত্রনিত্যতয়া ॥ ৪৮ ॥ বেদেতিহাসধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ। শুচীনলুব্ধানবহিতাঙ্গক্তিসম্পন্নান্ সর্ব্বার্থেষু চ সহায়ান্ ॥ ৪৯ ॥ স্বয়মেব ব্যবহারান্ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধম্ ॥ ৫০ ॥ ব্যবহারদর্শনে ব্রাহ্মণং বা নিযুঞ্জ্যাৎ ॥ ৫১ ॥ জন্মকর্ম্মব্রতোপেতাশ্চ রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ কামক্রোধভয়লোভাদিভিঃ কার্য্যার্থিভিরনা-

---

আর ধর্ম্ম নাই। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী বা জীবন, এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া কিংবা বর্ণসঙ্কর হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে, স্বর্গ লাভ করিবে। রাজা পরকীয় রাজ্য-প্রাপ্তির পর সেই রাজ্যে পূর্ব্বরাজ-বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবেন, অর্থাৎ আপনার করদ রাজা করিবেন, রাজবংশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবেন না। কিন্তু সেই রাজবংশ, যদি ক্ষত্রিয় না হয়, তাহা হইলে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ এবং মদ্যাদিপানে আসক্ত হইবেন না। কটুভাষী এবং উগ্রদণ্ড হইবেন না; ধনাদি অপব্যয় করিবেন না। পৈতৃক রাজ্য বা জয়লব্ধ রাজ্যের পূর্ব্বাগত তোরণদ্বারের উচ্ছেদ করিবেন না। অপাত্রে ধনাদি অর্পণ করিবেন না। আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রাজারই গ্রাহ্য; নিধি অর্থাৎ অস্বামিক প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইলে, অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অপরার্দ্ধভাগ স্বীয় ধনাগারে প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, নিধি প্রাপ্ত হইলে নিজেই সমস্ত অংশ লইতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ধন পাইলে, রাজাকে চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ এবং ব্রাহ্মণকে অপর চতুর্থ অংশ অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য, রাজাকে চতুর্থ অংশ ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। শূদ্র, প্রাপ্ত নিধিকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া রাজাকে পাঁচ অংশ এবং ব্রাহ্মণকে পাঁচ অংশ দিবে; আর স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অংশদানভয়ে এই কথা অপ্রকাশ রাখে এবং ইহা প্রচার হয়, তাহা হইলে রাজা, ব্রাহ্মণের অংশ ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া অপর সমস্ত অংশ কোশজাত করিবেন। ব্রাহ্মণেতর সমস্ত বর্ণ, নিজনিহিত ধন উত্তোলন করিলেও তাহা হইতে রাজাকে দ্বাদশ ভাগের একভাগ দিবে। যে ব্যক্তি অন্যের নিহিত ধন "আত্মনিহিত" বলিয়া অযথা-গ্রহণের চেষ্টা করে, তাহার নিহিত ধনের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড হইবে। —বালক, অনাথ এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তি, রাজা রক্ষা করিতে বাধ্য। যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা ঐ অপহৃত ধন চৌরদিগের নিকট প্রাপ্ত হইলে তৎসমস্তই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদি চৌরদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন। শান্তি এবং স্বস্ত্যয়ন দ্বারা দৈববিপত্তির উপশম করিবেন। যুদ্ধাদি দ্বারা শত্রু-সৈন্যের আক্রম দূর করিবেন। বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য-কার্য্যে ব্রতী করিবেন। বিশুদ্ধ, লোভশূন্য, অপ্রমত্ত এবং শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যাবতীয় অর্থকার্য্য-সহায় অর্থাৎ মন্ত্রী করিবেন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজা নিজেই ব্যবহার অর্থাৎ বিচারাদি পরিদর্শন করিবেন। অথবা উক্ত কার্য্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সদ্বংশসম্ভূত ও সংস্কার-শোধিত, নিয়মী ও শত্রুমিত্রে সমদর্শী এবং কার্য্য-প্রার্থিগণ, যাহাদিগকে কাম বা ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়া

হার্য্যাঃ ॥ ৫২ ॥ রাজা চ সর্ব্বকার্য্যেষু সাংবৎসরাধীনঃ স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥ দেবব্রাহ্মণান্ সততমেব পূজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ বৃদ্ধসেবী ভবেৎ। যজ্ঞযাজী চ ॥ ৫৫ ॥ ন চাস্য বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ ক্ষুধার্ত্তোঽবসীদেৎ। ন চান্যোঽপি সৎকর্ম্মনিরতঃ ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভুবং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ তেষাং যেষাঞ্চ প্রতিপাদয়েৎ স্ববংশ্যান অন্তরপ্রমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনঞ্চ পটে তাম্রপট্টে বা লিখিতং স্বমুদ্রাঙ্কিতঞ্চাগামিনৃপবিজ্ঞাপনার্থং দদ্যাৎ ॥ ৫৮ ॥ পরদত্তাঞ্চ ভুবং নাপহরেৎ ॥ ৫৯ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্ব্বদায়ান্ প্রযচ্ছেৎ ॥ ৬০ ॥ সর্ব্বতশ্চাত্মানং গোপায়েৎ ॥ ৬১ ॥ সুদর্শনশ্চ স্যাৎ। বিষঘ্নাগদমন্ত্রধারী চ। নাপরীক্ষিতমুপযুঞ্জ্যাৎ ॥ ৬২ ॥ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥ বধ্যেষ্বপি ন ভ্রূকুটীমাচরেৎ ॥ ৬৪ ॥ অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু দাপয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ সম্যগ্ দণ্ডপ্রণয়নং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৬ ॥ দ্বিতীয়মপরাধং ন কস্যচিৎ ক্ষমেত। স্বধর্ম্মমপালয়ন্ নাদণ্ড্যো নামাস্তি রাজ্ঞঃ যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি নির্ভয়ঃ। প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৬৭ স্বরাষ্ট্রে ন্যায়দণ্ডঃ স্যাদ্ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু। সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ। ৬৮ এবংবৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ। বিস্তীর্য্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ৬৯ প্রজাসুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিতঃ। স কীর্ত্তিযুক্তো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৭০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অথবা ভয় কিংবা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে, রাজা এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ্ করিবেন। ১—৫১। রাজা সকল কার্য্যই দৈবজ্ঞদিগের মতানুসারে করিবেন। দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। বৃদ্ধসেবী এবং যাগশীল হইবেন। ইঁহার অধিকারে ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া না থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিবে। যাহাদিগকে দান করিবে, দান-বিবরণসহ তাহাদিকে পিত্রাদি তিনপুরুষের নাম, তাহাদিগের নাম, নিজ পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, নিজের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং সীমানির্দ্দেশ অর্থাৎ চৌহদ্দী—স্থায়িবস্ত্রে বা তাম্রফলককে লিখিয়া তাহাতে আপনার মুদ্রা-(মোহর)-চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবেন। এই সকল করিবার প্রয়োজন এই, পরবর্ত্তী রাজা এই সকল নিদর্শন দেখিলে, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। পরদত্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণদিগকে সকলপ্রকার ধন দান করিবেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিবেন। প্রিয়দর্শন এবং প্রসন্নদৃষ্টি হইবেন। রাজার বিষনাশক এবং রোগনাশক নানাবিধ মন্ত্র জানা আবশ্যক। রাজা কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিয়া আত্মভোগের উপযোগী করিবেন না। সকল সময়ই ঈষৎহাস্য করিয়া কথা কহিবেন। বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ়-ব্যবহার করিবেন না। * দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে অপরাধানুরূপ দণ্ড করিবেন, লঘু গুরু করিবেন না। দণ্ডপ্রণয়ন (অর্থাৎ যে সকল পাপের দণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, কিংবা জাতি বয়ঃ প্রভৃতি বিবেচনায় দণ্ড-তারতম্য হইতে পারে; সেই সকল স্থলে বুদ্ধিমত্তে দণ্ড স্থির করা) উপযুক্তরূপ দণ্ড করিবেন। দ্বিতীয় অপরাধ কাহারও ক্ষমা করিবেন না। যে স্বধর্ম্ম পালন না করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ড না পাইয়া কোন মতে অব্যাহতি পাইবে না। যে রাজ্যে শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র দণ্ড অপ্রতিহত হইয়া প্রচারিত থাকে, রাজা সুবিজ্ঞ হইলে সেখানে প্রজাগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজরাজ্যে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন এবং শত্রুদিগের উপর (শত্রু যতক্ষণ ক্ষমতাপন্ন থাকে ততক্ষণ) কঠোর দণ্ড দান করিবেন। মিত্রের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। এইরূপ স্বভাবের রাজা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিলেও তাঁহার যশ জলপতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় জগতে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। যে রাজা প্রজার সুখে সুখী, এবং দুঃখে দুঃখী হন, তিনি ইহকালে যশ লাভ করিয়া পরকালে স্বর্গ লাভ করেন। ৫৩—৭০।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

---

* তাৎপর্য্য এই যে, আইন বা পদ ঐ ব্যক্তিকে যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করুক না কেন, উক্ত আইন-অনুযায়ী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহাতে দোষী নহেন; কিন্তু তাহার উপর মন্দ ব্যবহার, আইন বা পদের কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাতে ঐ ব্যক্তিই দোষী।

জালস্থার্কমরীচিগতং রজস্ত্রসরেণুসংজ্ঞকম্ ॥ ১॥ তদষ্টকং লিক্ষা ॥ ২ ॥ তত্ত্রয়ং রাজসর্ষপঃ ॥ ৩ ॥ তত্ত্রয়ং গৌরসর্ষপঃ ॥ ৪ ॥ তৎষট্কং যবঃ ॥ ৫ ॥ তত্ত্রয়ং কৃষ্ণলম্ ॥ ৬ ॥ তৎপঞ্চকং মাষঃ ॥ ৭ ॥ তদ্দ্বাদশ-মক্ষার্দ্ধম্ ॥ ৮ ॥ অক্ষার্দ্ধমেব সচতুর্মাষকং সুবর্ণঃ ॥ ৯ ॥ চতুঃসুবর্ণকো নিষ্কঃ ॥ ১০ ॥ দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে রূপ্যমাষকঃ ॥ ১১ ॥ তৎষোড়শকং ধরণম্ ॥ ১২ ॥ তাম্রকার্ষিকঃ কার্ষাপণঃ ॥ ১৩ ॥
পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রস্ত্বেব চোত্তমঃ ॥ ১৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

গবাক্ষনির্গত সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম ত্রসরেণু। আট ত্রসরেণু—এক লিক্ষা। তিন লিক্ষা—এক রাজসর্ষপ। তিন রাজসর্ষপে—এক গৌরসর্ষপ। ছয় গৌর-সর্ষপে—এক যব। তিন যবে—এক কৃষ্ণল। পাঁচ কৃষ্ণলে—এক মাস। বার মাষে—অক্ষার্দ্ধ এক অক্ষার্দ্ধ এবং চার মাষে অর্থাৎ ষোল মাষে—এক সুবর্ণ *। চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক (১)। সমপরিমাণে দুই কৃষ্ণলে—একরূপ্যমাষক। ষোড়শ রূপ্যমাষকে—এক ধরণ (২)। এক কর্ষ তাম্রের নাম কার্ষাপণ (অথবা পণ) (৩)। সার্দ্ধদ্বিশত-পণের নাম প্রথম সাহস; পঞ্চশতপণের নাম মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণের নাম উত্তম সাহস। ১—১৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

* প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত স্বর্ণের মান কীর্ত্তিত হইল।

(১) চারি সুবর্ণ স্বর্ণে—এক নিষ্ক; ইহা রজত এবং স্বর্ণময় দ্বিবিধই হইয়া থাকে। মিতক্ষরাদির মতে ইহা রজত।

(২) এই পর্য্যন্ত রজতের মান নির্দ্দিষ্ট হইল।

(৩) ইহা তাম্রের পরিমাণে। সুবর্ণ, ধরণ এবং কর্ষ এই তিনটী পরিমাণে সমান।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণবর্জ্জং সর্ব্বে বধ্যাঃ ॥ ১ ॥ ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ ॥ ২ ॥ স্বদেশাদ্ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েৎ ॥ ৩ ॥ তস্য চ ব্রহ্মহত্যায়ামশিরস্কং পুরুষং ললাটে কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ সুরাধ্বজং সুরাপানে ॥ ৫ ॥ শ্বপদং স্তেয়ে ॥ ৬ ॥ ভগং গুরুতল্পগমনে ॥ ৭ ॥ অন্যত্রাপি বধ্যকর্ম্মণি তিষ্ঠন্তং সমগ্রধনমক্ষতং বিবাসয়েৎ ॥ ৮ ॥ কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ রাজা হন্যাৎ ॥ ৯ ॥ কূটলেখ্যকারাংশ্চ ॥ ১০ ॥ গরদাগ্নিদপ্রসহ্যতস্করান্ স্ত্রীবালপুরুষঘাতিনশ্চ ॥ ১১ ॥ যে চ ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যোঽধিকমপহরেয়ুঃ ॥ ১২ ॥ ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকম্ ॥ ১৩ ॥ যে চাকুলীনা রাজ্যমভি-কাময়েয়ুঃ ॥ ১৪ ॥ সেতুভেদকাংশ্চ ॥ ১৫ ॥ প্রসহ্যতস্ক-রাণাঞ্চাবকাশভক্তপ্রদাংশ্চ ॥ ১৬ ॥ অন্যত্র রাজা-

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল বর্ণের মহাপাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই। তবে ব্রাহ্মণের দণ্ড এই যে, নিম্নলিখিত চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।—চিহ্ন করিবার নিয়ম এই, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা করিবে, তাহার ললাটদেশে মস্তকশূন্য পুরুষ অঙ্কিত করিয়া দিবে। সুরাপানে সুরা চিহ্ন। চৌর্য্য করিলে কুক্কুরচরণ। গুরুপত্নী গমনে ভগাকার। অন্য কোন বধজনক কার্য্য করিলেও তাহার ধনাদি হরণ না করিয়া এবং দৈহিক দণ্ড না দিয়া (কেবল) রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। যাহারা কূটশাসন (অর্থাৎ জানিয়া-শুনিয়া লোভাদি বশতঃ অযথা শাসন) করে (অথবা রাজ-দত্ত তাম্রশাসনাদি জাল করার নাম কূটশাসন; যাহারা তাহা করে), যাহারা জাল দলিল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষপান করিতে দেয়, গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, স্ত্রীহত্যা বা পুরুষ-হত্যা করে, যাহারা দশকুম্ভাধিক ধান্য অপহরণ করে, যাহারা শতপলাধিক তুলা পরিচ্ছেদ্য সুবর্ণ-রজতাদি হরণ করে, যাহারা রাজবংশে উৎপন্ন না হইয়াও রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহারা অসামর্থ্য ব্যতীত দস্যুদিগের স্থান ও আহার প্রদান করে, (অর্থাৎ রাজা যদি দস্যু নিবারণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যাহারা, অস্থ দস্যু-নিবারণার্থ কোন দস্যুকে বশীভূত করিতে স্থান ও

শঙ্কোঃ ॥ ১৭ ॥ স্ত্রিয়মশক্তভর্তৃকাং তদতিক্রমণীঞ্চ ॥ ১৮ ॥ হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গেনাপরাধং কুর্য্যাৎ তদেবাস্য শাতয়েৎ ॥ ১৯ ॥ একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ ॥ ২০ ॥ নিষ্ঠীব্যোষ্ঠদ্বয়বিহীনঃ কার্য্যঃ ॥ ২১ ॥ অবশর্দ্ধয়িতা চ গুদহীনঃ ॥ ২২ ॥ আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বঃ ॥ ২৩ ॥ দর্পেণ ধর্ম্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলমাস্যে ॥ ২৪ ॥ দ্রোহেণ চ নামজাতিগ্রহণে দশাঙ্গুলোঽস্য শঙ্কুর্নিধেয়ঃ ॥ ২৫ ॥ শ্রুতদেশজাতিকর্ম্মণামন্যথাবাদী কার্ষাপণশতদ্বয়ং দণ্ড্যঃ ॥ ২৬ ॥ কাণখঞ্জাদীনাং তথাবাদ্যপি কার্ষাপণদ্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥ গুরূনাক্ষিপন্ কার্ষাপণশতম্ ॥ ২৮ ॥ পরস্য পতনীয়াক্ষেপে কৃতে তূত্তমসাহসম্ ॥ ২৯ ॥ উপপাতকযুক্তে মধ্যমম্ ॥ ৩০ ॥ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং ক্ষেপে জাতিপূগানাঞ্চ ॥ ৩১ ॥ গ্রামদেশয়োঃ প্রথমসাহসম্ ॥ ৩২ ॥ ন্যঙ্গতাযুক্তাক্ষেপে কার্ষাপণশতম্ ৩৩ ॥ মাতৃযুক্তে তূত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ সবর্ণাক্রোশনে দ্বাদশপণান্ দণ্ড্যঃ ॥ ৩৫ ॥ হীনবর্ণাক্রোশনে ষড়্দণ্ড্যঃ ॥ ৩৬ ॥ যথাকালমুত্তমসবর্ণাক্ষেপে তৎপ্রমাণো দণ্ডঃ ॥ ৩৭ ॥ ত্রয়ো বা কার্ষাপণাঃ ॥ ৩৮ ॥ শুষ্কবাক্যাভিধানে ত্বেবমেব ॥ ৩৯ ॥ পারজয়ী সবর্ণাগমনে তূত্তমসাহসং দণ্ড্যঃ ॥ ৪০ ॥ হীনবর্ণাগমনে মধ্যমম্ ॥ ৪১ ॥ গোগমনে চ ॥ ৪২ ॥ অন্ত্যাগমনে বধ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ পশুগমনে কার্ষাপণশতং দণ্ড্যঃ ॥ ৪৪ ॥ দোষমনাখ্যায় কন্যাং প্রযচ্ছংশ্চ ॥ ৪৫ ॥ তাঞ্চ বিভৃয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ অদুষ্টাং দুষ্টামিতি ব্রুবন্নুত্তমসাহসম্ ॥ ৪৭ ॥ গজাশ্বোষ্ট্রগোঘাতী ত্বেককরপাদঃ কার্য্যঃ ॥ ৪৮ ॥ বিমাংসবিক্রয়ী চ ॥ ৪৯ ॥ গ্রাম্যপশুঘাতী কার্ষাপণশতং দণ্ড্যঃ ॥ ৫০ ॥ পশুস্বামিনে তন্মূল্যং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥

আহার প্রদান করে, তাহারা এ স্থানে গ্রাহ্য নহে) যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে এবং যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী; রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। ১—১৮। নিকৃষ্ট জাতি যে অঙ্গ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতির অপরাধ করিবে, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। একাসনে বসিলে তাহার কটীতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিবেন। বাতকর্ম্ম করিয়া দিলে মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন। গালাগালি দিলে জিহ্বা ছেদন করিয়া দিবেন। দর্প সহকারে ধর্ম্মোপদেশ করিতে থাকিলে; রাজা তাহার মুখে তপ্ততৈল ফেলিয়া দিবেন। দ্রোহপূর্ব্বক নাম বা জাতি উচ্চারণ করিলে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কু পুতিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া স্বীয়দেশ স্বীয়জাতি এবং স্বীয় ধর্ম্ম অন্য প্রকারে বলে (অর্থাৎ এই সকল বিষয় যথার্থ না বলিয়া মিথ্যা বলে), তাহার দুইশতপণ দণ্ড হইবে। যাহারা প্রকৃত কাণ, খঞ্জাদি (অর্থাৎ বিকৃতাঙ্গ), তাহাদিগকে তাহা (অর্থাৎ কাণ খঞ্জাদি) বলিয়া গালি দিলে দুই কার্ষাপণ দণ্ড। গুরুজনকে রূঢ় কথা বলিলে বা নিন্দা করিলে শতকার্ষাপণ দণ্ড। অপরের পাতিত্য-ঘটিত নিন্দা বা তিরস্কার করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। ("ঐ ব্যক্তি সুরাপান করিয়াছে' বা "যা যা সুরাপায়ী!" এইরূপ নিন্দা বা তিরস্কার পাতিত্য-ঘটিত) উপপাতক-ঘটিত তিরস্কার-নিন্দাদি করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড। ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধের অর্থাৎ বেদত্রয়াভিজ্ঞ জাতির (ব্রাহ্মণাদির) কিংবা পুগের (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের) তিরস্কার-নিন্দাদি করিলেও (ঐ দণ্ড)। গ্রাম কি দেশের নিন্দা করিলে (অর্থাৎ "হাজার হউক, ঐ গ্রামে কি ঐ দেশে নিবাস ত! তায় আর কত ভাল হইবে" ইত্যাদি রূপে তিরস্কার বা নিন্দা করিলে) প্রথম-সাহস দণ্ড। অশ্লীল কথা বলিয়া গালি দিলে বা নিন্দা করিলে শতকার্ষাপণ, মাতৃ-উচ্চারণপূর্ব্বক (উহা করিলে) উত্তমসাহস ও সবর্ণকে গালি দিলে দ্বাদশপণ দণ্ড। হীনবর্ণকে গালিদিলে ছয়পণ দণ্ড। যথাকালে (অর্থাৎ গালাগালি দিবার কারণসত্ত্বে) উত্তমবর্ণ বা সবর্ণকে গালাগালি দিলে তৎপ্রমাণ অর্থাৎ ছয়পণ দণ্ড অথবা তিন কার্ষাপণ দণ্ড হইবে, (যে গালাগালি দিবে, তাহার গুণ-অগুণ-ভেদে দ্বিবিধ দণ্ড উক্ত হইল)। শুষ্ক বাক্য বলিলে (অর্থাৎ শ্লেষসহকারে গালি দিলেও) এইরূপ দণ্ড। সবর্ণাগমনে পরদারগামীর উত্তমসাহস দণ্ড, হীনবর্ণাগমনে ও গোগমনে মধ্যমসাহস দণ্ড, অন্ত্যা-(অর্থাৎ চণ্ডালী প্রভৃতি) গমনে বধ দণ্ড। পশুগমনে শতকার্ষাপণ দণ্ড। দোষোল্লেখ না করিয়া দোষযুক্ত কন্যা দান করিলে (তাহারও এই দণ্ড) এবং তাহাকেই ঐ প্রদত্ত কন্যার ভরণপোষণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্ট কন্যাকে দুষ্ট বলিলে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। গর্হিতমাংস-বিক্রেতাকে এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রকে যে হত্যা করে, তাহাকে এককর-পাদ করিবেন অর্থাৎ তাহার এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন। গো-প্রভৃতি-গ্রাম্যপশুঘাতীর শতকার্ষাপণ দণ্ড এবং পশুঘাতী পশু-

আরণ্যপশুঘাতী পঞ্চাশতং কাষাপণান্ ॥ ৫২ ॥ পাক্ষ-ঘাতী মৎস্যঘাতী চ দশ কার্ষাপণান্ ॥ ৫৩ ॥ কীটোপ-ঘাতী চ কার্ষাপণম্ ॥ ৫৪ ॥ ফলোপগমদ্রুমচ্ছেদী তূত্তমসাহসম্ ॥ ৫৫ ॥ পুষ্পোপগমদ্রুমচ্ছেদী মধ্যমম্ ॥ ৫৬ ॥ বল্লীগুল্মলতাচ্ছেদী কার্ষাপণশতম্ ॥ ৫৭ ॥ তৃণ-চ্ছেদ্যেকম্ ॥ ৫৮ ॥ সর্ব্বে চ তৎস্বামিনাং তদুৎপত্তিম্ ॥ ৫৯ ॥ হস্তেনাবগোরয়িতা দশ কার্ষাপণান্ ॥ ৬০ ॥ পাদেন বিংশতিম্ ॥ ৬১ ॥ কাষ্ঠেন প্রথমসাহসম্ ॥ ৬২ ॥ পাষাণেন মধ্যমম্ ॥ ৬৩ ॥ শস্ত্রেণোত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥ পাদ-কেশাংশুককরলুণ্ঠনে দশ পণান্ দণ্ড্যঃ ॥ ৬৫ ॥ শোণি-তেন বিনা দুঃখমুৎপাদয়িতা দ্বাত্রিংশৎপণান্ ॥ ৬৬ ॥ সহ শোণিতেন চতুঃষষ্টিম্ ॥ ৬৭ ॥ করপাদদন্তভঙ্গে কর্ণনাসাবিকর্ত্তনে মধ্যমম্ ॥ ৬৮ ॥ চেষ্টাভোজনবা-গ্রোধে প্রহারদানে চ ॥ ৬৯ ॥ নেত্রকন্ধরাবাহু-সক্থ্যংসভঙ্গে চোত্তমম্ ॥ ৭০ ॥ উভয়নেত্রভেদিনং রাজা যাবজ্জীবং বন্ধনান্ন বিমুঞ্চেৎ ॥ ৭১ ॥ তাদৃশ-মেব বা কুর্য্যাৎ ॥ ৭২ ॥ একং বহূনাং নিঘ্নতাং প্রত্যেকমুক্তাদ্দণ্ডাদ্দ্বিগুণঃ ॥ ৭৩ ॥ উৎক্রোশন্তমন-ভিধাবনাং তৎসমীপবর্ত্তিনাং সংসরতাঞ্চ ॥ ৭৪ ॥ সর্ব্বে চ পুরুষপীড়াকরাস্তদুত্থানব্যয়ং দদ্যুঃ ॥ ৭৫ ॥ গ্রাম্যপশুপীড়াকরাশ্চ ॥ ৭৬ ॥ গোহশ্বোষ্ট্রগজা-পহার্য্যেকপাদকরঃ কার্য্যঃ ॥ ৭৭ ॥ অজাবাপহার্য্যেক-করশ্চ ॥ ধান্যাপহার্য্যেকাদশগুণং দণ্ড্যঃ ॥ ৭৯ ॥ শস্যাপ-হারী চ ॥ ৮০ ॥ সুবর্ণরজতবস্ত্রাণাং পঞ্চাশতস্ত্ব-ভ্যধিকমপহরন্ বিকরঃ ॥ ৮১ ॥ তদূনমেকাদশগুণং দণ্ড্যঃ ॥ ৮২ ॥ সূত্রকার্পাসগোময়গুড়দধিক্ষীর-তক্রতৃণ-লবণ-মৃদ্ভস্মপক্ষিমৎস্য-ঘৃততৈল-মাংস-মধুবৈ-দলবেণুমৃন্ময়লোহদণ্ডানামপহর্ত্তা মূল্যাৎ ত্রিগুণং

স্বামীকে হতপশুর মূল্য দিবে। ১৯—৫১। মহিষাদি আরণ্যপশু হত্যা করিলে পঞ্চাশৎকার্ষাপণ দণ্ড। পক্ষিঘাতী ও মৎস্যঘাতীর দশকার্ষাপণ দণ্ড। কীট-হত্যাকারীর এককার্ষাপণ দণ্ড। ফলোপগম (অর্থাৎ আম্রপনসাদি) বৃক্ষ ছেদন করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। পুষ্পোপগম (অর্থাৎ চম্পকাদি) বৃক্ষ ছেদন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড। বল্লী (গুড়ূচী প্রভৃতি বীরুধ), মালতী প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা ছেদনে শতকার্ষাপণ দণ্ড। তৃণচ্ছেদন করিলে এক-কার্ষাপণ। (আম্রপনসাদি-বৃক্ষচ্ছেদী হইতে তৃণচ্ছেদী পর্য্যন্ত) সকলেই তত্তদ্দ্রব্যের অধিকারীকে তাহার উৎপত্তি (অর্থাৎ উপসত্ত্ব কিংবা আর একটী প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা) প্রদান করিবে। প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশকার্ষাপণ, চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ, দণ্ড-কাষ্ঠ উদ্যত করিলে প্রথমসাহস, প্রস্তর উদ্যত করিলে মধ্যম-সাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পাদ কেশ বস্ত্র কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপণ দণ্ড। বিনা রক্তপাতে দুঃখ উৎপাদন করিলে অর্থাৎ আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে দ্বাত্রিংশৎপণ দণ্ড, আর শোণিতোৎপাদক আঘাতে চতুঃষষ্টিপণ দণ্ড। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে এবং কর্ণ-নাসিকা-ছেদনে মধ্যমসাহস, যাহাতে গমনাদি চেষ্টা, ভোজন বা কথা কওয়া বন্ধ হয়, ঐরূপ প্রহার করিলেও (মধ্যমসাহস দণ্ড)। নেত্র, কন্ধরা, বাহু, সক্থি এবং স্কন্ধভঙ্গে উত্তমসাহস দণ্ড। উভয়নেত্রভেদী ব্যক্তিকে, রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না; অথবা উভয়নেত্ররহিত করিয়া দিবেন। বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, প্রহর্ত্তাগণের প্রত্যেকেরই, কথিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে (এই সমস্ত সজাতি বিষয়ে জানিবে)। যে যে সকল ব্যক্তি প্রহারার্ত্তের কাতর আহ্বানেও (তাহার পরিত্রাণার্থ) সেই দিকে গমন না করে এবং তৎসমীপবর্ত্তী যে সকল ব্যক্তি (তাহাকে উদ্ধার না করিয়া) সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুরুষ-পীড়াপ্রদ সকলেই আহতের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ২২১ শ্লোক হইতে ২৬ শ্লোকের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) যাহারা গ্রাম্য-পশুকে আঘাত করে, তাহারাও উহাদিগের ব্রণবিরোপণের ব্যয় দিবে! গো, অশ্ব, উষ্ট্র বা হস্তী অপহরণ করিলে, রাজা তাহাকে এক-করপাদ করিয়া দিবেন (অর্থাৎ এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন)। অজা হরণ করিলে এক-হস্ত করিয়া দিবেন। ধান্যাপহারীর (অপহৃত ধান্যাপেক্ষা) একাদশ গুণ দণ্ড। অন্যশস্যাপহারীরও ঐ দণ্ড। পঞ্চাশৎপলাধিক স্বর্ণ, রজত বা পঞ্চাশৎসংখ্যক উত্তম বস্ত্র অপহরণ করিলে রাজা তাহার হস্ত ছেদন করিয়া দিবেন। তন্ন্যূন সুবর্ণাদির হরণে তাহার একাদশগুণ অর্থ দণ্ড। সূত্র কার্পাস, গোময়, গুড় দধি, দুগ্ধ, তক্র, তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বৈদল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বংশখণ্ড-নির্ম্মিত

দণ্ড্যঃ॥ ৮৩॥ পক্কান্নানাঞ্চ॥ ৮৪॥ পুষ্পহরিতগুল্ম-বল্লীলতাপর্ণানামপহরণে পঞ্চ কৃষ্ণলান্ ॥ ৮৫॥ শাকমূলফলানাঞ্চ॥ ৮৬॥ রত্নাপহার্য্যুত্তমসাহসম্॥ ৮৭॥ অনুক্তদ্রব্যাণামপহর্ত্তা মূল্যসমম্ ॥ ৮৮॥ স্তেনাঃ সর্ব্বমপহৃতং ধনিকস্য দাপ্যাঃ॥ ৮৯॥ তত-স্তেষামভিহিতদণ্ডপ্রয়োগঃ ॥ ৯০॥ যেষাং দেয়ঃ পন্থাস্তেষামপথদায়ী কার্ষাপণানাং পঞ্চবিংশতিং দণ্ড্যঃ॥ ৯১॥ আসনার্হস্যাসনমদদচ্চ॥ ৯২॥ পূজার্হম-পূজয়ংশ্চ ॥ ৯৩॥ প্রাতিবেশ্যব্রাহ্মণে নিমন্ত্রণাতি-ক্রমে চ॥ ৯৪॥ নিমন্ত্রয়িত্বা ভোজনাদায়িনশ্চ॥ ৯৫॥ নিমন্ত্রিতস্তত্থেত্যুক্তবানভুঞ্জানঃ সুবর্ণমাষকং নিমন্ত্রয়িতুশ্চ দ্বিগুণমন্নম্॥ ৯৬॥ অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ-দূষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান্ ॥ ৯৭॥ জাত্যপহারিণা শতম্॥ ৯৮॥ সুরয়া বধ্যঃ ॥ ৯৯॥ ক্ষত্রিয়ং দুষয়ংস্তুদর্দ্ধম্॥ ১০০॥ বৈশ্যং তদর্দ্ধমপি॥ ১০১॥ শূদ্রং দূষয়িতুঃ প্রথমসাহসম্॥ ১০২॥ কামকারেণাস্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকং স্পৃশন্ বধ্যঃ॥ ১০৩॥ রজস্বলাং শিফাভিস্তাড়য়েৎ॥ ১০৪॥ পথ্যুদ্যানোদক-সমীপেঽশুচিকারী পণশতম্॥ ১০৫॥ তচ্চাপাস্যাৎ॥ ১০৬॥ গৃহকুড্যাদ্যুপভেত্তা মধ্যমসাহসং দণ্ড্যঃ॥ ১০৭॥ তচ্চ যোজয়েৎ॥ ১০৮॥ গৃহে পীড়াকরং দ্রব্যং প্রক্ষিপন্ পণশতম্॥ ১০৯॥ সাধারণ্যাপলাপী চ॥ ১১০॥ যোষিতস্যাপ্রদাতা চ॥ ১১১॥ পিতৃ-পুত্রাচার্য্যযাজ্যর্ত্বিজামন্যোন্যাপতিতত্যাগী চ॥ ১১২॥ ন চ তান্ জহ্যাৎ॥ ১১৩॥ শূদ্রপ্রব্রজিতাং দৈবে পিত্র্যে ভোজকশ্চ॥ ১১৪॥ অযোগ্যকর্ম্মচারী চ॥ ১১৫॥ সমুদ্রগৃহভেদকঃ॥ ১১৬॥ অনিযুক্তঃ শপথ-কারী॥ ১১৭॥ পশূনাং পুংস্ত্বোপঘাতকারী॥ ১১৮॥

পাত্রবিশেষ) বংশ মৃণ্ময়পাত্র অথবা লৌহভাণ্ড হরণ করিলে তত্তদ্দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থদণ্ড। পক্কান্ন-হরণেও তন্মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থ দণ্ড। পুষ্প, হরিত (চনকগুচ্ছাদি), গুল্ম, বল্লী, লতা ও পত্র হরণে পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড। শাক, মূল ফল হরণেও (পঞ্চকৃষ্ণল অর্থদণ্ড)। রত্নাপহারীর উত্তমসাহস দণ্ড। যে সকল দ্রব্যের নাম উল্লেখ হইল না, তাহা হরণ করিলে হৃত বস্তুর মূল্য-সম অর্থ দণ্ড। যাহাতে চোরেরা অপহৃত বস্তু সকল ধনাধিকারীকে দেয়, রাজা তাহা করিবেন; অনন্তর উক্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। যাহাদিগকে পথ দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে পথ না দিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড।৫২—৯১ যাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলেও পূজার্হ ব্যক্তিকে পূজা না করিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও (ঐরূপ দণ্ড) যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া "আচ্ছা" বলে (অর্থাৎ স্বীকার করে) অথচ ভোজন করে না, সে সুবর্ণ-মাষক অর্থ দণ্ড এবং নিমন্ত্রয়িতাকে দ্বিগুণ অন্ন দিবে (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া, তথায় আহার না করিলে উক্ত দণ্ড হইবে)। অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থ দণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে, উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গো, মাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সুবর্ণ অর্থদণ্ড; আর সুরা দ্বারা দূষিত করিলে বধ দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে, অর্থদণ্ড (অর্থাৎ যে দ্রব্যে ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, যে দণ্ডবিহিত হইয়াছে, সেই দ্রব্যে ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে সেই দণ্ডের অর্দ্ধদণ্ড হইবে) বৈশ্যকে দূষিত করিলে, ক্ষত্রিয়-দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। শূদ্রকে দূষিত করিলে, প্রথমসাহস অর্থ দণ্ড হইবে। অস্পৃশ্যজাতি (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি) জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। রজস্বলা ঐরূপ করিলে, তাহাকে শিফা (বৃক্ষ শাখা) দ্বারা তাড়না করিবে। যে ব্যক্তি পথ, উদ্যান্ এবং জল সমীপে অশুচি প্রক্ষেপ করে, অর্থাৎ মূত্র-বিষ্ঠাত্যাগাদি করে, তাহার শতপণ দণ্ড এবং সেই অশুচি বস্তু পরিষ্কার করিয়া দিবে। গৃহ, ভূমি কিংবা দেওয়াল ভেদ করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড। পরকীয় গৃহে পীড়াকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে শতপণ দণ্ড। যে সাধারণ বস্তু অপলাপ করে, যে ব্যক্তি প্রেরিত বস্তু প্রদান না করে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের জন্য প্রেরিত বস্তু আত্মসাৎ করে, তাহারও ঐ দণ্ড); পিতা, পুত্র, আচার্য্য, (শিষ্য) যজমান, ঋত্বিক্ পতিত না হইলে, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকেও যদি পরিত্যাগ করে, তবে (তাহারও ঐ দণ্ড) এবং (যে পরিত্যক্ত হইয়াছে) তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিবে। (কিন্তু পতিত পিতাকে পুত্র, পতিত পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিতে পারিবে ইত্যাদি, যে ব্যক্তি দৈব-পিত্র্য-কার্য্যে শূদ্র প্রব্রাজিত (অর্থাৎ দিগম্বরাদিকে) ভোজন করায়, যে আপনার অযোগ্য কার্য্য করে, (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে চাবিবদ্ধ গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে)

[illegible] অবিবাদে তু সাক্ষিণাং দশপণো দণ্ডঃ ॥১১৯॥ [illegible]চাক্তরঃ স্যাৎ তস্যোত্তমসাহসম্ ॥ ১২০ ॥ তুলামানকূটকর্ম্মকর্ত্তুশ্চ ॥ ১২১ ॥ তদকূটে কূটবাদিনশ্চ ॥ ১২২ ॥ দ্রব্যাণাং প্রতিরূপবিক্রয়িকস্য চ ॥ ১২৩ ॥ সম্ভূয় বণিজাং পণ্যমনর্ঘেণাবরুন্ধতাম্ ॥১২৪॥ প্রত্যেকং বিক্রীণতাঞ্চ ॥ ১২৫ ॥ গৃহীতমূল্যং পণ্যং যঃ ক্রেতুর্নৈব দদ্যাৎ তস্যাসৌ সোদয়ং দাপ্যঃ ॥১২৬॥ রাজা চ পণশতং দণ্ড্যঃ ॥ ১২৭ ॥ ক্রীতমক্রীণতো যা হানিঃ সা ক্রেতুরেব স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ রাজবিনিষিদ্ধং বিক্রীণতস্তদপহারঃ ॥ ১২৯ ॥ তারিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দশ পণান্ দণ্ড্যঃ ॥ ১৩০ ॥ ব্রহ্মচারিবানপ্রস্থভিক্ষুগুর্ব্বিণীতীর্থানুসারিণাং নাবিকঃ শৌল্কিকঃ শুল্কমাদদানশ্চ ॥ ১৩১ ॥ তচ্চ তেষাং দদ্যাৎ ॥ ১৩২ ॥ দ্যূতে কূটাক্ষদেবিনাং করচ্ছেদঃ ॥ ১৩৩ ॥ উপধিদেবিনাং সন্দংশচ্ছেদঃ ॥ ১৩৪ ॥ গ্রন্থিভেদকানাং করচ্ছেদঃ ॥ ১৩৫ ॥ দিবা পশূনাং বৃকাদ্যুপঘাতে পালে ত্বনায়তি পালদোষঃ ॥ ১৩৬ ॥ বিনষ্টপশুমূল্যঞ্চ স্বামিনে দদ্যাৎ ॥ ১৩৭ ॥ অননুজ্ঞাতাং দুহন্ পঞ্চবিংশতিকার্ষাপণান্ দণ্ড্যঃ ॥ ১৩৮ ॥ মহিষী চেচ্ছস্যনাশং কুর্য্যাৎ তৎপালকস্ত্বষ্টৌ মাষকান্ দণ্ড্যঃ ॥ ১৩৯ ॥ অপালায়াঃ স্বামী ॥ ১৪০ ॥ অশ্বস্তুষ্ট্রো গর্দ্দভো বা ॥ ১৪১ ॥ গৌশ্চেৎ তদর্দ্ধম্ ॥১৪২॥ তদর্দ্ধমজাবিকম্ ॥ ১৪৩ ॥ ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টেষু দ্বিগুণম্ ॥ ১৪৪ ॥ সর্ব্বত্র স্বামিনে বিনষ্টশস্যমূল্যঞ্চ ॥ ১৪৫ ॥ পথি গ্রামে বিবীতান্তে ন দোষঃ ॥ ১৪৬ ॥ অনাবৃতে চ ॥ ১৪৭ ॥ অল্পকালম্ ॥ ১৪৮ ॥ উৎসৃষ্ট-

উদ্ঘাটিত করে, যে ব্যক্তি বিনা আদেশে শপথ করে, আর যে ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, (তাহারও ঐ দণ্ড)। পিতাপুত্র-বিরোধে যাহারা সাক্ষী থাকে, তাহাদিগের দশপণ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে (অর্থাৎ সপণ-বিবাদে প্রতিভূ হয়, অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়), তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। যে তুলাদণ্ড বা দ্রোণ-প্রস্থাদি মানবস্তু—কূট, (অর্থাৎ নূন্যাধিক) করে, তাহার; যে ব্যক্তি অকূট ঐ সকল দ্রব্যকে কূট বলে, তাহার যে নকল জিনিষ বিক্রয় করে, তাহার; যে সকল বণিক্ দেশন্তরাগত পণ্য অল্পমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য একমূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড। যে বণিক্ মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে, ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সমেত প্রদান করিতে বাধ্য (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ২৫৮ শ্লোক) এবং রাজা, ইহার শতপণ দণ্ড করিবেন। (বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলে) ক্রেতা ক্রীত দ্রব্য গ্রহণ না করিলে এবং (দৈবোপদ্রবাদিবশতঃ) সেই দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজনিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিলে তাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কাড়িয়া লইবে। নৌ-শুল্কগ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজ শুল্ক গ্রহণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি, গর্ভবতী এবং তীর্থযাত্রীদিগের নিকট নৌশুল্ক গ্রহণ করিলে নাবিক, শুল্কাধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তির (ঐ দণ্ড হইবে) এবং গৃহীত শুল্ক তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে। দ্যূতক্রীড়ায় যাহারা কূটাক্ষদেবী (এমন পাশা নির্ম্মাণ করা যায়, যাহাতে দান পড়িবেই। সাধারণ ক্রীড়াস্থলে হস্তলাঘবে ক্রীড়োপকরণ পাশার পরিবর্ত্তে ঐ পাশাতে দান পড়াইয়া ক্রীড়া করিলে তাহাদিগকে কূটাক্ষদেবী বলা যায়।) তাহাদের করচ্ছেদ দণ্ড। ৯২—১৩০। যাহারা মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে অক্ষক্রীড়া করে (অর্থাৎ ঐসকল বস্তুর প্রভাবে অপরের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া অক্ষক্রীড়া করে), তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ তাহাদিগের দণ্ড। যাহারা গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁটকাটা), তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। পশুগণ, দিবসে বৃকাদিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তদবস্থায় পালক, রক্ষার্থে না আসিলে, পালকের দোষ। পালক, বিনষ্ট পশুর মূল্য স্বামীকে দিবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, (পালক) গাভী প্রভৃতি দোহন করিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ (তাহার) দণ্ড। মহিষী যদি শস্য নাশ (ভক্ষণ) করে, তাহা হইলে তৎপালকের আটমাষা অর্থদণ্ড। পালক না থাকিলে তৎস্বামীর (ঐ দণ্ড হইবে)। অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের (পক্ষেও এই নিয়ম) গো হইলে অর্দ্ধ দণ্ড (চারি মাষা দণ্ড), ছাগ বা মেষ হইলে তদর্দ্ধ (দুইমাষা) দণ্ড। আর ঐ সকল পশু শস্যভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিলে (অর্থাৎ শস্যভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হইলে) দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সর্ব্বত্রই শস্যাধিকারীকে বিনষ্টশস্যমূল্য প্রদান করিতে হইবে। পথ ও গ্রামসমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে অথবা বিবীতের সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে এবং অনাবৃত-

বৃষভস্মৃতিকানাঞ্চ ॥ ১৪৯ ॥ বর্ণমুত্তমবর্ণান্ দাস্যে নিযোজয়েৎ তস্যোত্তমসাহসো দণ্ডঃ ॥ ১৫০ ॥ ত্যক্তপ্রব্রজ্যো রাজ্ঞো দাস্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫১ ॥ ভৃতকশ্চাপূর্ণকালে ভৃতিং ত্যজন্ সকলমেব মূল্যং দদ্যাৎ ॥ ১৫২ ॥ রাজ্ঞে চ পণশতং দদ্যাৎ ॥ ১৫৩ ॥ তদ্দোষেণ যদ্বিনশ্যেৎ তৎ স্বামিনে। অন্যত্র দৈবোপঘাতাৎ ॥ ১৫৪ ॥ স্বামী চেদ্‌ভৃতকমপূর্ণে কালে জহ্যাৎ তস্য সর্ব্বং মূল্যং দদ্যাৎ ॥ ১৫৫ ॥ পণশতঞ্চ রাজনি। অন্যত্র ভৃতকদোষাৎ ॥ ১৫৬ ॥ যঃ কন্যাং পূর্ব্বদত্তামন্যস্মৈ দদ্যাৎ স চৌরবচ্ছাস্যঃ। বরদোষং বিনা ॥ ১৫৭ ॥ নির্দ্দোষাং পরিত্যজন্ পত্নীঞ্চ ॥ ১৫৮ ॥ অজানানঃ প্রকাশং যঃ পরদ্রব্যং ক্রীণীয়াৎ তত্র তস্যাদোষঃ ॥ ১৫৯ ॥ স্বামী দ্রব্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬০ ॥ যত্ত্বপ্রকাশং হীনমূল্যঞ্চ ক্রীণীয়াৎ তদা ক্রেতা বিক্রেতা চ চৌরবচ্ছাস্যৌ ॥ ১৬১ ॥ গণদ্রব্যাপহর্ত্তা বিবাস্যঃ ॥ ১৬২ ॥ তৎসংবিদং যশ্চ লঙ্ঘয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ নিক্ষেপাপহার্য্যর্থবৃদ্ধিসহিতং ধনং ধনিকস্য দাপ্যঃ ॥ ১৬৪ ॥ রাজ্ঞা চৌরবচ্ছাস্যঃ ॥ ১৬৫ ॥ যশ্চানিক্ষিপ্তং নিক্ষিপ্তমিতি ব্রূয়াৎ ॥ ১৬৬ ॥ সীমাভেত্তারমুত্তমসাহসং দণ্ডয়িত্বা পুনঃ সীমাং লিঙ্গাঙ্কিতাং কারয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥ জাতিভ্রংশকরস্যাভক্ষ্যস্য ভক্ষয়িতা বিবাস্যঃ ॥ ১৬৮ ॥ অভক্ষ্যস্যাবিক্রেয়স্য চ বিক্রয়ী ॥ ১৬৯ ॥ দেবপ্রতিমাভেদকশ্চোত্তমসাহসং দণ্ডনীয়ঃ ॥ ১৭০ ॥ ভিষঙ্ মিথ্যাচরন্নুত্তমেষু পুরুষেষু ॥ ১৭১ ॥ মধ্যমেষু মধ্যমম্ ॥ ১৭২ ॥ তির্য্যক্ষু প্রথমম্ ॥ ১৭৩ ॥ প্রতিশ্রুতস্যাপ্রদায়ী তদ্দাপয়িত্বা প্রথমসাহসং দণ্ড্যঃ ॥ ১৭৪ ॥ কূটসাক্ষিণাং সর্ব্বস্বাপহারঃ কার্য্যঃ ॥ ১৭৫ ॥ উৎকোচোপজীবিনাং সভ্যানাঞ্চ ॥ ১৭৬ ॥ গোচর্ম্মমাত্রা-

ক্ষেত্রে (শস্য ভোজন করিলে) অপরাধ হইবে না। অল্পকাল ভোজন করিলেও অপরাধ হইবে না। উৎকৃষ্ট বৃষ কিংবা সূতিকা (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ১৬৬ শ্লোক দেখ) শস্য বিনষ্ট করিলেও দোষ হইবে না। যে উত্তমবর্ণকে দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। যে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) ত্যাগ করে, সে রাজার দাস্য করিবে। ভাড়াটিয়া ভৃত্য, নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ হ'বার পূর্ব্বে দাস্য পরিত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বামীকে দিবে এবং রাজার নিকট শতপণ অর্থ দণ্ড দিবে। তাহার দোষে দৈবোপদ্রব ব্যতীত যে সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহাও স্বামীকে (গুণকার) দিবে। আর ভৃত্যের বিনাদোষে স্বামী যদি নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না হইতে (ঐরূপ ভৃত্যকে) ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সেই স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন (অর্থাৎ সম্পূর্ণকালের নির্দ্ধারিত মূল্য) এবং রাজাকে শতপণ দিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি পাত্রের দোষ ব্যতীত, একের উদ্দেশে বাগ্দত্তা কন্যা অপরকে প্রদান করে, সে চৌরবৎ দণ্ডনীয়। নির্দ্দোষপত্নী পরিত্যাগ করিলেও (ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করে, (ঐ দ্রব্য চোরাই মালই হউক আর যাহাই হউক,) তাহাতে সেই ব্যক্তির অর্থাৎ ক্রেতার দোষ নাই। তবে ঐ দ্রব্য-স্বামী তাহা পাইবে (অর্থাৎ একজন একজনের বস্তু অপহরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল; তাহার পর চোর ধরা পড়িলে, ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু হইবে না। যাহার জিনিষ; সে পাইবে; ক্রেতা বিক্রেতা চোরের নিকট টাকা ফেরত পাইবে)। যদি অপ্রকাশ্যভাবে, হীনমূল্যে ক্রয় করে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চৌরবৎ দণ্ড হইবে। গণ দ্রব্য অর্থাৎ গ্রাম্যাদি জনসমূহের সাধারণ দ্রব্য অপহরণ করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে। যে তৎকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করে, (তাহারও ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, রাজা তাহার তাহার দ্বারা গচ্ছিত ধনের অধিকারীকে অর্থবৃদ্ধিসমেত ঐ ধন দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চৌরবৎ শাসন করিবেন। যে ব্যক্তি অনিক্ষিপ্তকেও নিক্ষিপ্ত বলিবে, (অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত না রাখিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছি বলিবে,) তাহারও ঐ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা ভেদ করে, অর্থাৎ সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত করে, রাজা তাহাকে উত্তমসাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা সীমাকে চিহ্নযুক্ত করিয়া লইবেন।১৩৪—১৬৭। (অমিশ্রভাবে) জাতি ভ্রংশকর অভক্ষ্য (অর্থাৎ পলাণ্ডু লশুন প্রভৃতি) ভোজন করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে; অভক্ষ্য এবং অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিলেও (ঐ দণ্ড) দেবপ্রতিমা ভগ্ন করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। বৈদ্য, উত্তম পুরুষের অর্থাৎ রাজ-পুরুষের (আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া) মিথ্যা চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। সাধারণ পুরুষের (ঐরূপ করিলে) মধ্যমসাহস দণ্ড এবং পশু পক্ষী তির্য্যগ্‌যোনির (ঐরূপ করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। দিবার জন্য অঙ্গীকৃত বস্তু না দিলে, রাজা, তাহা দেওয়াইয়া প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন। রাজা কূটসাক্ষীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ

ভিত্বাং স্তুবমন্তস্তাধিকৃতাং তস্মাদনির্মোচ্যান্তস্য যঃ প্রযচ্ছেৎ স বধ্যঃ ॥ ১৭৭ ॥ ঊনাঞ্চেৎ ষোড়শ সুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ ॥ ১৭৮
একোহন্নীয়াদ্‌যত্তুৎপন্নং নরঃ সংবৎসরং ফলম্।
গোচর্ম্মমাত্রা সা ক্ষৌণীস্তোকা বা যদি বা বহুঃ ॥ ১৭৯
যয়োর্নিক্ষিপ্ত আধিস্তৌ বিবদেতাং যদা নরৌ।
যস্য ভুক্তিঃ ফলং তস্য বলাৎকারং বিনা কৃতা ॥ ১৮০
সাগমেন চ ভোগেন ভুক্তং সম্যক্ যদা ভবেৎ।
আহর্ত্তা লভতে তত্র নাপহার্য্যন্তু তৎ ক্বচিৎ ॥ ১৮১
পিত্রা ভুক্তন্তু যদ্দ্রব্যং ভুক্ত্যাচারেণ ধর্ম্মতঃ।
তস্মিন্ প্রেতে ন বাচ্যোহসৌ ভুক্ত্যাপ্রাপ্তং হি তস্যতৎ
ত্রিভিরেব চ যা ভুক্তা পুরুষৈর্ভূর্যথাবিধি।
লেখ্যাভাবেহপি তাং তত্র চতুর্থঃ সমবাপ্নুয়াৎ ॥১৮৩
নখিনাং দংষ্ট্রিণাঞ্চৈব শৃঙ্গিণামাততায়িনাম্।
হস্ত্যশ্বানাং তথান্যেষাং বধে হন্তা ন দোষভাক্ ॥১৮৪
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১৮৫
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥ ১৮৬
উদ্যতাসিবিষাগ্নিঞ্চ শাপোদ্যতকরং তথা।
আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনঞ্চৈব রাজসু ॥ ১৮৭
ভার্য্যাতিক্রমিণঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ।
যশোবিত্তহরানন্যানাহুর্ধর্ম্মার্থহারকান্ ॥ ১৮৮
উদ্দেশতস্তে কথিতো ধরে দণ্ডবিধির্ম্ময়া।
সর্ব্বেষামপরাধানাং বিস্তরাদতিবিস্তরঃ ॥ ১৮৯
অপরাধেষু চান্যেষু জ্ঞাত্বা জাতিং ধনং বয়ঃ।
দণ্ডং প্রকল্পয়েদ্রাজা সম্মন্ত্র্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ১৯০
দণ্ড্যং প্রমোচয়ন্ দণ্ড্যাদ্দ্বিগুণং দণ্ডমাবহেৎ।

কাড়িয়া লইবেন। উৎকোচোপজীবী সভ্যদিগেরও ঐ দণ্ড। অন্যাধিকৃত গো-চর্ম্মমাত্রাধিক ভূমি, তাহার (অর্থাৎ আধিকারীর) নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যকে যে প্রদান করে, সে বধ্য। আর তাহা হইতে ন্যূন হইলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থ দণ্ড হইবে। (সর্ব্বত্রই ভূমি পূর্ব্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।) যে ভূমির উৎপন্ন ফল একজন মনুষ্যের সংবৎসর-ভোগ্য; অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, সেই ভূমিই গোচর্ম্মমাত্রা। দুই-জনের নিকট যে আধি নিক্ষেপ করা হইয়াছে, (অর্থাৎ একবস্তুই অগ্রপশ্চাৎসময়ে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে) সেই দুই ব্যক্তি যদি বিবাদ করে, এই বন্ধকী দ্রব্য আমার, উভয়পক্ষেই এইরূপ বলিয়া স্বত্বস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে বিনা বলাৎ-কারে যাহার ভোগ থাকে, তাহারই প্রকৃত। যদি সাগম-ভোগ সহকারে সম্যক্‌রূপে দখল থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ভোগ করিতেছে; সে-ই প্রাপ্ত হইবে, তাহা কদাচ অপহার্য্য নহে। (আগম শব্দের অর্থ ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি)। যে দ্রব্য, পিতা যথাবিধ ভোগের নিয়ম অনুসারে ভোগ করিয়াছে তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে (অর্থাৎ তৎপুত্রকে) কিছু বলিতে পারিবে না; যেহেতু সেই দ্রব্য তাহার ভোগতঃপ্রাপ্ত। যে ভূমি যথাবিধি তিন পুরুষ ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে, লেখ্য (অর্থাৎ দলিল) না থাকিলেও চতুর্থপুরুষ, সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী ও এতদ্ভিন্ন হস্তী অশ্ব বধ করিলে হন্তা দোষভাগী হইবে না। ইহাদিগকে হিংসার্থে উদ্যত দেখিলে অথচ উপায়ান্তর না থাকিলে বধ করা যাইতে পারে। গুরু, বালক, বৃদ্ধ কিংবা বহুশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ (যেই কেন হউক না) আত-তায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে। গোপনভাবে হউক আর প্রকাশ্য-ভাবেই হউক, আততায়ি-বধে হন্তার কোন দোষ হয় না। কেননা, আততায়ীর দুষ্কার্য্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। (১) খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত, (২) বিষপ্রয়োগে উদ্যত, (৩) অগ্নিদানে (অর্থাৎ গৃহাদি-দাহে) উদ্যত, (৪) শাপদানার্থ উদ্যতহস্ত, (৫) আথর্ব্বণককার্য্য (অর্থাৎ অভিচার) দ্বারা মারিতে উদ্যত (৬) রাজ-সকাশে কুৎসাকারী—(অর্থাৎ যে অপরাধে বধদণ্ড হয়, মিছামিছি রাজার নিকট সেই অপরাধঘটিত নিন্দাকারী) এবং (৭) ভার্য্যাপ-হারী,—এই সাতজনকে আততায়ী বলিয়া জানিবে; এতদ্ভিন্ন কীর্ত্তিহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশিষ্ট অপবাদ দিয়া কীর্ত্তি নষ্ট করে,) ধনাপহারী এবং ধর্ম্ম-কার্য্যবিনাশী ব্যক্তিদিগকেও পণ্ডিতেরা (আত-তায়ী) বলিয়াছেন। হে ধরণি! আমি তোমার নিকট সকল অপরাধেরই অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া অতীব বিস্তীর্ণ দণ্ডবিধি বলিলাম। অন্য অপ-রাধে (অর্থাৎ যাহার দণ্ড উক্ত হয় নাই) জাতি, ধন ও বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন। ১৬৮—১৯০। যে রাজনিযুক্ত দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি প্রদান করে, তাহাকে এবং যে নরাধম অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করে, তাহাকে দণ্ডনীয় (ও দণ্ডিত) ব্যক্তি

নিযুক্তশ্চাপ্যদণ্ড্যানাং দণ্ডকারী নরাধমঃ ॥ ১৯১
যস্য চৌরঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রী গো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥ ১৯২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথোত্তমর্ণোঽধমর্ণাদযথাদত্তমর্থং গৃহ্ণীয়াৎ ॥ ১ ॥ দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং পঞ্চকঞ্চ শতং বর্ণানুক্রমেণ প্রতিমাসম্ ॥ ২ ॥ সর্ব্বে বর্ণা বা স্বপ্রতিপন্নাং বৃদ্ধিং দদ্যুঃ ॥ ৩ ॥ অকৃতামপি বৎসরাতিক্রমেণ যথাবিহিতাম্ ॥ ৪ ॥ আধ্যুপভোগে বৃদ্ধ্যভাবঃ ॥ ৫ ॥ দৈবরাজোপঘাতাদৃতে বিনষ্টমাধিমুত্তমর্ণো দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ অন্তবৃদ্ধৌ প্রবিষ্টায়ামপি ॥ ৭ ॥ ন স্থাবরমাধিমৃতে বচনাৎ ॥ ৮ ॥ গৃহীতধনপ্রবেশার্থমেব যৎ স্থাবরং দত্তং তদ্গৃহীতধনপ্রবেশে দদ্যাৎ ॥ ৯ ॥ দীয়মানং প্রযুক্তমর্থমুত্তমর্ণস্যাগৃহ্ণতস্ততঃ পরং ন বর্দ্ধতে ॥ ১০ ॥ হিরণ্যস্য পরা বৃদ্ধির্দ্বিগুণা ॥ ১১ ॥ ধান্যস্য ত্রিগুণা ॥ ১২ ॥ বস্ত্রস্য চতুর্গুণা ॥ ১৩ ॥ রসস্যাষ্টগুণা ॥ ১৪ ॥ সন্ততিঃ স্ত্রীপশূনাম্ ॥ ১৫ ॥ কিণ্বকার্পাসসূত্রচর্ম্মায়ুধেষ্টকাঙ্গারাণামক্ষয়া ॥ ১৬ ॥ অনুক্তানাং দ্বিগুণা ॥ ১৭ ॥ প্রযুক্তমর্থং যথাকথঞ্চিৎ সাধয়ন্ ন রাজ্ঞো বাচ্যঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥ সাধ্যমানশ্চেদ্রাজানমভিগচ্ছেৎ তৎসমং দণ্ড্যঃ ॥ ১৯ ॥ উত্তমর্ণশ্চেদ্রাজানমিয়াৎ তদ্বিভাবিতোঽধমর্ণো রাজ্ঞে ধনদশভাগসম্মিতং দণ্ডং

অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড বহন করিতে হইবে। যাহার নগরে (অর্থাৎ রাজ্যে) চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যবাদী লোক নাই, স্তেয়াদিসাহসিক বা দাঙ্গাবাজ লোক নাই, সেই রাজা ইন্দ্রলোকে গমন করেন। ৯১—১৯২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উত্তমর্ণ যাবৎধন প্রদান করিবে, তাবৎধন অধমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে (ইহা আসল)। আর প্রতি মাসে বর্ণানুসারে (যথাক্রমে) প্রতিশতে দুইভাগ, তিনভাগ, চারিভাগ এবং পাঁচভাগ (বৃদ্ধি) লইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৩৮ শ্লোক দেখ)। অথবা সকল বর্ণই নিজ নিজ অঙ্গীকৃত বৃদ্ধি প্রদান করিবে। (ঋণগ্রহণের সময়) বৃদ্ধিবিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও একবৎসর অতীত হইলে যথাবিহিত অর্থাৎ দুইভাগ, তিনভাগ ইত্যাদি যথোক্ত, অথবা মধ্যস্থ-কল্পিত বৃদ্ধি দিবে। আর বন্ধকীয় দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে বৃদ্ধি হইবে না। দৈবোপদ্রব, কি রাজোপদ্রব ব্যতীত অন্য কোন কারণে আধিবিনাশ হইলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে তাহা দিতে বাধ্য। যদি পরিত্যাগ করিবার কোন কথা না থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধিশেষ প্রবিষ্ট হইলেও স্থাবর আধি পরিত্যাগ করিবে না। (অর্থাৎ আধিকৃত ক্ষেত্রাদির উৎপন্ন আক্স উচিতমত সুদ পরিশোধ হইয়াও যদি উদ্বর্ত্ত থাকে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিবে না। আর যদি এমন কথা থাকে যে, সুদ পরিশোধের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধও হইতে থাকিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ঐ আধি পরিত্যাগ করিবে)। আর যে স্থাবর গৃহীত-ধন-প্রবেশার্থ (অর্থাৎ সমস্ত সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এই জন্য) আধিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা গৃহীতধন প্রবেশ হইলে (অর্থাৎ সমস্ত সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে) প্রত্যর্পণ করিবে *। অধমর্ণ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ দিতে যাইলে যদি তাহা উত্তমর্ণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে পরে আর সুদ চালবে না। সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ; ধান্যের তিনগুণ; বস্ত্রের চারিগুণ; রসের (অর্থাৎ ঘৃত-তৈলাদির) আটগুণ এবং স্ত্রীপশুর বৎস পর্য্যন্ত। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৪০ শ্লোক দেখ।) কিণ্ব, কার্পাস, সূত্র, চর্ম্ম, আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষয় বৃদ্ধি (অর্থাৎ ইহাদিগের সুদ চিরকাল চলিবে।) অনুক্ত বস্তুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি। দত্তঋণ যে কোনরূপে আদায় করিতে চেষ্টা করুক না কেন, (উত্তমর্ণকে) রাজা কিছু বলিবেননা।১—১৮। আর সাধ্যমান (অর্থাৎ আদায় করিবার সময় কোনরূপে পীড়িত) হইয়া অধমর্ণ যদি রাজার নিকট যায়, রাজা গৃহীত ধনের সমপরিমাণ তাহার অর্থ দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ যদি (কোনরূপ আদায়

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে 'যে, কোন কথা যদি না থাকে, তবে অধিকআয়কর স্থাবর আধিও পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে উক্ত হইতেছে,

দদ্যাৎ ॥২০॥ প্রাপ্তার্থশ্চোত্তমর্ণো বিংশতিতমমংশম্ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বাপলাপ্যেকদেশবিভাবিতোঽপি সর্ব্বং দদ্যাৎ ॥ ২২ ॥ তস্য চ ভাবনাস্তিস্রো ভবন্তি লিখিতং সাক্ষিণঃ সময়ক্রিয়া চ ॥ ২৩ ॥ সসাক্ষিকমাপ্তং সসাক্ষিকমেব দদ্যাৎ ॥ ২৪ ॥ লিখিতার্থে প্রবিষ্টে লিখিতং পাটয়েৎ ॥ ২৫ ॥ অসমগ্রদানে লেখ্যাসন্নিধানে চোত্তমর্ণঃ স্বলিখিতং দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ ধনগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশসমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌত্রৈর্ধনং দেয়ম্ ॥ ২৭ ॥ নাতঃ পরমনীপ্সুভিঃ ॥২৮॥ সপুত্রস্য বা পুত্রস্য বা ঋক্থগ্রাহী ঋণং দদ্যাৎ ॥ ২৯ ॥

করিতে না পারিয়া) রাজার নিকট গমন করে, (অথবা অভিযোগ উপস্থিত করে,) এবং ঋণগ্রহণাদির বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে অধমর্ণ কৃতঋণের দশমাংশের একাংশ রাজ-সরকারে অর্থদণ্ড দিবে। (উত্তমর্ণকে ত পরিশোধ করিবেই) এবং প্রাপ্তধন-উত্তমর্ণ ঐ ধনের বিংশতি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিবে। যে অধমর্ণ সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্ণ তৎসমস্তের মধ্যে কিয়দংশ সপ্রমাণ করিলে (উত্তমর্ণকথিত সকল ঋণ) পরিশোধ করিতে অধমর্ণ বাধ্য হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ২১ শ্লোক দেখ।) তাহা প্রমাণ করিবার তিন রকম উপায়,—লিখিত (অর্থাৎ দলিল), সাক্ষী ও শপথ করা। ঋণগ্রহণ সসাক্ষিক হইলে ঋণপরিশোধও সাক্ষি-সন্নিধানে করিবে। লিখিত প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে ঐ লিখিত (দলিল) ছিঁড়িয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ ঋণদানার্থ কৃত দলিলের প্রয়োজন—তাহা আদায় হওয়া, সে কার্য্য সমাপ্ত হইলে দলিল নষ্ট করিবে।) অসম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধসময়ে উত্তমর্ণের নিকট লেখ্য (অর্থাৎ খতপত্র প্রভৃতি) না থাকিলে উত্তমর্ণ অধমর্ণকে নিজ লিখিত (একরারপত্র) প্রদান করিবে। ঋণগ্রাহী পরলোকগত, প্রব্রজিত কিংবা নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার পুত্র-পৌত্র দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; অতঃপর ইচ্ছা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। সপুত্র

যদি সুদ পরিষ্কারের পর উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা মূলধন পরিশোধার্থ আধি প্রদত্ত হয়, তবে ক্রমে মূল শোধ হইলে, উহা প্রত্যর্পণ করিবে। কি রকম কথা থাকিলে স্থাবর আধি প্রত্যর্পণ করিবে, ইহা জানাইবার জন্য এই অংশ উক্ত হইল। ইহা কোন পণ্ডিতের মত।

নির্দ্ধনস্য স্ত্রীগ্রাহী ॥ ৩০ ॥ ন স্ত্রী পতিপুত্রকৃতম্ ॥৩১॥ ন স্ত্রীকৃতং পতিপুত্রৌ ॥ ৩২ ॥ ন পিতা পুত্রকৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং যস্তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ ॥৩৪॥ পৈতৃকমৃণমবিভক্তানাং ভ্রাতৄণাঞ্চ ॥ ৩৫ ॥ বিভক্তাশ্চ দারানুরূপমংশম্ ॥ ৩৬ ॥ গোপশৌণ্ডিকশৈলূষরজকব্যাধস্ত্রীণাং পতির্দ্দদ্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ বাক্প্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্ ॥৩৮॥ কস্যচিৎ কুটুম্বার্থে কৃতঞ্চ ॥ ৩৯ ॥
যো গৃহীত্বা ঋণং সর্ব্বং শ্বো দাস্যামীতি সামকম্ ॥
ন দদ্যাল্লোভতঃ পশ্চাত্তথা বৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০
দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি ॥ ৪১

বা অপুত্র ব্যক্তির যে ধনাধিকারী হইবে, সে-ই ঋণ পরিশোধ করিবে। নির্দ্ধন অপুত্রক ব্যক্তির যে স্ত্রী গ্রহণ করিবে, সে ঋণ পরিশোধ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৫২ শ্লোক দেখ।) স্ত্রীলোকের পতি-পুত্র-কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। স্ত্রীলোকের কৃত ঋণ স্বামী পুত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পিতা, পুত্রকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। অবিভক্ত-অবস্থায় পরিবার-ভরণার্থ কৃত ঋণ, যে জীবিত থাকিবে সে-ই দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৪৬ শ্লোকে বিশেষ দেখ।) অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধন হইতে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হইবে। আর ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে (উত্তরাধিকারাদি সূত্রে) স্ব স্ব অধিকৃত পৈতৃক সম্পত্তি অনুসারে অংশ দিয়া পৈতৃক ঋণ শোধ করিবে। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক, এবং ব্যাধ, ইহাদিগের স্ত্রী যে ঋণ করিবে, স্বামী তাহা পরিশোধ করিবে। বাক্প্রতিপন্ন (অর্থাৎ যাহা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে, সেই) ঋণ কুটুম্বী (অর্থাৎ পরিবারান্তর্গত যে কোন স্বীকারকারী ব্যক্তি) পরিশোধ করিতে বাধ্য। আর কুটুম্বভরণার্থে ঋণ (স্ত্রীলোকের কৃতই হউক, আর যাহাই হউক) পরিবারের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবে, ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। যে ব্যক্তি 'আগামী কল্য সমস্ত সমভাবে প্রদান করিব' (অর্থাৎ সুদ দিব না, কেবল যাহা লইতেছি তাহাই দিব) এই বলিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ লোভবশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, উত্তমর্ণ পশ্চাৎ তাহার সুদ পাইতে পারিবে।১৯—৪০ দর্শনে, প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূর বিহিত আছে; কথা ঠিক না হইলে (রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ) প্রথম

বহবশ্চেৎ প্রতিভুবো দত্যুস্তেহর্থং যথাকৃতম্।
অর্থেহবিশেষিতে স্বেষু ধনিকচ্ছন্দতঃ ক্রিয়া॥ ৪২
যমর্থং প্রতিতভুর্দ্দদ্যাদ্ধনিকেনোপপীড়িতঃ।
ঋণিকস্তং প্রতিভুবে দ্বিগুণং দাতুমর্হতি॥ ৪৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্॥ ১॥ রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ॥ ২॥ রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্॥ ৩॥ যত্র ক্বচন যেন কেনচিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকম্॥ ৪॥ স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্॥ ৫॥ তদ্বলাৎকারিতমপ্রমাণম্॥ ৬॥ উপধিকৃতাশ্চ সর্ব্ব এব॥ ৭॥ দূষিতকর্ম্মদুষ্টসাক্ষ্যঙ্কিতং তৎ সসাক্ষিকমপি॥ ৮॥ তাদৃশিধেন লিখিতঞ্চ॥ ৯॥ স্ত্রীবালাস্বতন্ত্রমত্তোন্মত্তভীততাড়িতকৃতঞ্চ॥ ১০॥ দেশাচারাবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিকৃতলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্॥ ১১॥
বর্ণৈশ্চ তৎকৃতৈশ্চিহ্নৈঃ পত্রৈরেব চ যুক্তিভিঃ।
সন্দিগ্ধং সাধয়েল্লেখ্যং তদ্যুক্তিপ্রতিরূপিতৈঃ॥ ১২
যত্রর্ণী ধনিকো বাপি সাক্ষী বা লেখকোহপি বা।
ম্রিয়তে তত্র তল্লেখ্যং তং স্বহস্তৈঃ প্রসাধয়েৎ॥ ১৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭॥

দুইজনের অর্থাৎ দর্শন-প্রতিভূ এবং প্রত্যয়-প্রতিভূর দ্বারাই দেওয়াইবেন (আর দান-প্রতিভূ জীবিত না থাকিলে) তদীয় পুত্রাদি দ্বারাও দেওয়াইবেন (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৫৪।৫৫ শ্লোক দেখ)। বহু প্রতিভূ হইলে, যে যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইরূপ প্রদান করিবে। আর অর্থের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ধনীর অভিপ্রায়-অনুসারে কার্য্য হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৫৬ শ্লোক)। উত্তমর্ণোপপীড়িত অধমর্ণ-প্রতিভূ যে ধন প্রদান করিবে, অধমর্ণ স্বীয় প্রতিভূকে, তাহার দ্বিগুণ ধন দিতে বাধ্য। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ৫৭ শ্লোক দেখ)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

লেখ্য অর্থাৎ দলিল ত্রিবিধ,—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজ-বিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত কায়স্থ (অর্থাৎ মুহুরী-) লিখিত বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত (অর্থাৎ পাঞ্জা) ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য—রাজসাক্ষিক। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক। আর স্বহস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। তাহা বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ (বলপূর্ব্বক সাধিত কি না, তাহা অধমর্ণাদির কথায় জানা যাইবে)। আর ছলপূর্ব্বক কৃত সকল দলিলই (অপ্রমাণ)। দূষিত-কর্ম্ম-দুষ্ট (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত—কূটসাক্ষী প্রভৃতি; অথবা দূষিত এবং কর্ম্মদুষ্ট, অতিবৃদ্ধাদি দূষিতের মধ্যে ও কূটসাক্ষী প্রভৃতি কর্ম্মদুষ্টের মধ্যে গণ্য) সাক্ষিগণের অঙ্কিত (অর্থাৎ হস্তচিহ্নিত) লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও (অপ্রমাণ) এবং তাদৃশ ব্যক্তির লিখিতও (অপ্রমাণ)। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত অর্থাৎ এই প্রকার লোক যে দলিলের গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে অন্যতর, তাহা অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ, সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্ত-ক্রম-বর্ণমালা-যুক্ত সুযোগ্যব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ (অর্থাৎ তল্লিখিত পত্রাক্ষর) তৎকৃত-চিহ্ন (অর্থাৎ শ্রীকারাদি) তৎকৃত পত্রান্তর, (হাঁ ইহাদিগের পরস্পরের এরূপ ব্যবহার এতাদৃশ সময়ে সম্ভবপর বটে ইত্যাদি) যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখনপরিপাটীর তুল্য লিখনপরিপাটী এতৎসমস্ত দারা সন্দিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ করিবে। লেখক—কি অধমর্ণাদি—কি সাক্ষী যদি বলে, এ লেখা আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষরাদি দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ করিবে, যেখানে ঋণী, ধনী, সাক্ষী, কিংবা লেখক মৃত হয়, সেখানে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্তচিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ করিবে। ১—১৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথাসাক্ষিণঃ॥ ১॥ ন রাজশ্রোত্রিয়প্রব্রজিত কিতব তস্করপরাধীনস্ত্রীবাল-সাহসিকাতিবৃদ্ধমত্তোন্মত্তাভিশস্তপতিতক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তব্যসনিরাগান্ধাঃ॥ ২॥ রিপুমিত্রার্থসম্বন্ধিবিকর্ম্মদৃষ্টদোষসহায়াশ্চ॥ ৩॥ অনির্দ্দিষ্টস্ত সাক্ষিত্বে যশ্চোপেত্য ব্রুয়াৎ॥ ৪॥ একশ্চাসাক্ষী॥৫॥ স্তেয়সাহসবাগ্দণ্ডপারুষ্যসংগ্রহণেষু সাক্ষিণো ন পরীক্ষ্যাঃ॥ ৬॥ অথ সাক্ষিণঃ॥ ৭॥ কুলজা বৃত্তবিত্তসম্পন্না যজ্বানস্তপস্বিনঃ পুত্রিণো ধর্ম্মজ্ঞা অধীয়ানাঃ সত্যবন্তস্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাশ্চ॥ ৮॥ অভিহিতগুণসম্পন্ন উভয়ানুমত একোঽপি॥ ৯॥ দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োর্যস্য পূর্ব্ববাদস্তস্য সাক্ষিণঃ প্রষ্টব্যাঃ॥ ১০॥ আধর্ষ্যং কার্য্যবশাদ্‌যত্র পূর্ব্বপক্ষস্য ভবেৎ তত্র প্রতিবাদিনোঽপি॥ ১১॥ উদ্দিষ্টসাক্ষিণি মৃতে দেশান্তরগতে বা তদভিহিতজ্ঞাতারঃ প্রমাণম্‌॥ ১২॥ সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাদ্বা॥ ১৩॥ সাক্ষিণশ্চ সত্যেন পূয়স্তে॥ ১৪॥ বর্ণিনাং যত্র বধস্তত্রানৃতেন॥১৫॥ তৎপাবনায় কুষ্মাণ্ডীভির্দ্বিজোঽগ্নিং জুহুয়াৎ॥ ১৬॥ শূদ্র একাহ্নিকং গোদশকস্য গ্রাসং দদ্যাৎ॥ ১৭॥ স্বভাববিকৃতৌ মুখবর্ণবিনাশেঽসম্বন্ধপ্রলাপে চ কূটসাক্ষিণং বিদ্যাৎ॥ ১৮॥ সাক্ষিণশ্চাহুয়াদিত্যাদয়ে কৃতশপথান্‌ পৃচ্ছেৎ॥ ১৯॥ ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ॥ ২০॥ সত্যং ব্রূহীতি রাজন্যম্‌॥ ২১॥ গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যম্‌॥ ২২॥ সর্ব্বমহাপাতকৈস্তু শূদ্রম্‌॥ ২৩॥ সাক্ষিণশ্চ শ্রাবয়েৎ॥ ২৪॥ যে মহাপাতকিনো

অষ্টম অধ্যায়

অসাক্ষীর বিষয় আরম্ভ হইল।

রাজা, শ্রোত্রিয় (অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গবেদাধ্যায়ী), প্রব্রজিত, ধূর্ত্ত, তস্কর, পরাধীন, স্ত্রীলোক, বালক, সাহসিক (দস্যু প্রভৃতি), অতিবৃদ্ধ, সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যসনান্বিত এবং অনুরাগান্ধ—ইহারা সাক্ষী হইবে না। শত্রু, মিত্র, অর্থসম্বন্ধী, (অর্থাৎ অধমর্ণাদি), বিকর্ম্মা (অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী), দৃষ্টদোষ (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার কূটসাক্ষ্য ইত্যাদি দোষ প্রমাণ হইয়াছে) এবং সহায়—ইহারাও সাক্ষী হইবে না। যে ব্যক্তি সাক্ষীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট না হইয়াও উপস্থিত হইয়া কিছু বলে, (সেও অসাক্ষী) এবং একজন লোকও অসাক্ষী। চৌর্য্য, সাহস (অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি), বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালিগালাজ করা), দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ আঘাতাদি), সংগ্রহণ (অর্থাৎ পরস্ত্রীহরণাদি), এসকল বিষয়ে সাক্ষী পরীক্ষা করিবে না (অর্থাৎ রাজাদিগকেও সাক্ষী হইতে হইবে)। অনন্তর সাক্ষীদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে। সদ্বংশোৎপন্ন, সচ্চরিত্র, ধনবান্‌, যজ্ঞশীল, তপোনিষ্ঠ, পুত্রবান্‌, ধার্ম্মিক, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অধীতবেদ, সত্যবাদী এবং ত্রৈবিদ্য-বৃদ্ধ (তর্কশাস্ত্র, ঋক্‌যজুঃ সামবেদ এবং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র এই সমুদায়ে সবিশেষ পারদর্শী) ব্যক্তিরা (সাক্ষী হইবার উপযুক্ত)। কথিত গুণসম্পন্ন এবং বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অনুমত এক ব্যক্তিও (সাক্ষী হইতে পারে)। বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষিগণকে (প্রথমে) জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে প্রতিবাদীর (সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিবে; যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক দেখ)। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তরগত হইলে যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে, তাহারাই প্রমাণ (অর্থাৎ সাক্ষিস্থানীয়)। সাক্ষাৎ দর্শন বা সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে সাক্ষী হয় * সাক্ষিগণ সত্য দ্বারা পূত হন তবে যেখানে (সত্য বলিলে) ব্রহ্মচারীর বধ হয়, সেখানে অনৃত দ্বারা পূত হন। এইরূপ স্থলে দ্বিজাতি মিথ্যা-জনিত পাপাক্ষালনার্থ কুষ্মাণ্ডমন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। আর শূদ্র একদিন উপবাসী থাকিয়া, দশটী গাভীকে গ্রাস দিবে। স্বভাবতঃ বিকৃতি মুখের বিবর্ণতা এবং অসম্বন্ধ-প্রলাপ দ্বারা কূটসাক্ষী বুঝিয়া লইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ১৫ শ্লোক দেখ)। সাক্ষীদিগকে সূর্য্যোদয় হইলে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। "বল" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে; "সত্য বল", এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে; গো বীজ সুবর্ণ দ্বারা (অর্থাৎ মিথ্যা বলিলে গো প্রভৃতি নিষ্ফল হইবে বলিয়া) বৈশ্যকে এবং সকল মহাপাতক দ্বারা শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে; আর নিম্নলিখিত কথা সাক্ষীদিগকে শুনা-

* গালাগালির দর্শন হয় না, শ্রবণ হয়; এইজন্য দ্বিতীয় কল্পের উল্লেখ। ফল কথা, দর্শন সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ দর্শন, শ্রবণ সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে তবে সাক্ষী হইতে পারিবে।

লোকা যে চোপপাতকিনস্তে কূটসাক্ষিণামপি ॥ ২৫ ॥ জন্মমরণান্তরে কৃতসুকৃতহানিশ্চ ॥ ২৬ ॥ সত্যেনা-দিত্যস্তপতি ॥ ২৭ ॥ সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ ॥ ২৮ ॥ সত্যেন বাতি পবনঃ ॥ ২৯ ॥ সত্যেন ভূর্দ্ধারয়তি ॥ ৩০ ॥ সত্যেনাপস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৩১ ॥ সত্যেনাগ্নিস্তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥ খঞ্চ সত্যেন ॥ ৩৩ ॥ সত্যেন দেবাঃ ॥ ৩৪ ॥ সত্যেন যজ্ঞাঃ ॥ ৩৫ ॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশেষ্যতে ॥ ৩৬
জানন্তোঽপি হি যে সাক্ষ্যে তূষ্ণীম্ভূতা উপাসতে।
তে কূটসাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যা দণ্ডেন বাপ্যথ।
এবং হি সাক্ষিণং পৃচ্ছেদ্বর্ণানুক্রমতো নৃপঃ ॥ ৩৭
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ।
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবস্তস্য পরাজয়ঃ ॥ ৩৮
বহুত্বং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু চ গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৩৯

হবে, যে সকল স্থান মহাপাতকিগণের ও যে সকল স্থান উপপাতকিগণের (প্রাপ্য), কূটসাক্ষীদিগেরও সেই সকল স্থান। জন্মমৃত্যুর মধ্যে যত পুণ্য কৃত হইয়াছে ও হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহা বিনষ্ট হয়। সত্যবলে সূর্য্যদেব আলোক দান করেন। সত্যবলে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন। সত্যবলে বায়ু-বহন হয়। সত্যবলে পৃথিবী ধারণ করেন। সত্যবলে জলস্থিতি। সত্যবলে অগ্নিস্থিতি। সত্য-বলে আকাশ-স্থিতি। সত্যবলে দেবগণ। সত্য-বলেই যাগযজ্ঞ। সহস্র অশ্বমেধ এবং একটী সত্য, তুলাতে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট (অর্থাৎ গুরুভার) হয়। যাহারা জানিয়াও সাক্ষ্যপ্রদান-কালে চুপ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পাপ এবং রাজদণ্ড—কূটসাক্ষীদিগের তুল্য। এই-রূপ, রাজা বর্ণানুক্রমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন। যাহার সাক্ষিগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিবেন (অর্থাৎ যাহার প্রস্তাবিত বিষয় সাক্ষীদিগের সত্য-কথানুসারে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইবে), সে জয়ী হইবে। আর যাহার সাক্ষিগণ বিপরীতবাদী, তাহার পরাজয় নিশ্চিত। রাজা সাক্ষিদ্বৈধ হইলে অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষিগণই কূটসাক্ষী বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে বহুত্ব গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যেদিকে অধিক সাক্ষী, সেই পক্ষের জয় হইবে। সমান হইলে উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন সাক্ষী-রাই গ্রাহ্য। সমানগুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ সাক্ষি-

যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কূটসাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তত্তৎ কার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতঞ্চাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥ ৪০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

অথ সময়ক্রিয়া ॥ ১ ॥ রাজদ্রোহসাহসেষু যথা-কামম্ ॥ ২ ॥ নিক্ষেপস্তেয়েষ্বর্থপ্রমাণম্ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বেষ্বেবার্থজাতেষু মূল্যং কনকং কল্পয়েৎ ॥ ৪ ॥ তত্র কৃষ্ণলোনে শূদ্রং দূর্ব্বাকরং শাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ দ্বিকৃষ্ণলোনে তিলকরম্ ॥ ৬ ॥ ত্রিকৃষ্ণলোনে রজতকরম্ ॥ ৭ ॥ চতুঃকৃষ্ণলোনে সুবর্ণকরম্ ॥ ৮ ॥ পঞ্চকৃষ্ণলোনে সীতোদ্ধৃতমহীকরম্ ॥ ৯ ॥ সুবর্ণার্দ্ধোনে কোশো দেয়ঃ শূদ্রস্য ॥ ১০ ॥ ততঃ পরং যথার্হং

গণই প্রমাণ। কূটসাক্ষী যে যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে, তত্তৎবিবাদঘটিত কার্য্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য্য শেষ হইবে, আর কৃত কার্য্যও অকৃতবৎ হইবে। ১—৪০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

শপথকার্য্য। রাজদ্রোহ এবং সাহস (অর্থাৎ দস্যুতাদি) কার্য্যে যথেচ্ছা (শপথ করাইবে)। গচ্ছিত রাখা এবং চৌর্য্য, গচ্ছিত ও অপহৃত ধন-প্রমাণে (শপথ)। সকল অর্থেই তাহার মূল্য সুবর্ণ কল্পনা করিয়া লইবে। (অর্থাৎ সংশয়স্থলে শপথবিধি, রাজদ্রোহাদি সন্দেহে যে কোন শপথ; গচ্ছিত রাখা না রাখা এবং অপহরণ করা না করা-সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে ঐ ধনের প্রমাণে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে শপথ হইবে; যে বস্তুঘটিত শপথ চলিবে, তন্মূল্যমত সুবর্ণ-হিসাব ধরিয়া শপথের বিধি যথা—) তাহাতে কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে শূদ্রের হস্তে দূর্ব্বা দিয়া শপথ করাইবে। দুইকৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া, তিনকৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে রজত দিয়া; চারিকৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে স্বর্ণ দিয়া, পাঁচ কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে, হস্তে লাঙ্গলাগ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইবে। সুবর্ণার্দ্ধের ন্যূন হইলে, শূদ্রকে কোষ প্রদান করিবে (কোশপ্রদা-নের রীতি উল্লিখিত হইবে)। তদূর্দ্ধ হইলে, পাত্রানু-

ধটাগ্ন্যুদকবিষাণামন্যতমম্ ॥ ১১ ॥ দ্বিগুণেঽর্থে যথাভিহিতা সময়ক্রিয়া বৈশ্যস্য ॥ ১২ ॥ ত্রিগুণে রাজন্যস্য ॥ ১৩ ॥ কোশবর্জ্জং চতুর্গুণে ব্রাহ্মণস্য ॥ ১৪ ॥ ন ব্রাহ্মণস্য কোশং দদ্যাৎ ॥ ১৫ ॥ অন্যত্রাগামিকালসময়নিবন্ধনক্রিয়াতঃ ॥ ১৬ ॥ কোশস্থানে ব্রাহ্মণং সীতোদ্ধৃতমহীকরমেব ॥ ১৭ ॥ প্রাগ্দৃষ্টদোষং স্বল্পেঽপ্যর্থে দিব্যানামন্যতমমেব কারয়েৎ ॥ ১৮ ॥ সৎসু বিদিতং সচ্চরিত্রং ন মহত্যর্থেঽপি ॥ ১৯ ॥ অভিযোক্তা বর্ত্তয়েচ্ছীর্ষম্ ॥ ২০ ॥ অভিযুক্তশ্চ দিব্যং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥ রাজদ্রোহসাহসেষু বিনাপি শীর্ষবর্ত্তনাৎ ॥ ২২ ॥ স্ত্রীব্রাহ্মণবিকলাসমর্থরোগিণাং তুলা দেয়া ॥ ২৩ ॥ সা চ ন বাতি বায়ৌ ॥ ২৪ ॥ ন কুষ্ঠ্যসমর্থলোহকারাণামগ্নির্দেয়ঃ ॥ ২৫ ॥ শরদ্গ্রীষ্ময়োশ্চ ॥ ২৬ ॥ ন কুষ্ঠিপৈত্তিকব্রাহ্মণানাং বিষং দেয়ম্ ॥ ২৭ ॥ প্রাবৃষি চ ॥ ২৮ ॥ ন শ্লেষ্মব্যাধ্যর্দ্দিতানাং ভীরূণাং শ্বাসকাসিনামম্বুজীবিনাঞ্চোদকম্ ॥ ২৯ ॥ হেমন্তশিশিরয়োশ্চ ॥ ৩০ ॥ ন নাস্তিকেভ্যঃ কোশো দেয়ঃ ॥ ৩১ ॥ ন দেশে ব্যাধিমরকোপসৃষ্টে চ ॥ ৩২ ॥ সচৈলং স্নাতমাহুয় সূর্য্যোদয় উপোষিতম্
কারয়েৎ সর্ব্বদিব্যানি দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৩৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

সারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষের অন্যতম দিব্য দিবে। (পূর্ব্বাপেক্ষা) দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্ত্তব্য। তিনগুণ হইলে ক্ষত্রিয়ের ও চারিগুণ হইলে ব্রাহ্মণের (শপথ হইবে)। আগামিকালে বিশ্বাস প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে কোষ প্রদান করিবে না। তবে কোষস্থানে ব্রাহ্মণকে লাঙ্গলাগ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা হস্তে দিয়াই শপথ করাইবে। পূর্ব্বে যাহার দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, স্বল্প অর্থেও তাহাকে প্রধান দিব্যগণেরই মধ্যে যে কোন একটী দিব্য করাইবে। সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে অধিক প্রয়োজনেও শপথ করাইবে না। অভিযোগকারী শীর্ষবর্ত্তন করিবে (অর্থাৎ "যদি এ ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় ত আমি দণ্ড গ্রহণ করিব" এই স্বীকার করিবে)। অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ করিবে। রাজদ্রোহ এবং দস্যুতা প্রভৃতি সাহসকার্য্যে শীর্ষবর্ত্তন ব্যতীতও (দিব্য করিতে হইবে)। স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, বিকল, অসমর্থ এবং রোগীদিগকে তুলা দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহাদিগের তুলা-পরীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা (তুলা) বায়ু বহিতে থাকিলে হইবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অসমর্থ এবং লৌহকারকে অগ্নি দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের অগ্নিপরীক্ষা হইবে না। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্নি দিবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, পিত্তপ্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণকে বিষ দান করিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের বিষপরীক্ষা নিষিদ্ধ। বর্ষাকালেও (দিবে না)। কফরোগাক্রান্ত, ভীরু, শ্বাসকাসযুক্ত এবং জলজীবীকে (জালিকাদি) জল দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ। হেমন্তকালে এবং শিশিরকালেও (দিবে না)। দাম্ভিকদিগকে কোন দিব্য দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের কোন পরীক্ষা হইবে না। ব্যাধি-মরকোপদ্রবযুক্ত দেশেও (কোন দিব্য দিবে না)। পূর্ব্বদিনে কৃতোপবাস, সবস্ত্র-স্নাত (অভিযুক্ত) ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয়কালে আহ্বান করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে দিব্য সকল করাইবে। ১—৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ধটঃ ॥ ১ ॥ চতুর্হস্তোচ্ছ্রিতো দ্বিহস্তায়তঃ ॥২॥ তত্র সারবৃক্ষোদ্ভবা পঞ্চহস্তায়তোভয়তঃ শিক্যা তুলা ॥ ৩ ॥ তাঞ্চ সুবর্ণকারকাংস্যকারাণামন্যতমো বিভৃয়াৎ ॥ ৪ ॥ তত্র চৈকস্মিন্ শিক্যে পুরুষমারোপয়েদ্দ্বিতীয়ে প্রতিমানং শিলাদি ॥ ৫ ॥ প্রতিমানপুরুষৌ সমধৃতৌ সুচিহ্নিতৌ কৃত্বা পুরুষমবতারয়েৎ ॥৬॥ ধটঞ্চ সময়েন গৃহ্নীয়াৎ ॥ ৭ ॥ তুলাধারঞ্চ ॥ ৮ ॥

দশম অধ্যায়।

অনন্তর তুলার বিষয় কথিত হইতেছে। (তুলাস্তম্ভ) চারিহস্ত উচ্চ এবং দুই হাত বিস্তৃত; তাহাতে পাঁচ হাত আয়ত সারবৃক্ষনির্ম্মিত (দণ্ডের) উভয় দিকে শিক্য (শিকা) থাকিবে, তাহার নাম তুলা। স্বর্ণকার কাংস্যকারদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি, সেই তুলা ধারণ করিবে অর্থাৎ উন্নতি-অবনতি-হেতু স্থানবিশেষ অবলম্বন করিবে। তাহার এক শিক্যে অভিযুক্ত পুরুষকে আর দ্বিতীয় শিক্যে প্রস্তর প্রভৃতি পরিমাণদ্রব্য স্থাপন করিবে। পরিমাণ-দ্রব্য ও পুরুষকে ঠিক সমভাবে ধারণ (অর্থাৎ সমান ওজন) ও সুচিহ্নিত করিয়া পুরুষকে নামাইবে।

ব্রহ্মঘ্নাং যে স্মৃতা লোকা যে লোকাঃ কূটসাক্ষিণাম্।
তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধারয়তো মৃষা॥ ৯
ধর্ম্মপর্য্যায়বচনৈর্ধট ইত্যভিধীয়সে।
ত্বমেব ধট জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ॥ ১০
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্তুল্যতে ত্বয়ি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি॥ ১১
ততস্তমারোপয়েচ্ছিক্যে ভূয় এবাথ তং নরম্।
তুলিতো যদি বর্দ্ধেত ততঃ স ধর্ম্মতঃ শুচিঃ॥ ১২
শিক্যচ্ছেদাক্ষভঙ্গেষু ভূয়স্তারোপয়েন্নরম্।
এবং নিঃসংশয়ং জ্ঞানং যতো ভবতি নির্ণয়ঃ॥ ১৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

(পুরুষের বস্ত্রাভরণাদি ও পরিমাণপাষাণাদি ভ্রষ্ট হইলে যাহাতে জানা যায়, এইজন্য চিহ্নিত করা আবশ্যক।) তুলা এবং তুলাধারীকে শপথপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ প্রথম তুলাধারীকে দিব্য দিবে ও তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে)। যে সকল স্থান ব্রহ্মঘাতীদিগের (প্রাপ্য) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান কূটসাক্ষীদিগের (প্রাপ্য), মিথ্যা-তুলাধারী তুলাধারকেরও সেই সকল স্থান (ব্রহ্মঘাতী প্রভৃতি যে সকল নরক ভোগ করে, ঐ ব্যক্তিরও তাহাই ভোগ করিতে হয়)। ধটশব্দ ধর্ম্মবাচক, এইজন্য তুমি "ধট" এই নামে অভিহিত হইয়াছ। হে ধট! যাহা মনুষ্যে জানে না, তাহা তুমি জান; ব্যবহারস্থলে আরোপিতকলঙ্ক এই মনুষ্য তোমাতে তুলিত হইতেছে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। অনন্তর পুনর্ব্বার সেই পুরুষকে শিক্যে আরোপিত করিবে। তুলিত হইয়া যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বে সমধৃত পরিমাণ-পাষাণাদি অপেক্ষা গুরুভার হয়) তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ পবিত্র। শিক্যচ্ছেদ অক্ষভঙ্গাদি হইলে পুনর্ব্বার সেই মনুষ্যকে তুলিত করিবে। যাহা হইতে নির্দ্ধারণ হইতে পারে, এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞান হওয়া (আবশ্যক)। ১—১৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথাগ্নিঃ॥ ১॥ ষোড়শাঙ্গুলং তাবদন্তরং মণ্ডল-সপ্তকং কুর্য্যাৎ॥ ২॥ ততঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রসারিত-ভুজদ্বয়স্য সপ্তাশ্বত্থপত্রাণি করয়োর্দদ্যাৎ॥ ৩॥ তানি চ করদ্বয়সহিতানি সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥৪॥ ততস্তত্রাগ্নি-বর্ণং লৌহপিণ্ডং পঞ্চাশৎপলিকং সমং ন্যসেৎ॥ ৫ তমাদায় নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং মণ্ডলেষু পদন্যাসং কুর্ব্বন্ ব্রজেৎ॥ ৬॥ ততঃ সপ্তমং মণ্ডলমতীত্য ভূমৌ লোহপিণ্ডং জহ্যাৎ॥ ৭॥
যো হস্তয়োঃ ক্বচিদ্দগ্ধস্তমশুদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ।
ন দগ্ধঃ সর্ব্বথা যস্তু স বিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ৮
ভয়াদ্বা পাতয়েদ্‌যস্তু দগ্ধো বা ন বিভাব্যতে।
পুনস্তং হারয়েল্লোহং সময়স্যাবিশোধনাৎ॥ ৯
করৌ বিমৃদিতব্রীহেস্তস্যাদাবেব লক্ষয়েৎ।
অভিমন্ত্র্যাস্যকরয়োর্লৌহপিণ্ডং ততো ন্যসেৎ॥ ১০

একাদশ অধ্যায়।

অগ্নিপরীক্ষার কথা কথিত হইতেছে। ষোড়শ অঙ্গুলিপরিমিত ষোড়শ-অঙ্গুলি অন্তর অন্তর সাতটী মণ্ডল করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ প্রসারিত-বাহু অভিযুক্ত ব্যক্তির করদ্বয়ে সাতটী অশ্বত্থপত্র দিবে। দুই হস্তের সহিত সেই সকল পত্র সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে, অর্থাৎ পত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ে পঞ্চাশৎ-পল-পরিমিত, সমতল অগ্নিবর্ণ জলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে। (অভিযুক্ত ব্যক্তি), তাহা লইয়া সেই সকল মণ্ডলে নাতিশীঘ্র-নাতি-বিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ করত গমন করিবে। তৎপশ্চাৎ সপ্তম মণ্ডল পার হইয়া (হস্তস্থিত) লৌহপিণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিবে। যে ব্যক্তির দুই হাতের মধ্যে কোন স্থল দগ্ধ হয়, তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বথা অদগ্ধ, সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ভয়-ক্রমে (লৌহপিণ্ড) ফেলিয়া দেয়, অথবা যে ব্যক্তি দগ্ধ হইল কিনা ঠিক করা যায় না, শপথক্রিয়ার অশুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহা ঠিক না হওয়ায় তাহাকে পুনর্ব্বার লৌহপিণ্ড গ্রহণ করাইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয় কর দ্বারা ব্রীহি মর্দ্দন করিলে তাহার উভয় করতল অগ্রেই (অর্থাৎ অশ্বত্থপত্র দিবার পূর্ব্বেই) লক্ষ্য করিবে, (কোন চিহ্ন আছে কিনা দেখিবে)। অনন্তর মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার (অর্থাৎ অভিযুক্ত পুরুষের) হস্তদ্বয়ে লৌহপিণ্ড স্থাপন কর্ত্তব্য।

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ।
ত্বমেবাগ্নে বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ ॥ ১১
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ১২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথোদকম্ ॥১॥ পঙ্কশৈবালদুষ্টগ্রাহমৎস্যজলৌকাদিবর্জ্জিতেঽম্ভসি ॥ ২ ॥ তত্রানাভিমগ্নস্যারাগদ্বেষিণঃ পুরুষস্যান্যস্য জানুনী গৃহীত্বাভিমন্ত্রিতমম্ভঃ প্রবিশেৎ ॥ ৩ ॥ তৎসমকালঞ্চ নাতিক্রূরমৃদুনা ধনুষা পুরুষোঽপরঃ শরক্ষেপং কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ তঞ্চাপরঃ পুরুষো জবেন শরমানয়েৎ ॥ ৫
তন্মধ্যে যো ন দৃশ্যেত স শুদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা ত্ববিশুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গস্যাপি দর্শনে ॥ ৬

হে অগ্নি! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ; অতএব হে অগ্নি! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত, তাহা তুমিই অবগত আছ। ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। ১—১২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

জলপরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। পঙ্ক, শৈবল, দুষ্ট-গ্রাহ, দুষ্ট-মৎস্য এবং জলৌকাদিবর্জ্জিত জলে (জলপরীক্ষা হয়, যথা—) তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি আনাভিমগ্ন, রাগদ্বেষশূন্য (অর্থাৎ অভিযুক্ত পুরুষের মিত্রও নহে শত্রুও নহে) অন্য এক পুরুষের জানুদ্বয় ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকার মন্ত্রপূত জলে প্রবেশ করিবে। ঠিক সেই সময়েই আর একজন পুরুষ অনতি আকর্ষিত ও অনতি অনাকর্ষিত শরাসন দ্বারা শরক্ষেপ করিবে। অপর এক পুরুষ সেই পতিত শরকে সবেগে আনয়ন করিবে। এই কালের মধ্যে যাহাকে দেখা যাইবে না অর্থাৎ যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জলমধ্যে অবগাঢ় থাকিবে, সে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। অন্যথা—একাঙ্গ দর্শনেও অবিশুদ্ধ হইবে। হে

ত্বমম্ভঃ সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ
ত্বমেবাম্ভো বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ ॥ ৭
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্ত্বয়ি মজ্জতি
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিষম্ ॥ ১॥ বিষাণ্যদেয়ানি সর্ব্বাণি ॥ ২ ॥ ঋতে হিমাচলোদ্ভবাচ্ছার্ঙ্গাৎ ॥ ৩ ॥ তস্য চ যবসপ্তকং ঘৃতপ্লুতমভিশস্তায় দদ্যাৎ ॥ ৪
বিষং বেগক্রমাপেতং সুখেন যদি জীর্য্যতে।
বিশুদ্ধং তমিতি জ্ঞাত্বা দিবসান্তে বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫
বিষত্বাদ্বিষমত্বাচ্চ ক্রূরং ত্বং সর্ব্বদেহিনাম্।
ত্বমেব বিষ জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ ॥ ৬
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

জল! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ; অতএব হে জল! যাহা মনুষ্যের, অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহারস্থলে আরোপিতকলঙ্ক এই মনুষ্য তোমাতে নিমগ্ন হইতেছে; অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। ১—৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষপরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। হিমালয় সম্ভূত শার্ঙ্গ-বিষ ব্যতীত সকল বিষই অদেয়। সেই বিষের সাত যব ঘৃতাক্ত করিয়া অভিশস্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে। যদি বিষ, বেগক্রমশূন্য হইয়া সুখে জীর্ণ হয়; তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিয়া দিনান্তে বিদায় দিবে। হে বিষ! বিষত্ব এবং বিষমত্ব হেতু, সর্ব্বদেহীর নিকটে তুমি ক্রূর। যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহারাভিশস্ত এই মনুষ্য শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। ১—৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

অথ কোশঃ ॥ ১ ॥ উগ্রান্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য তৎস্নানোদকাৎ প্রসৃতিত্রয়ং পিবেৎ ॥ ২ ॥ ইদং ময়া ন কৃতমিতি ব্যাহরন্ দেবতাভিমুখঃ ॥ ৩
যস্য পশ্যেদ্দ্বিসপ্তাহাত্রিসপ্তাহাদথাপি বা।
রোগোঽগ্নির্জ্ঞাতিমরণং রাজাতঙ্কমথাপি বা ॥ ৪
তমশুদ্ধং বিজানীয়াৎ তথা শুদ্ধং বিপর্য্যয়ে।
দিব্যে চ শুদ্ধং পুরুষং সৎকুর্য্যাদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ ॥ ৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়

দ্বাদশ পুত্রা ভবন্তি ॥ ১ ॥ স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ামুৎপাদিতঃ স্বয়মৌরসঃ প্রথমঃ ॥ ২ ॥ নিযুক্তায়াং সপিণ্ডেনোত্তমবর্ণেন বোৎপাদিতঃ ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ ॥ ৩ ॥ পুত্রিকাপুত্রস্তৃতীয়ঃ ॥ ৪ ॥ যস্তস্যাঃ পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি যা পিত্রা দত্তা সা পুত্রিকা ॥ ৫ ॥ পুত্রিকাবিধিনা প্রতিপাদিতাপি ভ্রাতৃবিহীনা পুত্রিকৈব ॥ ৬ ॥ পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ ॥ ৭ ॥ অক্ষতা ভূয়ঃসংস্কৃতা পুনর্ভূঃ ॥ ৮ ॥ ভূয়স্ত্বসংস্কৃতাপি পরপূর্ব্বা ॥ ৯ ॥ কানীনঃ পঞ্চমঃ ॥ ১০ ॥ পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতয়ৈবোৎপাদিতঃ ॥ ১১ ॥ স চ পাণিগ্রাহস্য ॥ ১২ ॥ গৃহে চ গূঢ়োৎপন্নঃ ষষ্ঠঃ ॥ ১৩ ॥ যস্য তল্পজস্তস্যাসৌ ॥ ১৪ ॥ সহোঢ়ঃ সপ্তমঃ ॥ ১৫ ॥ গর্ভিণী যা সংস্ক্রিয়তে তস্যাঃ পুত্রঃ ॥ ১৬ ॥ স চ পাণিগ্রাহস্য ॥ ১৭ ॥ দত্তকশ্চাষ্টমঃ ॥ ১৮ ॥ স চ মাতাপিতৃভ্যাং যস্য দত্তঃ ॥ ১৯ ॥ ক্রীতশ্চ নবমঃ ॥ ২০ ॥ স চ যেন ক্রীতঃ ॥ ২১ ॥ স্বয়মুপগতো দশমঃ ॥ ২২ ॥ স চ যস্যোপগতঃ ॥ ২৩ ॥ অপবিদ্ধস্ত্বেকাদশঃ ॥ ২৪ ॥ পিত্রা মাত্রা চ পরিত্যক্তঃ ॥ ২৫ ॥ স চ যেন গৃহীতঃ ॥ ২৬ ॥ যত্র কচনোৎপাদিতশ্চ দ্বাদশঃ ॥২৭ ॥ এতেষাং

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কোশপরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। দেবতার দিকে সম্মুখ করিয়া "ইহা আমি করি নাই" বলিতে বলিতে উগ্রদেবতা (দুর্গা প্রভৃতির) পূজা করিয়া তদীয় স্নানজল হইতে তিনপ্রসৃতি জল পান করিবে। দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহের মধ্যে যাহার রোগ, অগ্নি-উপদ্রব, জ্ঞাতিমরণ অথবা রাজভীতি হয় দেখা যায়; তাহাকে অশুদ্ধ জানিবে, বিপর্য্যয়ে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। দিব্যে শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন পুরুষকে ধার্ম্মিক রাজা সম্মানিত করিবেন। ১—৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে। স্বীয় রমণীর মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতাপত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র,—ঔরস (ইহা) প্রথম। নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে সপিণ্ড (সগোত্র, সবর্ণ) বা উত্তমবর্ণ পুরুষকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র,—ক্ষেত্রজ (ইহা) দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র,—তৃতীয়। "ইহার যে পুত্র সে আমার পুত্র অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিকার্য্যকারী হইবে" এই বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক যে কন্যা প্রদত্তা হয়, সে পুত্রিকা। আর উক্ত পুত্রিকাবিধি অনুসারে অপ্রদত্তা (অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া স্থিরীকৃতা) ভ্রাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা-পদ-বাচাই হইবে। চতুর্থ-পৌনর্ভব পুত্র। পুনঃসংস্কৃতা (অর্থাৎ পাত্রান্তরের সহিত পরিণীতা) অক্ষতা (অর্থাৎ অনুপভুক্তা—বাগ্‌দত্তা),—পুনর্ভূ এবং পরোপভুক্তা, পুনঃসংস্কৃতা না হইলেও (অর্থাৎ একজনের সহিত বাগ্‌দান ও অপরের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুরুষান্তরের সংসর্গদূষিত হইলেই) পুনর্ভূ হইবে। পঞ্চম—কানীন পুত্র, যাহা কন্যাকালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়। যে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে, উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। ষষ্ঠ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র; (স্বামিগৃহে) প্রচ্ছন্নভাবে (অর্থাৎ পুরুষান্তর দ্বারা, উৎপাদিত পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন কহে। যাহার পত্নীতে উৎপন্ন হইবে, ঐ পুত্র তাহার। সপ্তম সহোঢ় পুত্র, যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা তাহার (সেই গর্ভোদ্ভব) পুত্র—সহোঢ়। ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের। অষ্টম দত্তক-পুত্র; মাতাপিতা যাহাকে প্রদান করিয়াছে, ঐ পুত্র তাহার। নবম ক্রীতপুত্র; যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপগত; (যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক স্বয়ং একজনের শরণাপন্ন হয়, সে স্বয়মুপগত) যাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র; পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিবে, ঐ পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। ইহাদিগের মধ্যে (পরোল্লিখিত অপেক্ষা) পূর্ব্বপূর্ব্বোল্লিখিত পুত্র প্রধান; সেই

পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্ ॥ ২৮ ॥ স এব দায়হারঃ ॥ ২৯ ॥ স চান্যান্ বিভৃয়াৎ ॥ ৩০ ॥ অনূঢানাং স্ববিত্তানুরূপেণ সংস্কারং কুর্য্যাৎ ॥ ৩১ ॥ পতিতক্লীবাচিকিৎস্যরোগ-বিকলাস্ত্বভাগহারিণঃ ॥ ৩২ ॥ ঋক্থগ্রাহিভিস্তে ভর্ত্তব্যাঃ ॥ ৩৩ ॥ তেষাঞ্চৌরসাঃ পুত্রা ভাগহারিণঃ ॥ ৩৪ ॥ ন তু পতিতস্য পতনীয়ে কর্ম্মণি কৃতে ত্বনন্তরোৎপন্নাঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্না-শ্চাভাগিনঃ ॥ ৩৬ ॥ তৎপুত্রাঃ পৈতামহেঽপ্যর্থে ॥৩৭॥ অংশগ্রাহিভিস্তে ভরণীয়াঃ ॥ ৩৮ ॥ যশ্চার্থহরঃ স পিণ্ডদায়ী ॥ ৩৯ ॥ একোঢানামপ্যেকস্যাঃ পুত্রঃ সর্ব্বাসাং পুত্র এব ॥ ৪০ ॥ ভ্রাতৃণামেকজাতানাঞ্চ ॥ ৪১ ॥ পুত্রঃ পিতৃবিত্তলাভেঽপি পিণ্ডং দদ্যাৎ ॥ ৪২ ॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৩
ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।

পুত্রই পিতার ধনাধিকারী হইবে। (১) সে-ই, অন্য সকলকে ভরণপোষণ করিবে। নিজ ধনানুসারে অবিবাহিতা ভগিনীর এবং অসংস্কৃত ভ্রাতাদিগের সংস্কার করাইবে। পতিত ক্লীব, আচকিৎসনীয়-মহারোগাক্রান্ত এবং মূকাদি বিকল ব্যক্তিরা পৈতৃক ধনে ভাগ পাইবে না যাহারা ধনাধিকারী, ইহারা তাহাদিগের ভরণীয়। তাহাদিগের ঔরসপুত্র (পিতা-মহ-ধনের) অংশ পাইবে। কিন্তু পাতিত্যজনক কার্য্য করিবার পর উৎপন্ন পতিত পুত্র ভাগ পাইবে) না। (ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্র ভাগ পাইতে পারিবে। উচ্চবর্ণের রমণীতে উৎপন্ন হীন বর্ণের পুত্রগণ ভাগ পাইবে না। তাহার পুত্রেরাও পৈতামহধনের অংশ পাইবে না। তবে যাহারা ধনাধিকারী, তাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণ করিবে। যে ব্যক্তি ধনাধি-কারী, সে-ই পিণ্ড দিবে। একজনের পরিণীতা বহু স্ত্রীর মধ্যে একজন স্ত্রীর পুত্র সকল রমণীরই পুত্র-স্থানীয়। সহোদর ভ্রাতার পুত্রও (অন্যান্য ভ্রাতার); আর পুত্র পিতার ধনাধিকারী না হইলেও পিণ্ড দিবে। যেহেতু সুত, পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, সেইজন্য স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার "পুত্র" এই নাম দিয়াছেন। পিতা যদি জীবিত পুত্রের মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে ইহাতে (অর্থাৎ পুত্রেতেই) পিতৃঋণ

(১) ঔরস ও দত্তক ব্যতীত অন্য দশবিধ পুত্র কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখম্ ॥ ৪৪
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপম্ ॥ ৪৫
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোঽপি হ্যপুত্রং তং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥ ৪৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি ॥ ১ ॥ অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ॥ ২ ॥ প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥ ৩ ॥ তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণায়োগবঃ ॥ ৪ ॥ পুক্কসমাগধৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥ চণ্ডালবৈদেহক-সূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ ॥ ৬ ॥ সঙ্কর-সঙ্করাশ্চাসঙ্খ্যেয়াঃ ॥৭॥ রঙ্গাবতরণমায়োগবানাম্ ॥৮॥ ব্যাধতা পুক্কসানাম্ ॥ ৯ ॥ স্তুতিক্রিয়া মাগধা-নাম্ ॥ ১০ ॥ বধ্যঘাতিত্বং চাণ্ডালানাম্ ॥ ১১ ॥

সংক্রামিত করেন (অর্থাৎ স্বয়ং পিতৃঋণমুক্ত হন) এবং অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। পুত্র দ্বারা সর্ব্বলোক আয়ত্ত করা যায়, পৌত্র দ্বারা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগতে পৌত্র এবং দৌহিত্রের তারতম্য নাই, কারণ, দৌহিত্রও সেই অপুত্রকে অর্থাৎ অপুত্র মাতামহকে পৌত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া থাকে। ১—৪৬।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোমা স্ত্রীতে মাতৃ-সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। সেই সকল প্রতিলোমাসম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যাপুত্র আয়োগব; বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়াপুত্র পুক্কস; শূদ্রোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র মাগধ; শূদ্রোৎ-পাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র চাণ্ডাল, বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র বৈদেহ; ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র সূত। সঙ্কর-সঙ্কর অসংখ্যেয় (অর্থাৎ এই সকল সঙ্কর-জাতির সাঙ্কর্য্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে)। আয়োগবদিগের রঙ্গাবতারণ, পুক্কসদিগের ব্যাধত্ব,

স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনঞ্চ বৈদেহকানাম্ ॥ ১২ ॥ অশ্বসারথ্যং সূতানাম্ ॥ ১৩ ॥ চাণ্ডালানাং বহির্গ্রামনিবসনং মৃতচেলধারণমিতি বিশেষঃ ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বেষাঞ্চ সমানজাতিভির্ব্যবহারঃ ॥১৫॥ স্বপিতৃবিত্তানুহরণঞ্চ ॥১৬
সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৭
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্ ॥ ১৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেৎ তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে ॥ ১ ॥ পৈতামহে ত্বর্থে পিতৃপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বম্ ॥ ২ ॥ পিত্রবিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য ভাগং দদ্যুঃ ॥ ৩ ॥ অপুত্রধনং পত্ন্যভিগামি ॥ ৪ ॥ তদভাবে দুহিতৃগামি ॥ ৫ ॥ তদভাবে পিতৃগামি ॥ ৬ ॥ তদভাবে মাতৃগামি ॥ ৭ ॥ তদভাবে ভ্রাতৃগামি ॥ ৮ ॥ তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি ॥ ৯ ॥ তদভাবে বন্ধুগামি ॥ ১০ ॥ তদভাবে সকুল্যগামি ॥ ১১ ॥ তদভাবে সহাধ্যায়িগামি ॥ ১২ ॥ তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজগামি ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণার্থো ব্রাহ্মণানাম্ ॥১৪॥ বানপ্রস্থধনমাচার্য্যো গৃহ্নীয়াৎ ॥ ১৫ ॥ শিষ্যো বা ॥
সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ
দদ্যাদপহরেচ্চাংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ ॥ ১৭ ॥
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃ-দত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্
আধিবেদনিকং বন্ধুদত্তং শুল্কমন্বাধেয়কমিতি স্ত্রীধনম্ ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষু বিবাহেষ্বপ্রজায়ামতীতায়াং

মাগধদিগের স্তবপাঠ, চাণ্ডালদিগের বধ্যাবধ (অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য), বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের অশ্বসারথ্য (বৃত্তি)। গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান, ইহা চাণ্ডালদিগের বিশেষ কার্য্য। এই সকলেরই নিজ সমান জাতিদিগের সহিত ব্যবহার এবং নিজ পৈতৃক ধনাধিকার হইবে। এই সকল সঙ্করজাতি পিতৃমাতৃক্রমে প্রদর্শিত হইল। ইহারা অপ্রকাশ্যভাবেই থাকুক বা প্রকাশ্যভাবেই থাকুক, তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়াই (তথ্য) জানিয়া লইবেন। ব্রাহ্মণের জন্য, গাভীর জন্য, স্ত্রীলোক এবং বালকের উদ্ধারার্থ অনুপস্কৃত (অর্থাৎ প্রশস্ত) দেহত্যাগ বাহ্যদিগের অর্থাৎ প্রতিলোমাসম্ভূতদিগের সিদ্ধির প্রতি কারণ। ১—১৮

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বোপার্জ্জিতধনে যথেচ্ছতা হইতে পারে; কিন্তু পৈতামহধনে পিতাপুত্রের তুল্য স্বামিত্ব (অর্থাৎ পিতা স্বোপার্জ্জিত ধন নিজের ইচ্ছানুসারে কোন পুত্রকে অল্প, কোন পুত্রকে অধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু পৈতৃকধন যথোচিত অংশ করিয়া দিতে হইবে)। পিতৃবিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর জাত ভ্রাতাকে উপযুক্ত অংশ দিতে বাধ্য। অপুত্র ব্যক্তির ধন পত্নীগামী অর্থাৎ পত্নীর প্রাপ্য। পত্নীর অভাবে কন্যাগামী; তার অভাবে পিতৃগামী; তাঁহার অভাবে মাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতৃগামী, তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে সকুল্যগামী; তদভাবে সহাধ্যায়িগামী; তদভাবে ব্রাহ্মণধন ব্যতীত অপরের ধন রাজগামী হইবে। (এ স্থলে পুত্র শব্দে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র; কন্যাশব্দে দুহিতা দৌহিত্র; বন্ধুশব্দে ভ্রাতুষ্পৌত্র পিতৃ-দৌহিত্রাদি সকুল্যশব্দে জ্ঞাতি ও সহাধ্যায়ী শব্দে সহাধ্যায়ী প্রভৃতি) *। ব্রাহ্মণধন ব্রাহ্মণদিগের হইবে। বানপ্রস্থের ধন আচার্য্য অথবা (অর্থাৎ তদভাবে) শিষ্য গ্রহণ করিবে। সংসৃষ্টিসোদরের পুত্রকে সংসৃষ্টিসোদর ধনাংশ ভাগ করিয়া দিবেন (যথোক্ত অধিকারিশূন্য সংসৃষ্টিসোদরের প্রাপ্ত হইবেন)। (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ১৪১ শ্লোকে বিশেষ বিবরণ দেখ) পিতা, মাতা, পুত্র এবং ভ্রাতার প্রদত্ত বিবাহসময়ে প্রাপ্ত আধিবেদনিক, (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ১৫৬ শ্লোক) মাতৃ-বন্ধু-দত্ত পিতৃ-বন্ধুদত্ত শুল্ক এবং বিবাহপরলব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ

* রঘুনন্দনের মতে সকুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে শিষ্যগামী, তদভাবে সহাধ্যায়িগামী, এইরূপ অনুবাদ হইবে ও রঘুনন্দন-উদ্ধৃত মূলও ইহার অনুরূপ। সকুল্যপদে প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্ত। বন্ধুশব্দে মাতামহাদি।

ভর্ত্তুঃ ॥ ১৯ ॥ শেষেষু চ পিতা হরেৎ ॥ ২০ ॥ সর্ব্বেষ্বেব প্রসূতায়াং যদ্ধনং তদ্দুহিতৃগামি ॥ ২১ ॥

পতৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে ॥ ২২
অনেকপিতৃকাণাঞ্চ পিতৃতো ভাগকল্পনা।
যস্য যৎ পৈতৃকং রিক্থং স তদ্ গৃহ্নীত নেতরঃ ॥ ২৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণস্য চতুর্ষু বর্ণেষু চেৎ পুত্রা ভবেয়ুস্তে পৈতৃকমৃক্থং দশধা বিভজেয়ুঃ ॥ ১ ॥ তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোঽংশানাদদ্যাৎ ॥ ২ ॥ ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্ ॥ ৩ ॥ দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ ॥ ৪ ॥ শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্ ॥ ৫ ॥ অথ চেচ্ছূদ্রাপুত্রবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য পুত্রত্রয়ং ভবেৎ তদা তদ্ধনং নবধা বিভজেয়ুঃ ॥ ৬ ॥ বর্ণানুক্রমেণ চতুস্ত্রিদ্বিভাগীকৃতানংশানাদদ্যুঃ ॥ ৭ ॥ বৈশ্যবর্জ্জমষ্টধাকৃতং চতুরস্ত্রীনেকঞ্চাদদ্যুঃ ॥ ৮ ॥ ক্ষত্রিয়বর্জ্জং সপ্তধাকৃতং চতুরো দ্বাবেকঞ্চ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণবর্জ্জং ষড়্ধাকৃতং ত্রীন্ দ্বাবেকঞ্চ ॥ ১০ ॥ ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাপুত্রেষ্বয়মেব বিভাগঃ ॥ ১১ ॥ অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদা সপ্তধা কৃতাদ্ধনাদ্ব্রাহ্মণশ্চতুরোঽংশানাদদ্যাৎ ॥ ১২ ॥ ত্রীন্ রাজন্যঃ ॥ ১৩ ॥ অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণবৈশ্যৌ তদা ষড়্ধাবিভক্তস্য চতুরোঽংশান্ ব্রাহ্মণ আদদ্যাৎ ॥ ১৪ ॥ দ্বাবংশৌ বৈশ্যঃ ॥ ১৫ ॥ অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণশূদ্রৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্ ॥ ১৬ ॥ চতুরোঽংশান্ ব্রাহ্মণস্তাদদ্যাৎ ॥ ১৭ ॥ একং শূদ্রঃ ॥ ১৮ ॥ অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ স্যাতাং তদা তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্ ॥ ১৯ ॥ ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্তাদদ্যাৎ ॥ ২০ ॥ দ্বাবংশৌ বৈশ্যঃ ॥ ২১ ॥ অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়শূদ্রৌ পুত্রৌ

এতাদৃশ উপায়প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের ধন স্ত্রীধন। স্বামীর ধনে স্ত্রীলোকের অধিকার থাকিলেও তাহ স্ত্রীধন নহে। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারিবিবাহে বিবাহিত নারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইলে, তদীয় ধন (স্ত্রীধন) স্বামীর হইবে, শেষ বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীধন, পিতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যে কোন বিবাহে বিবাহিত নারীরই যে ধন থাকিবে, সন্তান থাকিলেও তাহা কন্যার প্রাপ্য। স্বামী জীবিত থাকিতে যে অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরা পরিবে, স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ তাহা লইবে; না লইলে পতিত হইবে। বিভিন্নপিতৃক পৌত্রাদির অংশকল্পনা, পিতা হইতে হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অধ্যায় ১২৩ শ্লোকের শেষাংশ দেখ)। যাহার যাহা পৈতৃক ধন, সে-ই তাহা গ্রহণ করিবে; অপরে গ্রহণ করিবে না। ১—২৩।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয় স্ত্রীতেই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈতৃক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র ব্যতীত অপর তিন পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই ধন নবধা ভাগ করিবে এবং উচ্চ বর্ণানুক্রমে চারি, তিন, দুই ভাগে বিভক্ত ধনাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যাপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে, আট ভাগ করিয়া, তাহা হইতে চারি, তিন এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়াপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে, তাহারা ধন সাত ভাগ করিয়া, তাহা হইতে চারি, দুই এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণীপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে ধন ছয় ভাগ করিয়া তাহা হইতে (ক্ষত্রিয়াপুত্রাদি) তিন, দুই এবং এক ভাগ লইবে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদিগেরও এই বিভাগ (অর্থাৎ তিন অংশ, দুই অংশ, এবং একাংশই হইবে)। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় দুইটী সন্তান হয়, তাহা হইলে ধন, সাত ভাগ করিয়া, তাহা হইতে ব্রাহ্মণ চারি ভাগ ও ক্ষত্রিয় তিন ভাগ লইবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে, তাহারা, ধন ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ ধনের চারি অংশ ব্রাহ্মণ ও দুই অংশ বৈশ্য গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে (তাহা হইতে) চারি অংশ ব্রাহ্মণ এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা

স্যাতাং তদা তদ্ধনং চতুর্দ্ধা বিভজেয়াতাম্ ॥ ২২ ॥ ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্তাদদ্যাৎ ॥ ২৩ ॥ একং শূদ্রঃ ॥২৪॥ অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য বা বৈশ্যশূদ্রৌ পুত্রৌ স্যাতাং তদা তদ্ধনং ত্রিধা বিভজেয়াতাম্ ॥ ২৫ ॥ দ্বাবংশৌ বৈশ্যস্তাদদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ একং শূদ্রঃ ॥ ২৭ ॥ অথৈকপুত্রো ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ সর্ব্বহরাঃ ॥ ২৮ ॥ ক্ষত্রিয়স্য রাজন্যবৈশ্যৌ ॥ ২৯ ॥ বৈশ্যস্য বৈশ্যঃ ॥ ৩০ ॥ শূদ্রঃ শূদ্রস্য ॥ ৩১ ॥ দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোহর্দ্ধহরঃ ॥ ৩২ ॥ অপুত্রঋকৃথস্য যা গতিঃ সাত্রার্দ্ধস্য দ্বিতীয়স্য ॥ ৩৩ ॥ মাতরঃ পুত্রভাগানুসারেণ ভাগহারিণ্যঃ ॥ ৩৪ ॥ অনূঢাশ্চ দুহিতরঃ ॥ ৩৫ ॥ সমবর্ণাঃ পুত্রাঃ সমানংশানাদদ্যুঃ ॥ ৩৬ ॥ জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠমুদ্ধারং দদ্যুঃ ॥ ৩৭ ॥ যদি দ্বৌ ব্রাহ্মণীপুত্রৌ স্যাতামেকঃ শূদ্রাপুত্রস্তদা নবধাবিভক্তস্যার্থস্য ব্রাহ্মণীপুত্রাবষ্টৌ ভাগানাদদ্যাতামেকং শূদ্রাপুত্রঃ ॥ ৩৮ ॥ অথ শূদ্রাপুত্রাবুভৌ স্যাতামেকো ব্রাহ্মণীপুত্রস্তদা ষড়্ধাবিভক্তস্যার্থস্য চতুরোহংশান ব্রাহ্মণস্তাদদ্যাদ্দ্বাবংশৌ শূদ্রাপুত্রো ॥ ৩৯ ॥ অনেন ক্রমেণান্যত্রাপ্যংশকল্পনা ভবতি ॥ ৪০ ॥

বিভক্তাঃ সহজীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠং তত্র ন বিদ্যতে ॥ ৪১ ॥
অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জ্জয়েৎ ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি ॥ ৪২
পৈতৃকন্তু যদা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ ।
ন তৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধমকামঃ স্বয়মর্জ্জিতম্ ॥ ৪৩
বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারঃ কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ ।
যোগক্ষেমং প্রকারশ্চ ন বিভাজ্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

বিভাগ করিবে। ক্ষত্রিয় তিন অংশ এবং বৈশ্য দুই অংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র এই দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই ধন, চারিভাগে বিভক্ত করিবে; (তাহার) তিন অংশ ক্ষত্রিয় এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের বৈশ্য, শূদ্র এই দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে, তাহারা সেই ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিবে; (তাহার) দুই অংশ—বৈশ্য; একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় হইলে সকল ধনাধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে এবং বৈশ্যের একমাত্র পুত্র বৈশ্য—এবং শূদ্রের একমাত্র পুত্র শূদ্র সকল ধনাধিকারী হইবে। দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র—শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশের অধিকারী।—আর অপুত্রধনের যে গতি, এখানে দ্বিতীয় ধনার্দ্ধেরও সেই গতি। মাতৃগণ পুত্রভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। অবিবাহিতা ভগিনীগণও ভ্রাতৃভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। সবর্ণ বহুপুত্র সমাংশ গ্রহণ করিবে, তাহারা জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্রেষ্ঠ উদ্ধার (অর্থাৎ সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ অধিক দ্রব্য) দিবে। যদি দুইজন ব্রাহ্মণীপুত্র এবং একভাগ শূদ্রাপুত্র হয়, তাহা হইলে পুত্রদ্বয় ঐ ধন নবধা বিভক্ত করিয়া তাহার আটভাগ ব্রাহ্মণীপুত্র এবং একভাগ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি দুইজন শূদ্রাপুত্র ও একজন ব্রাহ্মণীপুত্র হয়, তাহা হইলে ছয়ভাগে বিভক্ত ঐ ধনের চারি অংশ ব্রাহ্মণ এবং দুই অংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। এই রীতিতে অপর স্থলেও অংশকল্পনা হইবে।

বিভক্ত হইবার পর একান্নবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে সমভাগ হইবে; সেখানে জ্যেষ্ঠতা থাকিবে না, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন উদ্ধার থাকিবে না। পৈতৃক দ্রব্য বিনষ্ট না করিয়া নিজ ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করিবেন, স্বীয় চেষ্টালব্ধ সেই ধনে যদি ইচ্ছা না থাকে ত ভাগ দিতে হইবে না। যে অপ্রাপ্ত-পৈতৃক দ্রব্য (স্বীয় ক্ষমতায়) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা স্বোপার্জ্জিত ধন, তাহা ইচ্ছা না থাকে ত পুত্রদিগের সহিত বিভাগ করিতে হইবে না। বস্ত্র, পত্র (অর্থাৎ বাহন বা ঋণাদিপত্র), অলঙ্কার, পক্বান্ন, জল, স্ত্রী, যোগক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তিচেষ্টা এবং লব্ধ-বস্তুর রক্ষা, এতদ্বিষয়ক ব্যয়াদির হিসাব-পুস্তক, গো-প্রচার এবং পুস্তক বিভাজ্য নহে। বস্ত্র, পুত্র, অলঙ্কার, স্ত্রী, যাহার যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তাহারই থাকিবে; পুস্তক পণ্ডিতের প্রাপ্য; পক্বান্ন, জল, যোগক্ষেম ও গো-প্রচার স্থান বিভক্ত হইবার উপযুক্ত নহে। ১—৪৪।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৃতং দ্বিজং ন শূদ্রেণ নির্হারয়েৎ ॥ ১ ॥ ন শূদ্রং দ্বিজেন ॥ ২ ॥ পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নির্হরেয়ুঃ ॥ ৩ ॥ ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণমনাথং যে ব্রাহ্মণা নির্হরন্তি তে স্বর্গলোকভাজঃ ॥ ৫ ॥ নির্হৃত্য চ বান্ধবং প্রেতং সংস্কৃত্যাপ্রদক্ষিণেন চিতামভিগম্যাপ্সু সবাসসো নিমজ্জনং কুর্য্যুঃ ॥ ৬ ॥ প্রেতস্যোদকনির্ব্বপণং কৃত্বৈকং পিণ্ডং কুশেষু দদ্যুঃ ॥ ৭ ॥ পরিবর্ত্তিতবাসসশ্চ নিম্বপত্রাণি বিদশ্য দ্বার্য্যশ্মনি পদন্যাসং কৃত্বা গৃহং প্রবিশেয়ুঃ ॥ ৮ ॥ অক্ষতাংশ্চাগ্নৌ ক্ষিপেয়ুঃ ॥৯॥ চতুর্থে দিবসেঽস্থিসঞ্চয়নং কুর্য্যুঃ ॥ ১০ ॥ তেষাঞ্চ প্রক্ষেপঃ ॥ ১১ ॥ যাবৎসংখ্যমস্থি পুরুষস্য গঙ্গাম্ভসি তিষ্ঠতি তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকমধিতিষ্ঠতি ॥১২॥ যাবদশৌচং তাবৎ প্রেতস্যোদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যুঃ ॥ ১৩ ॥ ক্রীতলব্ধাশনাশ্চ ভবেয়ুঃ ॥১৪॥ অমাংসাশনাশ্চ ॥ ১৫ ॥ স্থণ্ডিলশায়িনশ্চ ॥ ১৬ ॥ পৃথক্‌শায়িনশ্চ ॥ ১৭ ॥ গ্রামান্নিষ্ক্রম্যাশৌচান্তে কৃতশ্মশ্রুকর্ম্মাণস্তিলকল্কৈঃ সর্ষপকল্কৈর্ব্বা স্নাতাঃ পরিবর্ত্তিতবাসসো গৃহং প্রবিশেয়ুঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র শান্তিং কৃত্বা ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনং কুর্য্যুঃ ॥ ১৯ ॥ দেবাঃ পরোক্ষদেবা প্রত্যক্ষ দেবা ব্রাহ্মণাঃ ॥২০॥ ব্রাহ্মণৈর্লোকা ধার্য্যন্তে ॥ ২১ ॥ ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন দিবি তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ। ব্রাহ্মণাভিহিতং বাক্যং ন মিথ্যা জায়তে ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥ যদ্‌ব্রাহ্মণা তুষ্টতমা বদন্তি তদ্দেবতাঃ প্রত্যভিনন্দয়ন্তি তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততংভবন্তিপ্রত্যক্ষদেবেষুপরোক্ষদেবাঃ ॥ ২৩ ॥

দুঃখান্বিতানাং মৃতবান্ধবানা-
মাশ্বাসনং কুর্য্যুরদীনসত্ত্বাঃ।
বাক্যৈস্তু যৈর্ভূমি তথাভিধাস্যে
বাক্যান্যহং তানি মনোঽভিরামে ॥ ২৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়

সত্যুত্তরায়ণং তদহর্দ্দেবানাম্ ॥ ১ ॥ দক্ষিণায়নং রাত্রিঃ ॥ ২ ॥ সংবৎসরোঽহোরাত্রঃ ॥ ৩ ॥ তত্রিংশতা

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৃত দ্বিজের শূদ্র দ্বারা নির্হরণ (অর্থাৎ বহন-দহনাদি) করাইবে না এবং শূদ্রের দ্বিজ দ্বারা (ঐ কার্য্য) করাইবে না। পুত্রগণ পিতামাতার নির্হরণ করিবে, কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্রপুত্র তাহারও (নির্হরণ) করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ অনাথ ব্রাহ্মণের নির্হরণ করে তাহারা স্বর্গলোকভাগী হয়; মৃত বান্ধবকে বহন করত বামাবর্ত্তে চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃতের সৎকার করিবার পর, সবস্ত্র জলে নিমজ্জন করিবে। অনন্তর প্রেতের উদ্দেশে উদক দান করিয়া কুশের উপর একটী পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে বস্ত্রপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক নিম্বপত্রদংশন ও দ্বারদেশ-নিহিত প্রস্তরে পদন্যাস করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে। অগ্নিতে আতপতণ্ডুল বিকীর্ণ করিবে। চতুর্থ দিনে অস্থিসঞ্চয় করিবে। সেই সঞ্চিত অস্থি গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য। পুরুষের যাবৎসংখ্যক অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, সে তাবৎসহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করে। যতদিন অশৌচ থাকিবে, ততদিন প্রেতকে জল এবং এক একটি পিণ্ড প্রত্যহ দিবে। ক্রীত বা যাচিত দ্রব্য আহার করিবে। (তৎকালে) মাংস ভোজন করিবে না। স্থণ্ডিলশায়ী হইবে। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে শয়ন করিবে। অশৌচান্তে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া তিলকল্ক কিংবা সর্ষপকল্ক মাখিয়া ক্ষৌর কার্য্য করিবার পর স্নান করিবে ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে। সেখানে শান্তি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে। দেবতারা অপ্রত্যক্ষ দেবতা, ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণগণই লোকরক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে দেবগণ স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মণোক্ত বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলেন, দেবতারা তাহা অনুমোদন করেন। প্রত্যক্ষ দেবগণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবগণও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। হে মনোরমে ভূমি! প্রবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বান্ধবমরণে দুঃখভারাক্রান্ত জনগণকে যে সকল বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিবেন, সেই সকল বাক্য আমি তোমার নিকট বলিব। ১—২৪।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশ অধ্যায়।

যাহা আমাদিগের উত্তরায়ণ, তাহা দেবতাগণের দিন। দক্ষিণায়ন রাত্রি। একবৎসরে অহোরাত্র।

মাসঃ ॥ ৪ ॥ মাসা দ্বাদশবর্ষম্ ॥ ৫ ॥ দ্বাদশবর্ষশতানি দিব্যানি কলিযুগম্ ॥ ৬ ॥ দ্বিগুণানি দ্বাপরম্ ॥ ৭ ॥ ত্রিগুণানি ত্রেতা ॥ ৮ ॥ চতুর্গুণানি কৃতযুগম্ ॥ ৯ ॥ দ্বাদশবর্ষসহস্রাণি দিব্যানি চতুর্যুগম্ ॥ ১০ ॥ চতুর্যুগাণামেকসপ্ততির্ম্মন্বন্তরম্ ॥ ১১ ॥ চতুর্যুগসহস্রঞ্চ কল্পঃ ॥ ১২ ॥ স চ পিতামহস্যাহঃ ॥ ১৩ ॥ তাবতী চাস্য রাত্রিঃ ॥ ১৪ ॥ এবংবিধেনাহোরাত্রেণ মাসবর্ষগণনয়া সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মণো বর্ষশতমায়ুঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মায়ুষা চ পরিচ্ছিন্নঃ পৌরুষো দিবসঃ ॥ ১৬ ॥ তস্যান্তে মহাকল্পঃ ॥ ১৭ ॥ তাবত্যেবাস্য নিশা ॥ ১৮ ॥ পৌরুষাণামহোরাত্রাণামতীতানাং সংখ্যৈব নাস্তি ॥ ১৯ ॥ ন চ ভবিষ্যাণাম্ ॥ ২০ ॥ অনাদ্যন্তত্বাৎ কালস্য ॥ ২১

এবমস্মিন্ নিরালম্বে কালে সততযায়িনি ।
ন তদ্ভূতং প্রপশ্যামি স্থিতির্যস্য ভবেদ্ধ্রুবা ॥ ২২
গঙ্গায়াঃ শিকতা ধারাস্তথা বর্ষতি বাসবে ।
শক্যা গণয়িতুং লোকে ন ব্যতীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ২৩
চতুর্দ্দশ বিনশ্যন্তি কল্পে কল্পে সুরেশ্বরাঃ ।
সর্ব্বলোকপ্রধানাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ২৪
বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দৈত্যেন্দ্রনিযুতানি চ ।
বিনষ্টানীহ কালেন মনুজেষ্বথ কা কথা ॥ ২৫
রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ ।
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব কালেন নিধনং গতাঃ ॥ ২৬
যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ ॥ ২৭
আক্রম্য সর্ব্বঃ কালেন পরলোকঞ্চ নীয়তে ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
অর্থে দুষ্পরিহার্য্যেঽস্মিন্ নাস্তি লোকে সহায়তা ॥ ২৯
শোচন্তো নোপকুর্ব্বন্তি মৃতস্যেহ জনা যতঃ ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ৩০
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চোভৌ সহায়ৌ যস্য গচ্ছতঃ ।
বান্ধবৈস্তস্য কিং কার্য্যং শোচদ্ভিরথবা ন বা ॥ ৩১
বান্ধবানামশৌচে তু স্থিতিং প্রেতো ন বিন্দতি ।
অতস্তেভ্যোতি তানেব পিণ্ডতোয়প্রদায়িনঃ ॥ ৩২
অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণাৎ প্রেতো ভবতি যো মৃতঃ ।

তাহার ত্রিংশতে (অর্থাৎ ত্রিংশৎ বৎসরে) একমাস। দ্বাদশমাসে বর্ষ। এইরূপ দিব্য দ্বাদশশতবর্ষে কলিযুগ। দ্বিগুণ দ্বাপর যুগ। ত্রিগুণ ত্রেতাযুগ। চতুর্গুণ সত্যযুগ। দ্বাদশসহস্র দিব্যবর্ষে চারিযুগ। একসপ্ততিচতুর্যুগে এক মন্বন্তর। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। তাহা ব্রহ্মার একদিন। রাত্রিও তাবৎকাল (অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগে-সমকাল, ১২০০০০০০ দিব্য বর্ষ ব্রহ্মার রাত্রি। ২৪০০০০০০ দিব্যবর্ষে ব্রহ্মার অহোরাত্র। আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে এক দিব্য বর্ষ। এবংবিধ অহোরাত্র অনুসারে মাসবর্ষগণনা দ্বারা নিষ্পন্ন শতবর্ষ সকল ব্রহ্মারই আয়ুঃকাল। এক ব্রহ্মার আয়ুঃকালে পুরুষের এক দিন নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিনান্তে—মহাকল্প। পৌরুষরাত্রিও তাবৎকাল। পৌরষ অহোরাত্র কত যে অতীত হইয়াছে এবং কত যে হইবে, তাহার সংখ্যা নাই। যেহেতু কাল অনাদি, অনন্ত। এইরূপ এই সদাগতিশীল নিরালম্বকালে এমন কোন ভূতই দেখিতে পাই না, যাহা চিরস্থায়ী। গঙ্গার বালুকা,—ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করেন, তাৎকালিক জলধারা—গণনা করিতে পারা যায়; কিন্তু এই জগতে কত যে ব্রহ্মা অতীতকালের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র এবং সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মনু বিনষ্ট হন। যখন এই অনাদি কালপ্রভাবে বহুসহস্র ইন্দ্র ও নিযুত নিযুত দৈত্যেন্দ্র বিনষ্ট হইয়াছে, তখন বিষয়ে আর বক্তব্য কি? সর্ব্বগুণসম্পন্ন বহুতর রাজর্ষিগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, কালক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। যাঁহারা এমন কি, ইহজগতে প্রভু; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকারী—তাঁহারাও কালক্রমে বিলীন হইয়া থাকেন, অতএব কালই বলবত্তর। কালই কর্ম্ম-পাশ-বশ প্রাণী সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে, তাহাতে আর শোক কি? জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চয়; মরিলেই জন্ম অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু লোকে এখানে শোক করিয়া মৃতব্যক্তির কোন উপকার সাধিত করিতে পারে না, অতএব রোদন করা অনুচিত। (যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ) ক্রিয়াসকল নিজ শক্তি অনুসারে করা উচিত। সুকৃত ও দুষ্কৃত এই দুই সহায় যাহার অনুগমন করে, বান্ধবগণ শোক করুক, আর নাই করুক, তাহার আর কি করিতে পারে? (অর্থাৎ চিরসহচর পাপ পূণ্যই মৃতের অনুগমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করে। বান্ধবের শোক কোন ফলদায়ক নহে।) 'বন্ধুগণের যতদিন অশৌচ থাকে, ততদিন প্রেত, স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য প্রেত, পিণ্ড-জল-প্রদায়ী সেই সকল বান্ধব-

প্রেতলোকগতস্যান্নং সোদকুম্ভং প্রযচ্ছত ॥ ৩৩
পিতৃলোকগতশ্চান্নং শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ম্ ।
পিতৃলোকগতস্যাস্য তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং প্রযচ্ছত ॥ ৩৪
দেবত্বে যাতনাস্থানে তির্য্যগ্‌যোনৌ তথৈব চ ।
মানুষ্যে চ তথাপ্নোতি শ্রাদ্ধং দত্তং স্ববান্ধবৈঃ ॥ ৩৫
প্রেতস্য শ্রাদ্ধকর্ত্তুশ্চ পুষ্টিশ্রাদ্ধে কৃতে ধ্রুবম্ ।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সদা কার্য্যং শোকং ত্যক্ত্বা নিরর্থকম্ ॥ ৩৬
এতাবদেব কর্ত্তব্যং সদা প্রেতস্য বন্ধুভিঃ ।
নোপকুর্য্যান্নরঃ শোকাৎ প্রেতস্যাত্মন এব বা ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা লোকমনাক্রন্দং ম্রিয়মাণাংশ্চ বান্ধবান্ ।
ধর্ম্মমেকং সহায়ার্থং বরয়ধ্বং সদা নরাঃ ॥ ৩৮
মৃতোহপি বান্ধবঃ শক্তো নানুগন্তুং নরং মৃতম্ ।
জায়াবর্জ্জং হি সর্ব্বস্য যাম্যঃ পন্থা বিরুধ্যতে ॥ ৩৯
ধর্ম্ম একোহনুযাত্যেনং যত্র ক্বচনগামিনম্ ।
নশ্বসারে নৃলোকেহস্মিন্ ধর্ম্মং কুরুত মা চিরম্ ॥ ৪০
শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্নিকম্ ।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বাকৃতম্ ॥ ৪১
ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্তমন্যত্র গতমানসম্ ।
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ৪২
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিদ্দ্বেষ্যশ্চাস্য ন বিদ্যতে ।
আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে প্রসহ্য হরতে জনম্ ॥ ৪৩
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ৪৪
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জ্জপাঃ ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া বাপি মানবম্ ॥ ৪৫
আগামিনমনর্থং হি প্রবিধানশতৈরপি ।
ন নিবারয়িতুং শক্তস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৬
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারং বিন্দতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি চাপ্যথ ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৪৮
দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ৪৯

গণের নিকটেই (অলক্ষিতভাবে) থাকে। যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেতপদবাচ্য। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান কর। প্রেত তৎপরে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধে সুধাময় অন্ন ভোজন করে। অতএব পিতৃলোকগত এই ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধ দান কর। দেবত্বে, নরকে, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিতে এবং মনুষ্যত্বে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যে অবস্থাই ঘটুক না কেন, তাহাতেই) প্রেত, স্ববান্ধবপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ করিলে প্রেত এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই পুষ্টি হয়। অতএব নিরর্থক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধই অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রেতের বন্ধুগণ ইহাই করিবেন। মানুষ, শোক করিয়া প্রেতের বা আত্মার উপকার করিতে পারে না। হে মনুষ্যগণ! লোকসকলকে অনাক্রন্দ (অর্থাৎ বিপদের সময় যাহাকে অবলম্বন করা যায়, এরূপ বন্ধুশূন্য) এবং বান্ধবগণকে ক্ষণবিনশ্বর দেখিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ধর্ম্মকে সহায়ার্থ বরণ কর। বন্ধু, দেহপাত করিলেও মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে পারে না; যে হেতু পত্নী ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে যাম্য পথ অবরুদ্ধ। যেখানেই কেন গমন করুক না, একমাত্র ধর্ম্মই ইহার অনুগমন করে। অতএব (হে মনুষ্য!) সারশূন্য এই নরলোকে ধর্ম্মাচরণ কর, বিলম্ব করিও না। যে ধর্ম্ম "কাল করিব" ভাবিবে, তাহা আজ করিয়া লইবে। যাহা ভাবিবে "অপরাহ্নে করিব," তাহা পূর্ব্বাহ্নে করিয়া লইবে। এ ব্যক্তি করিল কি,—না করিল, মৃত্যু সে প্রতীক্ষা করে না। যেমন বৃক স্ত্রী, অন্যাসক্তচিত্ত মেষ-শাবকের নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যু ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্ত মনুষ্যের নিকট হাঠাৎ আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে। (আপণ শব্দে দোকান।) কালের প্রিয় কেহ নাই, ইহার দ্বেষ্যও কেহ নাই, আয়ুষ্য কর্ম্ম ক্ষীণ হইলেই কাল বলপূর্ব্বক লোককে আত্মসাৎ করে। কাল প্রাপ্ত না হইলে শত শত শরবিদ্ধ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর কালপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুশাগ্রস্পর্শেও জীবন ত্যাগ করে। মৃত্যু কিংবা জরাগ্রস্ত মানবকে পরিত্রাণ করিতে ঔষধ সকল অসমর্থ; মন্ত্রগণ অসমর্থ; হোমসকল অপারগ; জপাদিও অশক্ত; শত শত প্রতিবিধান করিলেও অবশ্যম্ভাবী অনর্থ নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে শোক কি? যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম নিঃসংশয় কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয় (সহস্র সহস্র মনুষ্য থাকিলেও তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না)। ভূতসকল অব্যক্তাদি, ব্যক্ত-মধ্য এবং অব্যক্তান্ত; অতএব তাহাতে পরিবেদনা কি? যেমন এই দেহে কৌমার

গৃহ্লাতীহ যথা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা পূর্ব্বধৃতাম্বরম্।
গৃহ্লাত্যেবং নবং দেহং দেহী কর্ম্মনিবন্ধনম্॥ ৫০
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ৫১
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সততগঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ৫২
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হথ॥ ৫৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথাশৌচব্যপগমে সুস্নাতঃ সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ স্বাচান্তস্ত্বেবংবিধান্ ব্রহ্মণান্ যথাশক্ত্যুদঙ্মুখান্ গন্ধ-মাল্যবস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ পূজিতান্ ভোজয়েৎ॥ ১॥ একবন্মন্ত্রানূহেতৈকোদ্দিষ্টে॥২॥ উচ্ছিষ্টসন্নিধাবেকমেব তন্নামগোত্রাভ্যাং পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ॥৩॥ ভুক্তবৎসু ব্রাহ্মণেষু দক্ষিণয়াভিপূজিতেষু প্রেতনামগোত্রাভ্যাং দত্তাক্ষয্যোদকশ্চতুরঙ্গুল-পৃথ্বীস্তাবদন্তরাস্তাবদধঃখাতা বিতস্ত্যায়তাস্তিস্রঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ॥ ৪॥ কর্ষূসমীপে চাগ্নিত্রয়মুপসমাধায় পরিস্তীর্য্য তত্রৈকৈকস্মিন্নাহুতি-ত্রয়ং জুহুয়াৎ॥ ৫॥ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ॥৬॥ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ॥ ৭॥ যমায়াঙ্গিরসে স্বধা নমঃ॥ ৮॥ স্থানত্রয়ে চ প্রাগ্বৎ পিণ্ডনির্ব্বপণং কুর্য্যাৎ॥ ৯॥ অন্নদধিঘৃতমধুমাংসৈঃ কর্ষূত্রয়ং পূরয়িত্বৈতত্ত ইতি জপেৎ॥ ১০॥ এবং মৃতাহে প্রতিমাসং কুর্য্যাৎ॥ ১১॥ সংবৎসরান্তে প্রেতায় তৎপিত্রে তৎপিতামহায় তৎপ্রপিতামহায় চ ব্রাহ্মণান্ দেব-পূর্ব্বান্ ভোজয়েৎ॥ ১২॥ অত্রাগ্নৌকরণমাবাহনং পাদ্যঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ ১৩॥ সংসৃজতু ত্বা পৃথিবীসমানীব ইতি চ প্রেতপাদ্যপাত্রে পিতৃপাদ্যপাত্রত্রয়ে যোজ-য়েৎ॥ ১৪॥ উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডচতুষ্টয়ং কুর্য্যাৎ॥ ১৫॥ ব্রাহ্মণাংশ্চ স্বাচান্তান্ দত্তদক্ষিণাংশ্চানুব্রজ্য

যৌবন ও বার্দ্ধক্য হয়, আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তিও সেইরূপ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। যেমন মনুষ্য, এই সকল স্থানে পূর্ব্বধৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর ধারণ করে, এইরূপ দেহী কর্ম্মজনিত নরদেহ ধারণ করেন। ইহাঁকে (অর্থাৎ আত্মাকে) শস্ত্র সকল ছেদন করিতে পারে না; ইহাঁকে অগ্নি, দগ্ধ করিতে অসমর্থ; জলরাশি ইহাঁকে পচাইতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না; ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, চিরস্থির, অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য এবং ইনি অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব ইহাঁকে এইরূপ অবগত হইয়া শোক হইতে ক্ষান্ত হও। ১—৫৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়

অনন্তর অশৌচান্তে সুস্নাত, সুপ্রক্ষালিত-কর-চরণ ও স্বাচান্ত হইয়া—এবংবিধ (অর্থাৎ সুস্নাত, সুপ্রক্ষালিত-কর-চরণ ও স্বাচান্ত) উত্তরাস্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি গন্ধ,মাল্য,বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এক-বচনান্ত করিয়া মন্ত্র সকলের উহ করিবে (প্রকৃত হইতে বিকৃত করার নাম উহ)। ব্রাহ্মণ-দিগের উচ্ছিষ্ট-সন্নিধানে মৃত ব্যক্তির নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া একটীমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণগণ কৃতাহার এবং দক্ষিণা দ্বারা পুজিত হইলে, প্রেতের নাম-গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষয্যোদক দান করিয়া চতুরঙ্গুল প্রস্থে (অর্থাৎ আড়ে), চতুরঙ্গুল অন্তর, চতুরঙ্গুল নিম্ন, বিতস্তিপ্রমাণ দীর্ঘ তিনটী কর্ষূ (অর্থাৎ পাত্রবিশেষ) করিবে। কর্ষূসমীপে অগ্নিত্রয়ের আধান এবং পরিস্তরণ করিয়া তাহার এক এক অগ্নিতে তিনবার আহুতি দিবে। (মন্ত্র যথা) সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ, অগ্নয়ে কব্য-বাহনায় স্বধা নমঃ; যমায়াঙ্গিরসে স্বধা নমঃ। তিন স্থানেই পূর্ব্ববৎ পিণ্ড দান করিবে। অন্ন, দধি, ঘৃত, মধু এবং মাংস দ্বারা কর্ষূত্রয় পূর্ণ করিয়া "এতত্তে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। প্রতিমাসে মৃততিথিতে এইরূপ করিবে; ঠিক সংবৎসরান্তে প্রেত, প্রেত-পিতা, প্রেতপিতামহ, প্রেতপ্রপিতামহের উদ্দেশে দেবপক্ষপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সকল ভোজন করাইবে। এই কার্য্যে অগ্নৌকরণ, আবাহন এবং পাদ্য দান করিবে। "সংসৃজতু ত্বা পৃথিবী সমানীব" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রেতের পাদ্যপাত্র পিতৃগণের পাদ্যপাত্রত্রয়ে সম্মিলিত করিবে। উচ্ছিষ্ট-সন্নিধানে চারিটী পিণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে আচ-মন করিলে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া কিয়দ্দূর অনু-

বিসর্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥ ততঃ প্রেতপিণ্ডং পাদ্যপাত্রোদকবৎ পিণ্ডত্রয়ে নিদধ্যাৎ ॥ ১৭ ॥ কর্ষূত্রয়সন্নিকর্ষেঽপ্যেবমেব ॥ ১৮ ॥ সপিণ্ডীকরণং মাসিকার্থবদ্দ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্রয়োদশেঽহ্নি বা কুর্য্যাৎ ॥ ১৯ ॥ মন্ত্রবর্জ্জং হি শূদ্রাণাং দ্বাদশেঽহ্নি ॥ ২০ ॥ সংবৎসরাভ্যন্তরে যদ্যধিমাসো ভবেৎ তদা মাসিকার্থে দিনমেকং বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১ ॥

সপিণ্ডীকরণং স্ত্রীণাং কার্য্যমেবং তথা ভবেৎ।
যাবজ্জীবং তথা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু প্রতিবৎসরম্ ॥ ২২
অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সংবৎসরাৎ কৃতম্ ॥
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাদ্বর্ষং দ্বিজন্মনে ॥ ২৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণস্য সপিণ্ডানাং জননমরণয়োর্দ্দশাহমাশৌচম্ ॥ ১ ॥ দ্বাদশাহং রাজন্যস্য ॥ ২ ॥ মাসং শূদ্রস্য ॥ ৩ ॥

গমনান্তে বিদায় দিবে। অনন্তর পাদ্য-পাত্র-জলবৎ প্রেতপিণ্ডও পিতৃপিণ্ডত্রয়ে মিশ্রিত করিবে, এই (মিশ্রণ) কার্য্য কর্ষূসমীপেই হইবে। * অথবা (অর্থাৎ কুলাচারাদি থাকিলে) মৃত্যুর প্রথম মাসে বারদিনে মাসিক সকল করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে। শূদ্রগণ দ্বাদশদিনেই স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া (সপিণ্ডীকরণ করিবে)। মৃত্যুবৎসরে যদি মলমাস হয়; তাহা হইলে মাসিক শ্রাদ্ধের একদিন বাড়াইবে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিন মাসিক করিয়া চতুর্দ্দশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে) এইরূপে কর্ত্তব্য সপিণ্ডীকরণ স্ত্রীলোকদিগেরও হইবে (এবং স্ত্রীলোকেরাও করিতে পারিবে)। যাবজ্জীবন প্রতিবৎসর শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইবে, তদুদ্দেশেও ঐ এক বৎসর সম্পূর্ণ কুম্ভসমেত অন্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। ১—২৩।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সপিণ্ডদিগের জন্মমরণে ব্রাহ্মণের অশৌচ দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ; বৈশ্যের পঞ্চদশদিন; শূদ্রের

* কর্ষূসন্নিকর্ষেও অর্থাৎ কর্ষূস্থিত অন্নাদি মিশ্রণেও এইরূপ প্রেতকর্ষূ পিতৃকর্ষূত্রয়ে মিশ্রিত করিবে,

সাপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥ অশৌচে হোমদানপ্রতিগ্রহস্বাধ্যায়া নিবর্ত্তন্তে ॥ ৫ ॥ নাশৌচে কস্যচিদন্নমশ্নীয়াৎ ॥ ৬ ॥ ব্রাহ্মণাদীনামশৌচে যঃ সকৃদেবান্নমশ্নাতি তস্য তাবদশৌচং যাবৎ তেষাম্ ॥ ৭ ॥ অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥ সবর্ণস্যাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা স্রবন্তীমাসাদ্য তন্নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ ॥ ৯ ॥ ক্ষত্রিয়াশৌচে ব্রাহ্মণস্ত্বেতদেবোপোষিতঃ কৃত্বা শুধ্যতি ॥ ১০ ॥ বৈশ্যাশৌচে রাজন্যশ্চ ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণস্ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চ ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণাশৌচে রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্যঃ স্রবন্তীমাসাদ্য গায়ত্রীশতপঞ্চকং জপেৎ ॥ ১৩ ॥ বৈশ্যশ্চ ব্রাহ্মণাশৌচে গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥ ১৪ ॥ শূদ্রাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যব্রতং

একমাস। আর সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হয়। অশৌচকালে হোম, দান, প্রতিগ্রহ এবং স্বাধ্যায়ে অধিকার থাকে না। অশৌচাবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ন একবারও ভোজন করে, যতদিন তাহাদিগের অশৌচ, তাহারও ততদিন অশৌচ থাকিবে। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; (যথা—) দ্বিজ, অশৌচবিশিষ্ট সবর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিবে, পরে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, অশৌচবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের অন্ন ভোজন করিলে বা ক্ষত্রিয়, অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া ইহাই করিবে। ব্রাহ্মণ অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া উক্ত কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মণাশৌচে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্য তত্তদন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া পাঁচশত বার গায়ত্রীজপ করিবে; ব্রাহ্মণাশৌচে বৈশ্য, তদন্নভোজন করিলে অষ্টোত্তরশত গায়ত্রীজপ করিবে; দ্বিজ শূদ্রাশৌচে তদন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত করিবে। *

ইহা সাগ্নিকদিগের গ্রাহ্য। এই সকল কার্য্য শাখ্যন্তরীয়।

* ইহা অশৌচান্ন-ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রান্নাদি-ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

চরেৎ॥ ১৫ ॥ শূদ্রশ্চ দ্বিজাশৌচে স্নানমাচরেৎ॥ ১৬॥ শূদ্রঃ শূদ্রাশৌচে স্নাতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ॥ ১৭॥ পত্নীনাং দাসানামানুলোম্যেন স্বামিনস্তুল্যমাশৌচম্॥ ১৮॥ মৃতে স্বামিন্যাত্মীয়ম্॥ ১৯॥ হীনবর্ণানামধিকবর্ণেষু সপিণ্ডেষু তদাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ॥ ২০॥ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রবিট্শূদ্রেষু সপিণ্ডেষু ষড়্রাত্রত্রিরাত্রৈকরাত্রৈঃ॥ ২১॥ ক্ষত্রিয়স্য বিট্শূদ্রয়োঃ ষড়্রাত্রত্রিরাত্রাভ্যাম্॥ ২২॥ বৈশ্যস্য শূদ্রেষু ষড়্রাত্রেণ॥ ২৩॥ মাসতুল্যৈরহোরাত্রৈর্গর্ভস্রাবে॥ ২৪॥ জাতমৃতে মৃতজাতে বা কুলস্য সদ্যঃশৌচম্॥ ২৫॥ অদন্তজাতে • বালে প্রেতে সদ্য এব॥ ২৬॥ নাস্যাগ্নিসংস্কারো নোদকক্রিয়া॥ ২৭॥ দন্তজাতে ত্বকৃতচূড়ে ত্বহোরাত্রেণ॥ ২৮॥ কৃতচূড়ে ত্বসংস্কৃতে ত্রিরাত্রেণ॥ ২৯॥ ততঃ পরং যথোক্তকালেন॥ ৩০॥ স্ত্রীণাং বিবাহঃ সংস্কারঃ॥৩১॥ সংস্কৃতাসু স্ত্রীষু নাশৌচং ভবতি পিতৃপক্ষে॥ ৩২॥ তৎপ্রসবমরণে চেৎ পিতৃগৃহে স্যাতাং ত্রিরাত্রমেকং॥ ৩৩॥ জননাশৌচমধ্যে যদ্যপরং জননাশৌচং স্যাৎ তদা পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ॥ ৩৪॥ রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন॥ ৩৫॥ প্রভাতে দিনত্রয়েণ॥ ৩৬॥ মরণাশৌচমধ্যে জ্ঞাতিমরণেঽপ্যেবম্॥ ৩৭॥ শ্রুত্বা দেশান্তরস্থো জননমরণে শেষেণ শুধ্যেৎ॥ ৩৮॥ ব্যতীতেঽশৌচে সংবৎসরান্তস্ত্বেকরাত্রেণ॥ ৩৯॥ ততঃ পরং স্নানেন॥ ৪০॥ আচার্য্যে মাতামহে চ ব্যতীতে ত্রিরাত্রেণ॥ ৪১॥

অনৌরসেষু পুত্ত্রেষু জাতেষু চ মৃতেষু চ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসু চ॥ ৪২॥

আচার্য্য-পত্নী-পুত্ত্রোপাধ্যায়-মাতুল-শ্বশুরশ্বশুর্য্য-

শূদ্র দ্বিজাশৌচে তদন্নভোজন করিলে স্নান করিবে। হীনবর্ণের পত্নী এবং দাসবর্গের—স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজবর্ণানুরূপ অশৌচ। উচ্চবর্ণ সপিণ্ডে (অর্থাৎ তদীয় জনন-মরণে) তজ্জাতীয় অশৌচান্তে হীনবর্ণদিগের শুদ্ধি হইবে। (ক্ষত্রিয় নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণের মরণে দশদিন অশৌচ ভোগ করিবে ইত্যাদি।) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে যথাক্রমে ছয়দিন ও তিনদিন এবং এক দিন পরে শুদ্ধি। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় সপিণ্ড ছয়দিন ও তিনদিন পরে শুদ্ধি। বৈশ্যের শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয়দিন পরে শুদ্ধি। গর্ভস্রাব হইলে মাসতুল্য অহোরাত্রে শুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ ছয়মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে, সূতিকার মাস-সমসংখ্যক দিন অশৌচ থাকিবে)। বালক, জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে, বা গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে জ্ঞাতিদিগের সদ্যঃ শৌচ। অর্থাৎ জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হইবে না। বালক, অশৌচমধ্যে মরিলে পিতা-মাতার পূর্ণাশৌচ হইবে; গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের অস্পৃশ্যত্বজনক অশৌচ—স্নানাপনেয় মাত্র; মরণাশৌচের মত হইবে না—জননাশৌচ থাকিবেই। অজাতদন্ত শিশুমরণে সদ্যঃশৌচ। ইহার অগ্নিসংস্কার বা জলদান করিতে হইবে না। জাতদন্ত অথচ অকৃতচূড় বালক মরিলে অহোরাত্র অশৌচ; কৃত-চূড়, অথচ অনুপনীত হইলে তিন দিন অশৌচ; অতঃপর অর্থাৎ উপনীত হইবার পর মরণে যথোক্তসময়ে শুদ্ধি হইবে। বিবাহ,—স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার; স্ত্রীলোক সংস্কৃতা হইলে তন্মরণে পিতৃপক্ষে অশৌচ হইবে না। কিন্তু সংস্কৃতা কন্যার সন্তান-জন্ম বা মৃত্যু পিতৃগৃহে হইলে একদিন ও তিন দিন অশৌচ হইবে। জননাশৌচের মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে, পূর্ব্বাশৌচ-অবসানেই শুদ্ধি হইবে। ঐ পূর্ণ অশৌচের অন্তিম দিনে অন্য পূর্ণ ঐ অশৌচ হইলে দুই দিন বৃদ্ধি হইবে,—আর ঐ দিনের অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে ঐরূপ হইলে ততদিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ মধ্যে অন্য-জ্ঞাতি-মরণ হইলেও এইরূপ। (সমান অশৌচের পক্ষে এই নিয়ম)। বিদেশস্থ ব্যক্তি জ্ঞাতির জন্ম বা মরণ শ্রবণ করিলে অশৌচের অবশিষ্ট দিন অতীত হইবার পর শুদ্ধ হইবে। (মনে কর,—দশাহ অশৌচ, পঞ্চম দিনে তাহা শ্রবণ করিলে, আর পাঁচ দিন পরেই শুদ্ধ হওয়া যাইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইবে)। অশৌচ অতীত হইলে পর সংবৎসরের মধ্যে শ্রবণ করিলে একদিন অশৌচ হইবে, এই নিয়মটি মরণাশৌচের পক্ষে। আর সগুণদিগের এক রাত্র, নির্গুণদিগের ত্রিরাত্র। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। অসপিণ্ড আচার্য্য কিংবা মাতামহের মরণে তিন দিন অশৌচ। ঔরস ব্যতীত অন্য পুত্ত্রের জন্ম-মরণে এবং পরপূর্ব্ব ভার্য্যার সন্তানোৎপত্তি বা মরণে তিন দিন অশৌচ। আচার্য্য-পত্নী, আচার্য্যপুত্ত্র, উপা-

সহাধ্যায়িশিষ্যেষ্বেকাহেনাহোরাত্রেণ ॥ ৪৩ ॥ স্বদেশ-রাজনি চ ॥ ৪৪ ॥ অসপিণ্ডে স্ববেশ্মনি মৃতে চ ॥ ৪৫ ॥ ভৃগ্বগ্ন্যনাশকাম্বুসংগ্রাম-বিদ্যুন্নৃপহতানাং নাশৌচম্ ॥ ৪৬ ॥ ন রাজ্ঞাং রাজকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥ ন ব্রতিনাং ব্রতে ॥ ৪৮ ॥ ন সত্রিণাং সত্রে ॥ ৪৯ ॥ ন কারূণাং কারুকর্ম্মণি ॥ ৫০ ॥ ন রাজাজ্ঞাকারিণাং তদিচ্ছয়া ॥ ৫১ ॥ ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্ব্বসম্ভৃতয়োঃ ॥ ৫২ ॥ ন দেশবিপ্লবে ॥ ৫৩ ॥ আপদ্যপি চ কষ্টায়াম্ ॥ ৫৪ ॥ আত্মত্যাগিনঃ পতিতাশ্চ নাশৌচোদকভাজঃ ॥ ৫৫ ॥ পতিতস্য দাসী মৃতেঽহ্নি পাদাভ্যাং ঘটমপবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ উদ্বন্ধনমৃতস্য যঃ পাশং ছিন্দ্যাৎ স তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ৫৭ ॥ আত্মঘাতিনাং সংস্কর্ত্তা চ ॥ ৫৮ ॥ তদশ্রুপাতকারী চ ॥ ৫৯ ॥ সর্ব্বৈস্তৈব প্রেতস্য বান্ধবৈঃ সহাশ্রুপাতং কৃত্বা স্নানেন ॥ ৬০ ॥ অকৃতে স্বস্থিসঞ্চয়ে সচৈলস্নানেন ॥ ৬১ ॥ দ্বিজঃ শূদ্রপ্রেতানুগমনং কৃত্বা স্রবন্তীমাসাদ্য তন্নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ ॥ ৬২ ॥ দ্বিজপ্রেতস্যাষ্টশতম্ ॥ ৬৩ ॥ শূদ্রঃ প্রেতানুগমনং কৃত্বা স্নানমাচরেৎ ॥ ৬৪ ॥ চিতাধূমসেবনে সর্ব্বে বর্ণাঃ স্নানমাচরেয়ুঃ ॥ ৬৫ ॥ মৈথুনে দুঃস্বপ্নে রুধিরোপগতকণ্ঠে বমনবিরেকয়োশ্চ ॥ ৬৬ ॥ শ্মশ্রুকর্ম্মণি কৃতে চ ॥ ৬৭ ॥ শবস্পৃশঞ্চ স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাচাণ্ডালযূপাংশ্চ ॥ ৬৮ ॥ ভক্ষ্যবর্জ্জং পঞ্চনখশবং তদস্থি সস্নেহঞ্চ ॥ ৬৯ ॥ সর্ব্বেষ্বেতেষু স্নানেষু পূর্ব্বং বস্ত্রং নাপ্রক্ষালিতং বিভৃয়াৎ ॥ ৭০ ॥ রজস্বলা চতুর্থেঽহ্নি স্নানাচ্ছুধ্যতি ॥ ৭১ ॥ রজস্বলা হীনবর্ণাং রজস্বলাং স্পৃষ্ট্বা ন তাবদশ্নীয়াদ্যাবন্ন শুদ্ধা ॥ ৭২ ॥ সবর্ণামধিকবর্ণাং বা স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বাশ্নীয়াৎ ॥ ৭৩ ॥ ক্ষুত্বা সুপ্ত্বা ভোজনাধ্যয়নেপ্সুঃ পীত্বা স্নাত্বা নিষ্ঠীব্য বাসঃ

ধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, ও রাজার মরণে একদিন অশৌচ। অসপিণ্ড অর্থাৎ অসগোত্র অথচ সবর্ণ, নিজ গৃহে মরিলে ঐ গৃহস্বামীর একদিন অশৌচ হইবে। ভৃগুপতন, অগ্নিপ্রবেশ, অনশন, জলপ্রবেশ যুদ্ধ, বিদ্যুৎ এবং রাজদণ্ড—এই সকলের অন্যতম কারণ বশতঃ মৃত্যু হইলে অশৌচ হইবে না। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না। ব্রতীদিগের (অর্থাৎ দীক্ষিতদিগের) সোমযাগাদি ব্রতে অশৌচ থাকিবে না। সত্রীদিগের (অর্থাৎ যাহারা নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অন্ন দান করে, সেই সকল ব্যক্তির) অন্নসত্রে অশৌচ থাকিবে না। কারুদিগের কারুকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না। যে কার্য্য করাতে রাজার ইচ্ছা হইবে, রাজাজ্ঞাকারীদিগের তাহাতে অশৌচ থাকিবে না। দেবপ্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ (সংস্কার এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য) পূর্ব্বসংভৃত (অর্থাৎ আরব্ধ) হইলে তাহাতে আর অশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। দেশবিপ্লবে অশৌচ থাকে না (অর্থাৎ অশৌচ থাকিলেও সেই সময় শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করা যাইতে পারে)। কষ্টজনক আপৎকালেও এইরূপ। আত্মঘাতী এবং পতিত ব্যক্তি গণের মরণে অশৌচ হয় না এবং তাহাদিগকে উদকাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ। পতিত ব্যক্তির দাসী তাহার মৃতাহে পাদদ্বয় দ্বারা একটী কুম্ভ ফেলিয়া দিবে। যে উদ্বন্ধনমৃত ব্যক্তির রজ্জুচ্ছেদ করিবে, সে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। আত্মঘাতীদিগের দাহাদি-সংস্কারী এবং তজ্জন্য অশ্রুপাতকারী ব্যক্তিও (ঐ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে)। মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই বান্ধবগণের সহ মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অস্থি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে ঐরূপ করিলে সবস্ত্র স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ শূদ্র শবের অনুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবার পর উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজ শবের অনুগমন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। শূদ্র, শবানুগমন করিলে স্নান করিবে। চিতাধূম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান করিবে। মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, কণ্ঠ হইতে রুধির-নির্গম হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্ম্মাচরণ, শবস্পর্শি-স্পর্শ, রজস্বলাস্পর্শ, চাণ্ডাল-স্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয়যূপ-স্পর্শ, ভক্ষ্য ভিন্ন পঞ্চনখশব-স্পর্শ (অর্থাৎ শশকাদি যে সকল পঞ্চনখ ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত; তদতিরিক্ত পঞ্চনখশব-স্পর্শ), সস্নেহ (স্নেহশব্দে বসা-মেদ প্রভৃতি) তদীয় অস্থি স্পর্শ করিলেও (স্নান করিবে)। এই সমস্ত স্নানে পূর্ব্বপরিহিত বস্ত্র অপ্রক্ষালিত-অবস্থায় স্নান করিবে না। রজস্বলা, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা হীনবর্ণা রজস্বলা-স্পর্শে—শুদ্ধ হইতে যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকে, ততদিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে (এই উপবাস চতুর্থ দিনের পর হইতে কর্ত্তব্য)। সবর্ণা কিংবা উত্তমবর্ণা-স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ক্ষবণ (অর্থাৎ হাঁচি) নিদ্রা,

পরিধায় রথ্যামাক্রম্য মূত্রপুরীষে কৃত্বা পঞ্চনখাস্থ্য-
স্নেহং স্পৃষ্ট্বা চাচামেৎ ॥ ৭৪ ॥ চাণ্ডালম্লেচ্ছসম্ভাষণে
চ ॥ ৭৫ ॥ নাভেরধস্তাৎ প্রবাহুষু চ কায়িকৈর্ম্মলৈঃ
সুরাভির্ম্মদ্যৈর্ব্বোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য
শুধ্যতি ॥ ৭৬ ॥ অন্যত্রোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং
প্রক্ষাল্য স্নানেন ॥ ৭৭ ॥ বক্ত্রোপহতস্তূপোষ্য স্নাত্বা
পঞ্চগব্যেন ॥ ৭৮ ॥ দশনচ্ছদোপহতশ্চ ॥ ৭৯ ॥
বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্কর্ণবিড়্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥ ৮০
গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮১
মাধ্বকমৈক্ষবং টাঙ্কং কৌলং খর্জ্জূরপানসে
মৃদ্বিকারসমাধ্বীকে মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৮২
অমেধ্যানি দশৈতানি মদ্যানি ব্রাহ্মণস্য চ।
রাজন্যশ্চৈব বৈশ্যশ্চ স্পৃষ্ট্বৈতানি ন দুষ্যতঃ ॥ ৮৩
গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮৪
আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ন ব্রতেন বিযুজ্যতে ॥ ৮৫
আদিষ্টী নোদকং কুর্য্যাদা ব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ৮৬
জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃণ্ময়োবার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কার্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধিকর্ত্তৃণি দেহিনাম্ ॥ ৮৭
সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽন্নে শুচিঃ স হি শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ ॥ ৮৮
ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৮৯
মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯০
অগ্নির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৯১
এষ শৌচস্য তে প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণু বিনির্ণয়ম্ ॥ ৯২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

অধ্যয়নারম্ভ, ভোজনারম্ভ, পান, স্নান, নিষ্ঠীবন, বস্ত্র-পরিধান, অধ্বসঞ্চরণ, প্রস্রাব-বিষ্ঠা-ত্যাগ, পঞ্চনখের অস্নেহ-অস্থিস্পর্শ এবং চাণ্ডালের সহিত বা ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিলে আচমন করিবে। নাভির অধঃ অঙ্গ, বাহুর অগ্রভাগ, মূত্র-বিষ্ঠা প্রভৃতি নিজ কায়িক মল, সুরা কিংবা মদ্যস্পৃষ্ট হইলে তত্তদঙ্গ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। অপর অঙ্গ এইরূপে দূষিত হইলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তদঙ্গ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মুখ কিংবা ওষ্ঠাধর ঐরূপে দূষিত হইলে উপবাসপূর্ব্বক স্নান ও পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল এবং ঘর্ম্ম—মনুষ্য-দিগের এই দ্বাদশটী মল। গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা জানিবে। যেমন একটী, সেইরূপ এই সকল গুলিই দ্বিজাতিগণের অপেয়। মাধুক, ঐক্ষব, টাঙ্ক, কৌল, খার্জ্জুর, পানস, মৃদ্বিকা-রস, মাধ্বী এবং নারিকেলজ, এই দশবিধ মদ্য—ব্রাহ্মণের পক্ষে স্পর্শেও অপবিত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই সকল স্পর্শে অশুচি হইবে না। শিষ্য, মৃতগুরুর দহন-বহনাদি কার্য্য করিলে তাহাতে প্রেত-সপিণ্ডদিগের সহিত দশরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। স্বীয় আচার্য্য, উপাধ্যায়, পিতা, মাতা, এবং অন্যান্য গুরুর অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইবেন না। আদিষ্টী (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বা আরব্ধ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি) যতদিন ব্রতসমাপ্তি না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে না। ব্রত সমাপ্তি হইলে পর জল দান করিয়া ত্রিরাত্রান্তে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল লেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল—দেহীদিগের শুদ্ধি-জনক। অন্নশৌচই সকল শৌচের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে; যে ব্যক্তি অন্নবিষয়ে পবিত্র, সে-ই পবিত্র—শুদ্ধ মৃত্তিকা জলে পবিত্র হইলেই পবিত্র হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ—ক্ষমা দ্বারা, অকার্য্য কারিগণ—দান দ্বারা, গূঢ় পাপীরা জপ দ্বারা এবং প্রধান বেদজ্ঞগণ— তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হন। শোধনীয় বস্তু, মৃত্তিকা-জল দ্বারা, শুদ্ধ হয়। নদী—স্রোতোদ্বারা, মনোদুষ্টা নারী ঋতু দ্বারা এবং দ্বিজোত্তম—সন্ন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হন। অগ্নি—বহির্দ্দেহ পবিত্র করেন; মন—সত্যপ্রভাবে শুদ্ধ হয়; জীবাত্মা বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়; এই তোমাকে শারীরিক শৌচের যথার্থ তত্ত্ব বলিলাম। এক্ষণে নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। ১—৯২।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শারীরৈর্ম্মলৈঃ সুরাভির্ম্মদ্যৈর্বা যদুপহতং তদত্যন্তোপহতম্॥ ১॥ অত্যন্তোপহতং সর্ব্বং লোহভাণ্ডমগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং শুধ্যেৎ॥ ২॥ মণিময়মশ্মময়মজ্জঞ্চ সপ্তরাত্রং মহীনিখননেন॥ ৩॥ শৃঙ্গদন্তাস্থিময়ং তক্ষণেন॥ ৪॥ দারবং মৃন্ময়ঞ্চ জহ্যাৎ॥ ৫॥ অত্যন্তোপহতস্য বস্ত্রস্য যৎ প্রক্ষালিতং সদ্বিরজ্যেত তচ্ছিন্দ্যাৎ॥ ৬॥ সৌবর্ণরাজতাব্জমণিময়ানাং নির্লেপানামদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ॥ ৭॥ অশ্মময়ানাং চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ॥ ৮॥ চরুস্রুকৃস্রুবাণামুষ্ণেনাম্ভসা॥ ৯॥ যজ্ঞকর্ম্মণি যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা সম্মার্জ্জনেন॥ ১০॥ স্ফ্যশূর্পশকট-মুষলোলুখলানাং প্রোক্ষণেন॥ ১১॥ শয়নযানাসনানাঞ্চ॥ ১২॥ বহূনাঞ্চ॥ ১৩॥ ধান্যাজিন-রজ্জুতান্তব-বৈদলসূত্রকার্পাসবাসসাঞ্চ॥ ১৪॥ শাকমূলফলপুষ্পানাঞ্চ॥ ১৫॥ তৃণকাষ্ঠশুষ্কপলাশানাঞ্চ॥ ১৬॥ এতেষাং প্রক্ষালনেন॥ ১৭॥ অল্পানাঞ্চ॥ ১৮॥ উষৈঃ কৌষেয়াবিকয়োঃ॥ ১৯॥ অরিষ্টকৈঃ কুতপানাম্॥ ২০॥ শ্রীফলৈরংশুপট্টানাম্॥ ২১॥ গৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমাণাম্॥ ২২॥ শৃঙ্গাস্থিদন্তময়ানাঞ্চ॥ ২৩॥ পদ্মাক্ষৈর্ম্মৃগলোমিকানাম্॥ ২৪॥ তাম্ররীতিত্রপুসীসময়ানামম্লোদকেন॥ ২৫॥ ভস্মনা কাংস্যলোহয়োঃ॥ ২৬॥ তক্ষণেন দারবাণাম্॥ ২৭॥ গোবালৈঃ ফলসম্ভবানাম্॥ ২৮॥ প্রোক্ষণেন সংহতানাম্॥ ২৯॥ উৎপবনেন দ্রবাণাম্॥ ৩০॥ গুড়াদীনামিক্ষুবিকারাণাং প্রভূতানাং গৃহনিহিতানাং বার্য্যগ্নিদানেন॥ ৩১॥ সর্ব্বলবণানাঞ্চ॥ ৩২॥ পুনঃপাকেন মৃন্ময়ানাম্॥ ৩৩॥ দ্রব্যবৎ কৃতশৌচানাং দেবতার্চ্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনেন॥ ৩৪॥ অসিদ্ধস্যান্নস্য যাবন্মাত্রমুপহতং তন্মাত্রং পরিত্যজ্য শেষস্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যে দ্রব্য—শারীরিক মল, সুরা বা মদ্যস্পর্শে দূষিত, তাহা অত্যন্ত দূষিত। অত্যন্তোপহত সকল ধাতু পাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে শুদ্ধ হইবে। মণিময়, প্রস্তরময় এবং শঙ্খময় পাত্র সাতদিন ভূমিতে নিখাত হইলে (শুদ্ধ হইবে)। শৃঙ্গময়, দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর দারুময় এবং মৃন্ময় পাত্র পরিত্যাজ্য (অর্থাৎ কোনরূপেই শুদ্ধ হইবে না)। বস্ত্র অত্যন্তোপহত হইলে তাহার যে অংশ প্রক্ষালিত হইলে,বিকৃতরাগ (অর্থাৎ বেরঙ) হয়, তাহা দূর করিবে। সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময়, প্রস্তরময় পাত্র, চমস এবং গ্রহ নির্লেপ হইলে (অর্থাৎ তাহাতে মল লাগিয়া না থাকিলে) জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থালী, উষ্ণ জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সকল পাণিস্থিত কুশ দ্বারা সম্মার্জ্জিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যে পবিত্র হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় ১৮৩ শ্লোক দেখ)*। বজ্র নামক যজ্ঞীয় পাত্র, শূর্প, শকট, মুষল এবং উদূখল—ইহাদিগের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি। সজ্জা, যান ও আসনেরও এইরূপে শুদ্ধি। ধান্য, চর্ম্ম, রজ্জু, তন্তুনির্ম্মিত ব্যজনাদি, বৈদল, সূত্র, কার্পাস এবং বস্ত্র—এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে তাহার প্রোক্ষণে শুদ্ধি। শাক, মূল, ফল, পুষ্প সম্বন্ধে এবং তৃণ, কাষ্ঠ, শুষ্কপত্রেরও (ঐ নিয়ম) আর এই সকল দ্রব্য অল্প হইলে তাহার প্রক্ষালনদ্বারা শুদ্ধি। কৌষেয় বস্ত্র এবং মেষলোম-নির্ম্মিত বস্ত্র—ক্ষারমৃত্তিকাযোগে শুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ পার্ব্বতীয় ছাগরোম-নির্ম্মিত কম্বল অরিষ্ট দ্বারা শুদ্ধ হয়। বল্কল-তন্তু-নির্ম্মিত অংশুপট্ট বিল্বফল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ক্ষৌম বস্ত্র গৌর-সর্ষপ দ্বারা (শুদ্ধ হয়) শৃঙ্গময়, অস্থিময় এবং দন্তময় পাত্রের পক্ষে এই নিয়ম। মৃগলোমজাত রাঙ্কবাদি বস্ত্র, পদ্মবীজ দ্বারা (পবিত্র হয়)। তাম্র, পিত্তল, রাঙ এবং সীসাময় পাত্র অম্ল জলযোগে শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহ পাত্র ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফলসম্ভূত পাত্র গোলাঙ্গুলকেশদ্বারা মার্জ্জিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। রাশীকৃত দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ঘৃতাদি দ্রব্য (প্রস্থতিমাত্র-পরিমিত), প্রাদেশপরিমিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা উৎপবন (কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন) করিলে শুদ্ধ হইবে। গৃহ-নিহিত প্রভূত গুড়াদি ইক্ষুবিকার, প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নিতপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। সকল লবণের পক্ষেও এই নিয়ম। মৃন্ময় পাত্র পুনঃপাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর দেবপ্রতিমা, দ্রব্যবৎ শোধিত করিয়া (অর্থাৎ প্রতিমা যে দ্রব্যের নির্ম্মিত তাহার পক্ষে কথিত শুদ্ধিনিয়ম অনুসারে শোধিত করিয়া) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ হয়। অসিদ্ধ অন্নের যত অংশ মাত্র দূষিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট

* কুল্লুক ভট্ট বলেন, সকল যজ্ঞীয় পাত্রই প্রথমে হস্তমার্জ্জিত ও পরে প্রক্ষালিত হইলে শুদ্ধ হয়।

কণ্ডনপ্রক্ষালনে কুর্য্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ দ্রোণাভ্যধিকং সিদ্ধমন্নমুপহতং ন দুষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ তস্যোপহতমাত্রমপাস্য গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতং সুবর্ণাম্ভঃ প্রক্ষিপেৎ। বস্তস্য প্রদর্শয়েদগ্নেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

পক্ষিজগ্ধং গবাঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতম্।
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃদঃ ক্ষেপেণ শুধ্যতি ॥ ৩৮
যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি দেয়ং স্যাৎ সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥ ৩৯
অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন নরজা মলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥ ৪০
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্ত্যশ্ববায়সৈঃ।
মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ৪১
প্রাণিনামথ সর্ব্বেষাং মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কারয়েৎ।
অত্যন্তোপহতানাঞ্চ শৌচংনিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪২
ভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং বৈতৃষ্ণং যত্র গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তঞ্চেদমেধ্যেন তদ্বদেব শিলাগতম্ ॥ ৪৩
মৃতপঞ্চনখাৎ কূপাদত্যন্তোপহতাৎ তথা।
অপঃ সমুদ্ধরেৎ সর্ব্বাঃ শেষং বস্ত্রেণ শোধয়েৎ ॥ ৪৪
বহ্নিপ্রজ্বালনং কুর্য্যাৎ কূপে পক্কেষ্টকাচিতে।
পঞ্চগব্যং ন্যসেৎ পশ্চান্নবতোয়সমুদ্ভবে ॥ ৪৫
জলাশয়েম্বথাল্পেষু স্থাবরেষু বসুন্ধরে।
কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্মহৎসু চ ন দূষণম্ ॥ ৪৬
ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥ ৪৭
নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যং যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রাহ্মণান্তরিতং ভৈক্ষ্যমাকরাঃ সর্ব্ব এব চ ॥ ৪৮
নিত্যমাস্যং শুচি স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥ ৪৯
শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ ॥ ৫০
ঊর্দ্ধং নাভের্যানি খানি তানি মেধ্যানি নির্দ্দিশেৎ।
যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ ॥ ৫১
মক্ষিকা বিপ্রুষশ্ছায়া গৌর্গজাশ্বমরীচয়ঃ।

ভাগের কণ্ডন ও প্রক্ষালন করিবে। (কণ্ডন শব্দে কাঁড়ান)। দ্রোণাধিক সিদ্ধ অন্ন উপহত হইলেও দুষ্ট হয় না (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য নহে)। তবে তাহার মাত্র উপহত অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক (অবশিষ্টান্নের উপর) গায়ত্রী জপ করিয়া সুবর্ণজল নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা ছাগ (অশ্ব) ও অগ্নিকে প্রদর্শন করিবে। ভক্ষ্য-পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, গো-ঘ্রাত, পাদস্পৃষ্ট, ক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপরে হাঁচিয়া দেওয়া হইয়াছে ও কেশকীট-দূষিত অল্প অন্ন—মৃত্তিকাক্ষেপে শুদ্ধ হয়। অমেধ্য-লিপ্ত দ্রব্য হইতে যতক্ষণ ঐ অমেধ্যকৃত লেপ এবং গন্ধ না যায়, সকল দ্রব্যশুদ্ধিতেই ততক্ষণ মৃত্তিকা ও জল প্রদান করিতে হইবে। ছাগের এবং অশ্বের মুখ—পবিত্র, গোরুর মুখ পবিত্র নহে। মনুষ্যের কায়িক-মল পবিত্র নহে। পথ সকল চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণে ও বায়ুসম্পর্কে বিশুদ্ধ হয়। রথ্যা, কর্দ্দম, জল, এবং পক্কেষ্টকনির্ম্মিত স্থান সকল—অন্ত্য, কুক্কুর অথবা কাকস্পৃষ্ট হইলে, বায়ুসম্পর্কেই শুদ্ধ হয়। অত্যন্তোপহত প্রাণীদিগের শৌচ, অনলস হইয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা—অবশ্যই করাইবে। যদি অপবিত্র বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে একটী গাভীর তৃষ্ণা দূর হয়, ভূমিস্থিত সেই জল পবিত্র। পর্ব্বতাদিস্থিত সেইরূপ জলও পবিত্র। মৃত-পঞ্চনখ-দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া অবশিষ্ট জল বস্ত্র দ্বারা অপনীত করিবে। পরে ইষ্টকাচিত কূপে বহ্নি প্রজ্বালন করিবে। পরে নূতন জল হইলে তাহাতে পঞ্চগব্যক্ষেপ করিবে। হে বসুন্ধরে! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থাবর ক্ষুদ্র জলাশয়ে ও কূপবৎ শুদ্ধি কথিত হইয়াছে, কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ে (নদ্যাদিতে) দোষ নাই। দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তিনটী বস্তু পবিত্র করিয়াছেন (যথা—) অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহার উপঘাত বিজ্ঞাত হয় নাই), জলসিক্ত (অর্থাৎ যাহা উপঘাত-সন্দেহে প্রোক্ষিত বা প্রক্ষালিত এবং বাক্য-প্রশস্ত (অর্থাং উপাঘাত-সন্দেহে "পবিত্র হউক" বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা যাহার প্রশংসা করেন)। কারু-হস্ত-প্রসারিত পণ্য, ব্রাহ্মণান্তরিত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য এবং সমস্ত আকর নিত্য পরিশুদ্ধ। স্ত্রীলোকের মুখ—নিত্যশুচি, পক্ষী ফলপাতনে শুচি (অর্থাৎ পক্ষি-পাতিত ফল পবিত্র)। দোহন-সময়ে ক্ষীর-প্রক্ষরণে বৎসমুখ পবিত্র; এবং মৃগ-ব্যাপাদনে কুক্কুর পবিত্র। অতএব কুক্কুর-হতের মাংস এবং এতদ্ভিন্ন অপরাপর মাংসাশী জন্তু কর্ত্তৃক কিংবা চাণ্ডালাদি দস্যু-কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাভির ঊর্দ্ধে যে সকল ইন্দ্রিয়-চ্ছিদ্র আছে, তাহা পবিত্র বলিয়া জানিবে। আর নাভির অধঃস্থিত যে সকল ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র, তাহা ও দেহচ্যুত অর্থাৎ স্বস্থানভ্রষ্ট মল—অপবিত্র। মক্ষিকা, বিন্দু (অর্থাৎ মুখনিঃসৃত স্বল্প নিষ্ঠীবনকণিকা),

রজোভূর্ব্বায়ুরগ্নিশ্চ মার্জ্জারশ্চ সদা শুচিঃ ॥ ৫২
নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গে পতন্তি যাঃ।
ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরবেষ্টিতম্ ॥ ৫৩
স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ ॥ ৫৪
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ৫৫
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম প্রোক্ষণেন চ পুস্তকম্।
সম্মার্জ্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ ॥ ৫৬
দাহেন চ ভুবঃ শুদ্ধির্বাসেনাপ্যথবা গবাম্।
গাবঃ পবিত্রং মঙ্গল্যং গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৭
গাবো বিতন্বতে যজ্ঞং গাবঃ সর্ব্বাঘসূদনাঃ।
গোমূত্রং গোময়ং সর্পিঃ ক্ষীরং দধি চ রোচনা ॥ ৫৮
ষড়ঙ্গমেতৎ পরমং মঙ্গল্যং সর্ব্বদা গবাম্।
শৃঙ্গোদকং গবাং পুণ্যং সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্ ॥ ৫৯
গবাং কণ্ডুয়নঞ্চৈব সর্ব্বকল্মষনাশনম্।
গবাং গ্রাসপ্রদানেন স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬০
গবাং হি তীর্থে বসতীহ গঙ্গা
পুষ্টিস্তথাসাং রজসি প্রবৃদ্ধা।

পতিতাদির ছায়া, গো, হস্তী, অশ্ব, চন্দ্রসূর্য্যকিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি এবং মার্জ্জার (স্পর্শবিষয়ে) সর্ব্বদা পবিত্র। যে সকল মুখ-সম্ভূত বিন্দু অঙ্গে নিপতিত হয়, তাহা উচ্ছিষ্টকর নহে। মুখপ্রবিষ্ট শ্মশ্রুলোম অথবা দন্ত-মধ্যস্থিত অন্নকণাদিও উচ্ছিষ্টতা-প্রযোজক নহে। পরকে আচমন করাইতে হইলে যে আচমন-জলবিন্দু নিজ পদদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য, অতএব তদ্দ্বারা অপবিত্র হইবে না। দ্রব্যধারী ব্যক্তি কোনরূপ উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হইলে, সেই দ্রব্য ভূমিতে না রাখিয়া অমনিই আচমন করিলে, শুদ্ধিলাভ করিবে। গৃহ—মার্জ্জন এবং উপলেপন দ্বারা, পুস্তক—প্রোক্ষণ দ্বারা (শুদ্ধ হয়); সম্মার্জ্জন, উপলেপন, সেচন, উল্লেখন, দাহ অথবা গাভীর অধিষ্ঠান—ইহা দ্বারা ভূমিশুদ্ধি হয়। গো সকল, পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, ত্রৈলোক্য, গো সকলের উপর নির্ভর করিতেছে, যজ্ঞবিস্তার গো হইতেই হইয়া থাকে এবং গো সকল সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং রোচনা—গো সকলের এই ষড়ঙ্গ সর্ব্বদা [illegible]নক। গাভীদিগের পবিত্র শৃঙ্গজলে সকল পাপ বিনষ্ট করে, গাভীদিগের কণ্ডুয়ন করিয়া দিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়; গোগ্রাস প্রদান করিলে

লক্ষ্মীঃ করীষে প্রণতৌ চ ধর্ম্ম-
স্তাসাং প্রণামং সততঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥ ৬১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ॥ ১ ॥ তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ॥ ২ ॥ দ্বে বৈশ্যস্য ॥ ৩ ॥ একা শূদ্রস্য ॥ ৪ ॥ তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণিগ্রাহঃ ॥ ৫ ॥ অসবর্ণাবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া ॥ ৬ ॥ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া ॥ ৭ ॥ বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া ॥ ৮ ॥ ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত ॥ ৯ ॥ মাতৃতস্ত্বা পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চা সপ্তমাৎ ॥ ১০ ॥ নাকুলীনাম্ ॥ ১১ ॥ ন চ ব্যাধিতাম্ ॥ ১২ ॥ নাধিকাঙ্গীম্ ॥ ১৩ ॥ ন হীনাঙ্গীম্ ॥ ১৩ ॥ নাতিকপিলাম্ ॥ ১৫ ॥ ন বাচাটাম্ ॥ ১৬ ॥ অথাষ্টৌ বিবাহা ভবন্তি ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মো

স্বর্গলোকে আদৃত হয়। গোতীর্থে গাভীর অবস্থিতি-স্থানে গঙ্গা বসতি করেন, ইহাদিগের ধূলিতে পুষ্টি অবস্থিত। ইহাদিগের করীষে (অর্থাৎ শুষ্ক গোময়ে) লক্ষ্মী এবং ইহাদিগের প্রণামে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছেন; অতএব সর্ব্বদা ইহাদিগকে প্রণাম করিবে। ১—৬১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের এক। (যথা,—ব্রাহ্মণের ভার্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা ইত্যাদি।) সবর্ণবিবাহে স্ত্রীলোকেরা পাণিগ্রহণ করিবে। অসবর্ণ-বিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যা শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যকন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসন-দশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে। সগোত্রা বা সমানপ্রবরা ভার্য্যা বিবাহ করিবে না। মাতৃপক্ষের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। অসদ্বংশীয়া স্ত্রী বিবাহ করিবে না। দুশ্চিকিৎস্য-রোগান্বিতাকে বিবাহ করিবে না। অধিকাঙ্গীকে বিবাহ করিবে না। হীনাঙ্গীকে বিবাহ করিবে না। অতিকপিলাকে বিবাহ করিবে না। কুৎসিত বহু-ভাষিণীকে বিবাহ করিবে না। বিবাহ-ভেদ নিরূপণ,—বিবাহ অষ্টবিধ হইয়া থাকে; যথা,

দৈব আর্ষঃ প্রাজাপত্যো গান্ধর্ব্ব আসুরো রাক্ষসঃ পৈশাচশ্চেতি ॥১৮॥ আহূয় গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ ॥ ১৯॥ যজ্ঞস্থঋত্বিজে দৈবঃ ॥২০॥ গোমিথুনগ্রহণেনার্ষঃ ॥ ২১॥ প্রার্থিতপ্রদানে প্রাজাপত্যঃ ॥ ২২॥ দ্বয়োঃ সকাময়োর্ম্মাতাপিতৃরহিতো যোগো গান্ধর্ব্বঃ ॥ ২৩॥ ক্রয়েণাসুরঃ ॥ ২৪॥ যুদ্ধহরণেন রাক্ষসঃ ॥ ২৫॥ সুপ্তপ্রমত্তাভিগমনাৎ পৈশাচঃ ॥ ২৬॥ এতেষ্বাদ্যাশ্চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ ॥২৭॥ গান্ধর্ব্বোঽপি রাজন্যানাম্ ॥ ২৮॥ ব্রাহ্মীপুত্রঃ পুরুষানেকবিংশতিং পুনীতে ॥ ২৯॥ দৈবীপুত্রশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩০॥ আর্ষীপুত্রশ্চ সপ্ত ৩১ ॥ প্রাজাপত্যাশ্চতুরঃ ॥ ৩২॥ ব্রাহ্মেণ বিবাহেন কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং গময়তি ॥ ৩৩॥ দৈবেন স্বর্গম্ ॥ ৩৪॥ আর্ষেণ বৈষ্ণবম্ ॥ ৩৫ ॥ প্রাজাপত্যেন দেবলোকম্ ॥ ৩৬॥ গান্ধর্ব্বেণ গন্ধর্ব্বলোকং গচ্ছতি ॥ ৩৭॥ পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা চেতি কন্যাপ্রদাঃ ॥ ৩৮॥ পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥৩৯॥

—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ। আহ্বানপূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞস্থ-ঋত্বিক্‌কে (দক্ষিণারূপে) কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) দৈব। গোমিথুন গ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম) আর্য্য। প্রার্থিত হইয়া কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) প্রাজাপত্য। সকাম—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মাতৃ-পিতৃরহিত সংসর্গ অর্থাৎ কেবল স্ব স্ব ইচ্ছাকৃত সংসর্গ গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ক্রয় করিয়া বিবাহের নাম আসুর। যুদ্ধে হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম রাক্ষস। সুপ্ত বা প্রমত্তা-কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী বিবাহ ধর্ম্ম্য। গান্ধর্ব্বও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, একবিংশতি পুরুষ,—দৈববিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, চতুর্দ্দশ পুরুষ,—আর্ষবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সপ্তপুরুষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র,চারি পুরুষ পবিত্র করে। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাসম্প্রদানকারী ব্রহ্মলোকে গমন করে; দৈববিবাহে স্বর্গে, আর্য্যবিবাহে বিষ্ণুলোকে এবং প্রাজাপত্য বিবাহে দেবলোকে, গান্ধর্ব্ববিবাহ করিলে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য অর্থাৎ সপিণ্ড, মাতামহ এবং মাতা ইহারা, কন্যাদানে অধিকারী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে,

ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্। ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা ॥ ৪০
পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদুষ্যতি ॥ ৪১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ ॥ ১॥ ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্ ॥ ২॥ শ্বশ্রূশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনম্ ॥ ৩॥ সুসংস্কৃতোপস্করতা ॥ ৪॥ অমুক্তহস্ততা ॥ সুগুপ্তভাণ্ডতা ॥ ৬॥ মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ ॥ ৭॥ মঙ্গলাচারতৎপরতা ॥ ৮॥ ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া ॥ ৯॥ পরগৃহেষনভিগমনম্ ॥ ১০॥ দ্বারদেশগবাক্ষকেষনবস্থানম্ ॥ ১১॥ সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা ॥ ১২॥ বাল্যযৌবনবার্দ্ধকেষ্বপি পিতৃভর্ত্তৃপুত্রাধীনতা ॥ ১৩॥ মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা ॥ ১৪॥

পর পর উল্লিখিত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে অধিকারী (যথা,—প্রথম পিতা, তদভাবে পিতামহ ইত্যাদি)। তিনবার ঋতুদর্শন-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংবর করিবে। কেননা তিনবার ঋতুদর্শন, হইয়া গেলে কন্যা আপনার উপর প্রভুত্বসম্পন্ন হয়। যে কন্যা অবিবাহিতা-অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, সেই কন্যা বৃষলী বলিয়া জ্ঞাতব্যা। তাহাকে হরণ করিলে দোষী হইতে হয় না। ১—৪১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে। ভর্ত্তার সমান ব্রতাচরণ, শ্বশ্রু, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, গৃহোপকরণ দ্রব্য-সামগ্রীকে বেশ মাজিয়া ঘষিয়া গুছাইয়া রাখা, অমুক্তহস্ততা (অর্থাৎ অল্পব্যয় করা), ধন-পাত্র সুগোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার-তৎপরতা, ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিন্যাস না করা, পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্রতা—(যথাক্রমে) বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে—পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের বশে থাকা, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য কিংবা ভর্ত্তার সহগমন বা অনু-

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্‌ ।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতং চরেৎ ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥ ১৬
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্ম-কার্য্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমান-বর্ণয়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ ॥ ৩ ॥ ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ॥ ৪
দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্‌ ॥ ৬
দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু ।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তু ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি ॥ ৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্ভস্য স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেককর্ম্ম ॥ ১ ॥ স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্‌ ॥ ২ ॥ ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্‌ ॥ ৩ ॥ জাতে চ দারকে জাতকর্ম্ম ॥ ৪ ॥ অশৌচব্যপ-গমে নামধেয়ম্‌ ॥ ৫ ॥ মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য ॥ ৬ ॥ বলবৎ ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৭ ॥ ধনোপেতং বৈশ্যস্য ॥ ৮ ॥ জুগুপ্সিতং শূদ্রস্য ॥ ৯ ॥ চতুর্থে মাস্যাদিত্যদর্শনম্‌ ॥ ১০ ॥ ষষ্ঠেঽন্ন-প্রাশনম্‌ ॥ ১১ ॥ তৃতীয়েঽব্দে চূড়াকরণম্‌ ॥ ১২ ॥

গমন (স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম)। স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্‌ যজ্ঞ, ব্রত এবং উপবাস নাই ; * কিন্তু পতিকে যে সেবা করে, সেইজন্যই স্বর্গে আদৃতা হয়। যে স্ত্রী, পতি জীবিত থাকিতে উপবাসব্রত আচরণ করে সে স্বামীর আয়ুঃ হরণ ও নরকগমন করে। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী,—সাধ্বী স্ত্রী, পুত্রবতী হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আবাল্য-ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। ১—১৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান, থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুপত্নী থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে ; সমানবর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। (যথা,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি)। আপৎ-কালেও (অর্থাৎ সবর্ণা পত্নীর রজোদোষাদিতেও) ঐ নিয়ম। কিন্তু দ্বিজ, শূদ্রা-পত্নীর সহিত ধর্ম্ম-কার্য্য কদাচ করিবে না। দ্বিজের শূদ্রভার্য্যা কখনই ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী নহে ; রাগান্ধ দ্বিজের রতি-কার্য্যার্থই শূদ্রা ভার্য্যা কথিত হইয়াছে। দ্বিজাতি-গণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সত্বর, স-সন্তান কুলকে শূদ্র করিয়া তুলে। যাহার দৈবকার্য্য পিত্র্যকার্য্য বা আতিথেয়কার্য্য তৎপ্রধান (অর্থাৎ শূদ্রাভার্য্যা-সমভিব্যাহারে কৃত), তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ ভোজন করেন না এবং সে স্বর্গে গমন করে না (তবে শূদ্রাবিবাহ কোন স্থলে হইতে পারে, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় ৫৬ শ্লোকের টীকাতে দেখিবে)। ১—৭।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

গর্ভের স্পষ্টতা জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ঋতুকালে নিষেক কর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভাধান, স্পন্দনের পূর্ব্বে—অর্থাৎ তৃতীয়মাসে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক উৎপন্ন হইলে (তদ্দিনে) জাতকর্ম্ম, অশৌচান্তে নামকরণ—ব্রাহ্মণের মঙ্গল, ক্ষত্রিয়ের বলবৎ, বৈশ্যের ধনযুক্ত এবং শূদ্রের নিন্দিত (নাম হইবে)। চতুর্থ মাসে আদিত্য-দর্শন অর্থাৎ নিষ্ক্রমণ। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ * এই সমস্ত ক্রিয়াই স্ত্রীলোকের

* ভর্ত্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের যজ্ঞসিদ্ধি হয় না, (ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে) ব্রত উপবাস হয় না, ইহা কুল্লুকভট্ট বলেন।

* যাজ্ঞবল্ক্য-টীকায় ত্রিলোচনার্য্য বলেন, প্রথম-

এতা এব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ ॥ ১৩ ॥ তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ ॥ ১৪ ॥ গর্ভাষ্টমেঽব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্ ॥ ১৫ ॥ গর্ভৈকাদশে রাজ্ঞঃ ॥ ১৬ ॥ গর্ভদ্বাদশে বিশঃ ॥ ১৭ ॥ তেষাং মুঞ্জজ্যাবল্বজময্যোমৌঞ্জ্যঃ ॥ ১৮ ॥ কার্পাসশণাবিকান্যুপবীতানি বাসাংসি চ ॥ ১৯ ॥ মার্গবৈয়াঘ্রবাস্তানি চর্ম্মাণি ॥ ২০ ॥ পালাশখাদিরৌড়ুম্বরা দণ্ডাঃ ॥ ২১ ॥ কেশান্তললাটনাসাদেশতুল্যাঃ ॥ ২২ ॥ সর্ব্ব এব বা ॥ ২৩ ॥ অকুটিলাঃ সত্বচশ্চ ॥ ২৪ ॥ ভবদাদ্যং ভবন্মধ্যং ভবদন্তঞ্চ ভৈক্ষচরণম্ ॥ ২৫

আ ষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ ॥ ২৬
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥ ২৭

যদ্‌যস্য বিহিতং চর্ম্ম যৎ সূত্রং যা চ মেখলা।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদস্য ব্রতেষ্বপি ॥ ২৮
মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্ণীতান্যানি মন্ত্রবৎ ॥ ২৯
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ব্রহ্মচারিণাং গুরুকুলবাসঃ ॥ ১ ॥ সন্ধ্যাদ্বয়োপাসনম্ ॥ ২ ॥ পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপেৎ তিষ্ঠন্ পশ্চিমামাসীনঃ ॥ ৩ ॥ কালদ্বয়মভিষেকাগ্নিকর্ম্মকরণম্ ॥ ৪ ॥ অপ্সু দণ্ডবন্মজ্জনম্ ॥ ৫ ॥ আহূতাধ্যয়নম্ ॥ ৬ ॥ গুরোঃ প্রিয়হিতাচরণম্ ॥ ৭ ॥ মেখলাদণ্ডাজিনোপবীতধারণম্। ৮ ॥ গুরুকুলবর্জ্জং গুণবৎসু ভৈক্ষচরণম্ ॥ ৯ ॥ গুর্ব্বনুজ্ঞাতো ভৈক্ষাভ্যবহরণম্ ॥ ১০ ॥ শ্রাদ্ধ-কৃতলবণ-শুক্ত-পর্য্যুষিত—নৃত্য--গীত-স্ত্রী-মধু-মাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্ট-

পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া করিবে। তাহাদিগের বিবাহ সমন্ত্রক। গর্ভাষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, গর্ভৈকাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। তাহাদিগের মেখলা—(যথাক্রমে) মুঞ্জা, ধনুর্গুণ এবং বল্বজ-(অর্থাৎ তৃণবিশেষ) নির্ম্মিত হইবে (ব্রাহ্মণের মুঞ্জা নির্ম্মিত ইত্যাদি)। যজ্ঞসূত্র এবং বস্ত্র কার্পাসময়, শণময় এবং আবিক (অর্থাৎ মেষলোমজাত) হইবে (ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র বস্ত্র—কার্পাসময়, ক্ষত্রিয়ের শণময় ইত্যাদি)। মৃগের (ব্রা) ব্যাঘ্রের (ক্ষ) এবং ছাগের (বৈ) চর্ম্ম (যথাক্রমে তাহাদিগের উত্তরীয়)। তাহাদিগের দণ্ড—পলাশ, খাদির এবং ঔড়ুম্বর—কেশান্ত (ব্রা) ললাট (ক্ষ) এবং নানাদেশ পর্য্যন্ত পরিমিত (বৈ) হইবে। অথবা সকলেরই উক্ত সকল প্রকার দণ্ড হইতে পারে। দণ্ড সকল সরল এবং ত্বক্‌যুক্ত হইবে। আর তাহাদিগের ভিক্ষাচর্য্যা—আদিতে ভবৎ শব্দ (ব্রা) মধ্যে ভবৎ শব্দ (ক্ষ) শেষে ভবৎ শব্দ (বৈ) যোগে হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ ৩০ শ্লোকে)। উপনয়নের মুখ্যকাল উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে সামান্য কাল উক্ত হইতেছে) ।ষোড়শবর্ষপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, দ্বাবিংশবর্ষপর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের, চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের গায়ত্রী অতিক্রম হইবে না; এই যথাকালে অসংস্কৃত তিন বর্ণই ইহার পর (অর্থাৎ যথাক্রমে গর্ভষোড়শ, গর্ভদ্বাবিংশ ইত্যাদির পর) গায়ত্রীবর্জ্জিত ব্রাত্য ও সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। যাহার যে চর্ম্ম, যে যজ্ঞসূত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র বিহিত হইয়াছে (ব্রাহ্মণের মৃগচর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি) সেই সেই চর্ম্মাদি তাহার ব্রতেও (অর্থাৎ কেশান্তাদি কার্য্যেও) হইবে (অর্থাৎ নূতন হইবে)। মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, যজ্ঞসূত্র অথবা কমণ্ডলু ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্য মেখলাদি ধারণ করিবে। ১—১২।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচারিগণের গুরুগৃহে বাস ও সন্ধ্যা দ্বয়ের উপাসনা কর্ত্তব্য। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও উপবিষ্ট হইয়া সায়ং সন্ধ্যা করিবে। দুই সময়েই স্নান ও হোম;—জলে দণ্ডবৎ অর্থাৎ স্নানমন্ত্র ব্যতীত অবগাহন; আহূত হইয়া অধ্যয়ন; গুরুর প্রিয় হিতকার্য্য করা, মেখলা, দণ্ড, চর্ম্ম, উপবীত ধারণ—গুরুকুল ব্যতীত অন্য গুণবান্ ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা; গুরুর অনুজ্ঞাত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের আহার এই সকল নিয়ম পালনীয়। আর—শ্রাদ্ধ, কৃত্রিম লবণ ভোজন, নিষ্ঠুরবাক্য কথন; পর্য্যুষিত ভোজন; নৃত্য, গীত, স্ত্রীসম্ভোগ, মধু, মাংস, অঞ্জন; গুরু ভিন্ন অপরের

বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ চূড়াকরণের মুখ্যকাল। বস্তুতঃ তৃতীয় বর্ষই মুখ্যকাল। ইহা রঘুনন্দনাদি বহুপণ্ডিতের সম্মত।

প্রাণি-হিংসাশ্লীলপরিবর্জ্জনম্ ॥ ১১ ॥ অধঃশয্যা ॥১২ ॥ গুরোঃ পূর্ব্বোত্থানং চরমং সংবেশনম্ ॥ ১৩ ॥ কৃত-সন্ধ্যোপাসনশ্চ গুর্ব্বভিবাদনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৪ ॥ তস্য চ ব্যত্যস্তকরঃ পাদাবুপস্পৃশেৎ ॥ ১৫ ॥ দক্ষিণং দক্ষিণেনেতরমিতরেণ ॥১৬॥ স্বকং নামাস্যাভিবাদনান্তে ভোঃশব্দান্তং নিবেদয়েৎ ১৭ ॥ তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো ভুঞ্জানঃ পরাঙ্মুখশ্চ নাস্যাভিভাষণং কুর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥ আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু গচ্ছতঃ। আগচ্ছতঃ প্রত্যুদ্গম্য পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ ॥ ১৯ ॥ পরাঙ্মুখস্য ভিমুখঃ ॥ ২০ ॥ দূরস্থস্যান্তিকমুপেত্য ॥২১॥ শয়ানস্য প্রণম্য ॥ ২২ ॥ তস্য চ চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনঃ স্যাৎ ॥২৩॥ ন চাস্য কেবলং নাম ব্রূয়াৎ ॥ ২৪ ॥ গতিচেষ্টাভাষিতাদিকং নাস্যানুকুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥ যত্রাস্য নিন্দাপরীবাদৌ স্যাতাং ন তত্র তিষ্ঠেৎ ॥ ২৬ ॥

উচ্ছিষ্ট ভোজন, প্রাণিহিংসা ও অশ্লীলবাক্য-প্রয়োগ —এইসকল পরিত্যাগ করা ;—স্থণ্ডিশয়ন, গুরুর পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান ও গুরুর পরে শয়ন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্ধ্যোপাসনা করিয়া গুরুর অভিবাদন করিবে। ব্যত্যস্তপাণি হইয়া তাঁহার পাদ-স্পর্শ করিবে "ব্যত্যস্তপাণি হইয়া" ইহার মর্ম্ম এই যে, দক্ষিণ পাণি দ্বারা দক্ষিণ পাদ ও ইতর পাণি দ্বারা ইতর পাদ যুগপৎ স্পর্শ করিবে। অভিবাদ-নান্তে স্বীয়নামোচ্চারণপূর্ব্বক ভোঃ শব্দ কীর্ত্তন করিবে (এইরূপ অভিবাদন-বাক্য হইবে, যথা ;— অভিবাদয়ে অমুকশর্ম্মাহমস্মি ভোঃ) দণ্ডায়মান থাকিয়া, উপবিষ্ট থাকিয়া, শয়ান থাকিয়া, আহার করিতে করিতে, অথবা পরাঙ্মুখ থাকিয়া গুরুর অভিভাষণ করিবে না। গুরু আসীন থাকিলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে না। গুরু গমন করিতে থাকিলে স্বয়ং অনুগমন করত তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু আগমন করিতে-ছেন দেখিতে পাইলে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু ধাবমান হইলে, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক অভিভাষণ করিবে। গুরু পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে অভিমুখ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু দূরস্থ হইলে তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিভাষণ করিবে। গুরু শয়ন করিয়া থাকিলে, প্রণাম করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। তাঁহার চক্ষু-গোচরে যথেচ্ছভাবে বসিয়া থাকিবে না; ইঁহার নাম কেবল (অর্থাৎ নিরুপপদ) উচ্চারণ করিবে না। ইঁহার গমন, চেষ্টা এবং কথনাদির

নাস্যৈকাসনো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ ঋতে শিলাফলক-নৌযানেভ্যঃ ॥২৮॥ গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বর্ত্তেত ২৯ ॥ অনির্দ্দিষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূন্ নাভিবাদয়েৎ ॥ ৩০ ॥ বালে সমানবয়সি বাধ্যাপকে গুরুপুত্রে গুরু-বদ্বর্ত্তেত ॥ ৩১ ॥ নাস্য পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ ॥ ৩২ ॥ নোচ্ছিষ্টমশ্নীয়াৎ ৩৩ ॥ এবং বেদং বেদৌ বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥ ততো বেদাঙ্গানি ৩৫ ॥ যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্ব-মেতি ॥ ৩৬ ॥ মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জী-বন্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা ত্বাচার্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥ এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্ ॥ ৩৯ ॥ প্রাঙ্ মৌঞ্জীবন্ধনাদ্দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যম্ ॥ ৪১॥ বেদস্বীকরণাদূর্দ্ধং গুর্ব্বনুজ্ঞাতস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা স্নায়াৎ ॥ ৪২ ॥ ততো গুরুকুল এব বা জন্মনঃ শেষং নয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ তত্রাচার্য্যে প্রেতে গুরুবদ্গুরুপুত্রে বর্ত্তেত ৪৪ গুরুদারেষু সবর্ণেষু বা ॥ ৪৫ ॥ তদভাবেঽগ্নিশুশ্রূষু-র্নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী স্যাৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুকরণ করিবে না। যেখানে ইঁহার নিন্দা বা পরীবাদ হইবে, সেখানে থাকিবে না। শিলাফলকে, নৌকা ও রথাদি যান ব্যতীত ইঁহার সহিত একা-সনে উপবেশন করিবে না। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে, তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় গুরুজনেরও অভিবাদন করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ, বা সমানবয়স্ক গুরুপুত্র— নিজের অধ্যাপক হইলে তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যব-হার করিবে, কিন্তু ইঁহার পাদ প্রক্ষালন করিবে না ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। এইরূপে এক বেদ, দুই বেদ বা তিন বেদ আয়ত্ত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আয়ত্ত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্ম; মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এইজন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। মৌঞ্জীবন্ধ-নের পূর্ব্বে দ্বিজ—শূদ্রতুল্য থাকে। ব্রহ্মচারী— মুণ্ডিত মুণ্ড অথবা জটিল হইবে। বেদাধ্যয়নের পর গুরুর অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক স্নান করিবে অথবা বেদগ্রহণানন্তর জন্মশেষ গুরু-কুলেই অতিবাহিত করিবে, তাহাতে আচার্য্য মৃত হইলে আচার্য্যপুত্রের প্রতি আচার্য্যবৎ ব্যবহার

এবং চরন্তি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমতন্দ্রিতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥ ৪৭
কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্ম্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৮
এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভাজিনম্।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্ ॥ ৪৯
তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়ন্নেককালিকম্।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমব্দেন স বিশুধ্যতি ॥ ৫০
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ ॥ ৫১
অকৃত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ ॥ ৫২
তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামকারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্ ॥ ৫৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

করিবে অথবা তদভাবে গুরুপত্নী বা গুরুসবর্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবে; তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অগ্নিসেবক হইবে। যে বিপ্র আলস্যরহিত হইয়া এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য করেন, তিনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করেন; পুনর্ব্বার তাঁহাকে ইহলোকে জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় না। ব্রহ্মচারী দ্বিজের কামতঃ রেতঃপাত,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক ব্রত-লঙ্ঘন বলিয়া অভিহিত হয়। এই পাপ আচরিত হইলে, গর্দ্দভ-চর্ম্ম পরিধান করিয়া স্বীয় কর্ম্ম কীর্ত্তন করত সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে; সেই ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে লব্ধ ভিক্ষার দ্রব্য (অহোরাত্রের মধ্যে) একবার ভোজন এবং ত্রৈকালিক স্নান করত একবর্ষ অতি-বাহিত করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। (ইহা অব-কীর্ণিব্রত।) আর ব্রহ্মচারী দ্বিজ, স্বপ্নাবস্থায় অনিচ্ছাবশতঃ স্খলিতবীর্য্য হইলে স্নানান্তে সূর্য্য-পূজা করিয়া তিনবার "পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্" এই মন্ত্র জপ করিবে। বিনারোগে নিরবচ্ছিন্ন সাতদিন ভিক্ষাহার এবং অগ্নিকার্য্য না করিলে অবকীর্ণিব্রত করিবে। যদি কামকৃতনিদ্রা-পরবশ ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতভাবে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তাহা হইলে দিবামাত্র উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ১—৫৩।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েৎ তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ ॥ ১ ॥ যস্ত্বেনং মূল্যেনাধ্যাপয়েৎ তমুপাধ্যায়মেকদেশং বা ॥ ২ ॥ যো যস্য যজ্ঞে কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ তমৃত্বিজং বিদ্যাৎ ॥ ৩ ॥ নাপরীক্ষিতং যাজয়েৎ ॥ ৪ ॥ নাধ্যাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ নোপনয়েৎ ॥ ৬
অধর্ম্মেণ চ য প্রাহ যশ্চাধর্ম্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি ॥ ৭
ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥ ৮
বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মা সেবধিস্তেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥ ৯ ॥
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশপূর্ব্বক বেদাধ্যাপন করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া—আর যিনি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বেদ অধ্যাপনা করেন (অথবা বিনা বৃত্তিতে) বেদৈকদেশ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া জানিবে। যিনি যাহার যজ্ঞে হোতৃত্বাদি কার্য্য করেন, তাঁহাকে তাহার ঋত্বিক্ বলিয়া জানিবে। কুলশীলাদি বিষয়ে অপরী-ক্ষিত ব্যক্তির যাজন করিবে না, অধ্যাপনা করিবে না, উপনয়ন দিবে না (এবং তাদৃশ ব্যক্তিদ্বারা যজন করিবে না, তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে না, উপনীত হইবে না)। অন্যায়তঃ পৃষ্ট হইয়াও যে উত্তর প্রদান করে এবং যে অন্যায়তঃ জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু হয় বা পরস্পর বিদ্বেষোৎপন্ন হয়। যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্মসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, অথবা যে শিষ্য অধ্যয়নানুরূপ শুশ্রূষা না করে, ঊষরক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায়, সে পাত্রে বিদ্যাদান অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—আমাকে রক্ষা কর; আমি তোমার সেবধি (গুপ্ত অক্ষয় ধন)। অসূয়াকারী, কুটিল এবং অসংযত ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও না। তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী হইব। যাহাকে শুচি, সাবধান, মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বলিয়া

যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহ
তস্মৈ মাং ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্ ॥ ১০ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়. ।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপত্যাং বা চ্ছন্দাংস্যুপাকৃত্যার্দ্ধপঞ্চমান্ মাসানধীয়ীত ॥ ১ ॥ ততস্তেষামুৎসর্গং বহিঃ কুর্য্যান্নানুপাকৃতানাম্ ॥ ২ ॥ উৎসর্গোপাকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বেদাঙ্গাধ্যয়নং কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥ নাধীয়ীতাহোরাত্রং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ॥ ৪ ॥ নত্বন্তরগ্রহস্তকে ॥ ৫ ॥ নেন্দ্রপ্রয়াণে ॥ ৬ ॥ ন বাতি চণ্ডপবনে ॥ ৭ ॥ নাকালবর্ষবিদ্যুৎস্তনিতেষু ॥ ৮ ॥ ন ভূকম্পোল্কাপাতদিগ্দাহেষু ॥ ৯ ॥ নান্তঃশবে গ্রামে ॥ ১০ ॥ ন শস্ত্রসম্পাতে ॥ ১১ ॥ ন শ্বশৃগালগর্দ্দভনির্হাদেষু ॥ ১২ ॥

স্থির জানিবে এবং যে তোমার অপকার করে না ও করিবে না, আর যে তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে না, হে ব্রহ্মন্! নিধিপালক সেই ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে। (অর্থাৎ অসূয়াকারীদিগকে বিদ্যাদান করিবে না। শুচি এবং কথিত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যাদান করিবে।) ১—১০।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রাবণী পূর্ণিমাতে কিম্বা ভাদ্র পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করিয়া সাড়েচারিমাস বেদাধ্যয়ন করিবে। অনন্তর উপাকৃত বেদের উৎসর্গ—গ্রাম-বহির্ভাগে করিবে; অনুপাকৃতের উৎসর্গ করিতে হয় না। উৎসর্গ ও উপাকর্ম্মের মধ্যে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না; ঋতুশেষে অহোরাত্রে ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে অধ্যয়ন করিবে না। ইন্দ্র-ধ্বজ-পতনে ও ইন্দ্রধ্বজোত্থানে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; প্রচণ্ড পবন বহিতে থাকিলে (অধ্যয়ন করিবে) না; অকালে বর্ষণ, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিগ্দাহে (অধ্যয়ন করিবে) না; যে গ্রামমধ্যে শব থাকে, তথায় (অধ্যয়ন করিবে) না; শস্ত্রসম্পাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; কুক্কুর, শৃগাল বা গর্দ্দভের ধ্বনি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; বাদ্যশব্দ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সম্মুখে (অধ্যয়ন করিবে) না; দেবতায়তন, শ্মশান, চতুষ্পথ এবং রথ্যাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; জলমধ্যে (অধ্যয়ন করিবে) না; পীঠোপরি পদতল স্থাপন করিয়া (অধ্যয়ন করিবে) না। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা, গোযান এবং রথাদি যানে আরূঢ় হইয়া (অধ্যয়ন করিবে) না; বমন করিলে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; বিরেচন হইলে, (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; অজীর্ণ-দোষ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; পঞ্চনখ (অধ্যয়নসময়ে) গুরুশিষ্যের মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলে (অধ্যয়ন করিবে) না; রাজা, একশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়, গো অথবা ব্রাহ্মণের বিপত্তি হইলে, (অধ্যয়ন করিবে) না; উপাকর্ম্ম করিলে তিনদিন (অধ্যয়ন করিবে) না; উৎসর্গেও তিনদিন (অধ্যয়ন করিবে) না; সামগানকালে ঋগ্বেদ-যজুর্ব্বেদ (অধ্যয়ন করিবে) না; রাত্রিশেষে অধ্যয়ন করিবার পর আর শয়ন করিবে না; অধ্যয়নবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র, ইহ-পরলোকে ফলপ্রদ হয় না, পরন্তু তাহাতে অধ্যয়ন করিলে গুরুশিষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মলোক-গমনেচ্ছু গুরু, অনধ্যায় ব্যতীত, সৎশিষ্যক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ-বপন করিবেন। শিষ্য, প্রত্যহ বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসানে গুরুর পাদ গ্রহণ এবং প্রণব উচ্চারণ করিবে। ঋগ্বেদ অধ্যয়ন

ন বাদিত্রশব্দে ॥ ১৩ ॥ ন শূদ্রপতিতয়োঃ সমীপে ॥ ১৪ ॥ ন দেবতায়তনশ্মশানচতুষ্পথরথ্যাসু ॥ ১৫ ॥ নোদকান্তঃ ॥ ১৬ ॥ ন পীঠোপহিতপাদঃ ॥ ১৭ ॥ ন হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌগোযানেষু ॥ ১৮ ॥ ন বান্তঃ ॥ ১৯ ॥ ন বিরিক্তঃ ॥ ২০ ॥ নাজীর্ণী ॥ ২১ ॥ ন পঞ্চনখান্তরাগমনে ॥ ২২ ॥ ন রাজশ্রোত্রিয়গোব্রাহ্মণব্যসনে ॥ ২৩ ॥ নোপাকর্ম্মণি ॥ ২৪ ॥ নোৎসর্গে ॥ ২৫ ॥ ন সামধ্বনাবৃগ্যজুষী ॥ ২৬ ॥ নাপররাত্রমধীত্য শয়ীত ॥ ২৭ ॥ অভিযুক্তোঽপ্যনধ্যায়েষ্বধ্যয়নং পরিহরেৎ ॥ ২৮ ॥ যস্মাদনধ্যায়াধীতং নেহ নামুত্র ফলদম্ ॥ ২৯ ॥ তদধ্যয়নেনায়ুষঃ ক্ষয়ো গুরুশিষ্যয়োশ্চ ॥ ৩০ ॥ তস্মাদনধ্যায়বর্জ্জং গুরুণা ব্রহ্মলোককামেন বিদ্যা সচ্ছিষ্যক্ষেত্রেষু বপ্তব্যা ॥ ৩১ ॥ শিষ্যেণ ব্রহ্মারম্ভাবসানয়োর্গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কার্য্যম্ ॥ ৩২ ॥ প্রণবশ্চ ব্যাহর্ত্তব্যঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্র চ যদৃচোঽধীতে

তেনাস্তাজ্যেন পিতৄণাং তৃপ্তিভবাত ॥ ৩৪ ॥ যদ্-যজুংষি তেন মধুনা ॥ ৩৫ ॥ যৎ সামানি তেন পয়সা ॥ ৩৬ ॥ যচ্চাথর্ব্বণং তেন মাংসেন ॥ ৩৭ ॥ যৎ-পুরাণেতিহাসবেদাঙ্গধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধীতে তেনাস্থায়েন ॥ ৩৮ ॥ যশ্চ বিদ্যামাসাদ্যাস্মিল্লোঁকে তয়া জীবেন্ন সা তস্য পরলোকে ফলপ্রদা ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ যশ্চ বিদ্যয়া যশঃ পরেষাং হন্তি ॥ ৪০ ॥ অননুজ্ঞাতশ্চান্যস্মা-দধীয়ানান্ন বিদ্যামাদদ্যাৎ ॥ ৪১ ॥ তদাদানমস্য ব্রহ্ম-স্তেয়ং নরকায় ভবতি ॥ ৪২ ॥

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং ন তং দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥ ৪৩
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ৪৪
কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্যদ্যোনাবিহ জায়তে ॥ ৪৫
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরা ॥ ৪৬

করিলে তদ্দ্বারা ইহার অর্থাৎ অধ্যয়নকারীর পিতৃলোক ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত হন। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে তাহাতে মধু দ্বারা, সামবেদ অধীত হইলে তাহাতে দুগ্ধ দ্বারা, অথর্ব্ববেদ অধীত হইলে, তাহাতে মাংস দ্বারা আর পুরাণ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধীত হইলে তাহাতে ইহার (পিতৃগণ) অন্ন দ্বারা তৃপ্ত হন। যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা (অর্থাৎ বিদ্যা) তাহার পরলোকে ফল প্রদান করিবে না। আর যে যে নিজ বিদ্যাপ্রভাবে পরকীয় যশ বিনষ্ট করে, বিদ্যা তাহারও পরলোকে ফলদায়িনী হইবে না। সম্মতি না থাকিলে অপরের অধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বিদ্যাগ্রহণ করিবে না; তথাবিধ গ্রহণ বেদচৌর্য্য,—সুতরাং ইহা, ইহার (গ্রহীতার) নরক-জনক হয়। লৌকিক বৈদিক অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যাঁহা হইতে লাভ করা যায়, কদাচ তাঁহার দ্বেষ বা অপকার করিবে না; উৎপাদক এবং বেদাধ্যাপক এই দুইজনের মধ্যে বেদাধ্যাপক পিতা শ্রেষ্ঠ; যে হেতু ব্রহ্মজন্মই ইহপর উভয়লোকে স্থায়ী। মাতা-পিতা পরস্পর কামবশে, যে ইহাকে (অর্থাৎ এই বালককে) উৎপাদন করে, তাহার যে মাতৃগর্ভে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিলাভ তাহা পশ্বাদি-সাধারণ উৎপত্তিমাত্র। বেদপারগ আচার্য্য যথাবিধি উপনয়নপূর্ব্বক সাবিত্রী অনুবচন দ্বারা তাহার (অর্থাৎ বালকের) যে জন্ম উৎপাদন

য আবৃণোত্যবিতথেন কর্ণা-
বদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।
তং বৈ মন্যেৎ পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্ ॥ ৪৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি ॥ ১ ॥ মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ ॥ ২ ॥ তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যম্ ॥ ৩ ॥ যৎ তে ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৪ ॥ তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ ॥ ৫ ॥ ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥

এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়ঃ সুরাঃ।
এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৭

পিতা গার্হপত্যোঽগ্নির্দ্দক্ষিণাগ্নির্ম্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়া ॥ ৯

করেন, সেই জন্মই সত্য, অজর এবং অমর। যিনি সুখবিতরণ ও অমৃত প্রদান করত বর্ণ-স্বর-বৈগুণ্য-রহিত সত্যস্বরূপ বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রবণকুহরদ্বয় পরিপূর্ণ করেন তাঁহাকেই পিতা মাতা বলিয়া মানিবে; কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অপকার করিবে না।" ১—৪৭।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

মাতা, পিতা এবং আচার্য্য—এই তিনজন পুরুষের মহাগুরু হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে। তাঁহাদিগের প্রিয় হিত কার্য্য আচরণ করিবে। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইহারাই তিনবেদ; ইহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা। ইহারাই ত্রিলোক এবং ইহারাই এই তিন অগ্নি—পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি; এই তিন জন যাহার নিকট আদৃত, সকল কর্ম্মই তাহার আদৃত; আর ইহারা যাহার নিকট অনাদৃত, তাহার

ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়।

রাজর্ত্বিক্‌শ্রোত্রিয়াধর্ম্মপ্রতিষেধ্যুপাধ্যায়পিতৃব্য-নাতামহমাতুলশ্বশুরজ্যেষ্ঠভ্রাতৃসম্বন্ধিনশ্চাচার্য্যবৎ ॥ ১॥ পত্ন্য এতেষাং সবর্ণাঃ ॥ ২ ॥ মাতৃষ্বসা পিতৃষ্বসা জ্যেষ্ঠা স্বসা চ ॥ ৩ ॥ শ্বশুরপিতৃব্যমাতুলর্ত্বিজাং কনীয়সাং প্রত্যুত্থানমেবাভিবাদনম্ ॥ ৪ ॥ হীন-বর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং ন পাদোপ-সংস্পর্শনম্ ॥ ৫ ॥ গুরুপত্নীনাং গাত্রোৎসাদনাঞ্জন-কেশসংযমন-পাদপ্রক্ষালনাদীনি ন কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ অসংস্কৃতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্রীতি মাতেতি বা ॥ ৭ ॥ ন চ গুরূণাং ত্বমিতি ব্রূয়াৎ ॥ ৮ ॥ তদতিক্রমে নিরাহারো দিবসান্তে তং প্রসা-দ্যাশ্নীয়াৎ ॥ ৯ ॥ ন চ গুরুণা সহ বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥ নৈব চাস্য পরীবাদম্ ॥ ১১ ॥ ন চানভিপ্রেতম্ ॥ ১২ ॥

গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণে বিংশতিবর্ষে চ গুণদোষৌ বিজানতা ॥ ১৩
কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥ ১৪
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ১৫
বিত্তং বন্ধুর্ব্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মানস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণং দশবর্ষঞ্চ শতবর্ষঞ্চ ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্‌ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা ॥ ১৭
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ ১৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

সকল কার্য্যই নিষ্ফল। মাতৃভক্তি দ্বারা এই লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যমলোক (অর্থাৎ দেবলোক) এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করিতে পারে। ১—১০।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

রাজা, ঋত্বিক্, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্ম-নিষেধক, উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং (বয়োজ্যেষ্ঠ—) বৈবাহিকাদি সম্বন্ধী—ইহাঁরা আচার্য্যবৎ মান্য। ইহাঁদিগের সবর্ণা পত্নী এবং পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীও (ঐরূপ মান্য)। পিতৃব্য মাতুল এবং ঋত্বিক্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহাদিগের প্রত্যুত্থানই অভিবাদন। হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে; পাদস্পর্শ করিবে না। (সামান্যতঃ) গুরুপত্নীদিগের গাত্রোৎসাদন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন হরিদ্রাদিম্রক্ষণ, তৈলমর্দ্দন, কজ্জলরঞ্জন, কেশ-সংযমন ও পাদপ্রক্ষালনাদি করিবে না। পর-স্ত্রী অপরিচিতা হইলেও তাহাকে, ভগিনী, কন্যা বা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। গুরুজনকে "তুমি" এইরূপ (যুষ্মৎ শব্দ) বলিবে না। গুরুজনের (কোনরূপ) মানহানি করিলে, উপবাসী থাকিয়া দিনান্তে তাঁহার প্রসন্নত সম্পাদনপূর্ব্বক আহার করিবে। গুরুর সহিত বিরোধপূর্ব্বক কথা কহিবে না অর্থাৎ জিগীষার বশ-বর্ত্তী হইয়া বিতণ্ডাদি করিবে না; ইহাঁর (গুরুর) নিন্দা অথবা অনভিপ্রেত কার্য্য করিবে না। বিং-শতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ যৌবন-প্রাপ্ত গুণ-দোষাভিজ্ঞ) শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না, পরন্তু যুবা শিষ্য "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক আমি, ইহা বলিয়া (অভি-বাদনের বাক্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) যুবতী গুরুপত্নী-দিগকে ভূমিতে অর্থাৎ পাদগ্রহণ ব্যতীত যথাবিধি অভিবাদন করিবে। শিষ্টাচার অনুসরণ করতঃ (যুবা শিষ্যও) প্রবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুরুপত্নীদিগের পাদগ্রহণ এবং প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ধন, সহায়সম্পন্নতা, অধিক বয়ঃক্রম, শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম এবং বিদ্যা, এই পাঁচটী মান্যতাকারণ; তবে যাহা যাহা পরবর্ত্তী, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। ধনী অপেক্ষা স্বজনসম্পন্ন; তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক; তদপেক্ষা ক্রিয়াবান্; তদ-পেক্ষা বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানী অধিক মান্য। দশ-বর্ষ-বয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং শতবর্ষ-বয়স্ক রাজাকে পিতা-পুত্র বলিয়া জানিবে; সেই দুইজনের মধ্যে ব্রাহ্মণই পিতা। ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞানানুসারে; ক্ষত্রিয়-দিগের কার্য্যানুসারে; আর বৈশ্যদিগের ধনধান্য

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পুরুষস্য কামক্রোধলোভাখ্যং রিপুত্রয়ং সুঘোরং ভবতি॥ ১॥ পরিগ্রহপ্রসক্তাদ্বিশেষেণ গৃহাশ্রমিণঃ॥ ২॥ তেনায়মাক্রান্তোঽতিপাতকমহাপাতকানুপাতকোপপাতকেষু প্রবর্ত্ততে॥ ৩॥ জাতিভ্রংশকরেষু সঙ্করীকরণেষ্বপাত্রীকরণেষু চ ॥ ৪॥ মলাবহেষু প্রকীর্ণকেষু চ॥ ৫॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি॥১
অতিপাতকিনস্ত্বেতে প্রবিশেয়ুর্হুতাশনম্।
ন হ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং বিদ্যতে হি কথঞ্চন॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং গুরুদারগমনমিতি মহাপাতকানি॥ ১॥ তৎসংযোগশ্চ॥ ২॥ সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহ চরন্॥ ৩॥ একযানভোজনাশনশয়নৈঃ॥ ৪॥ যৌনস্রৌবমৌখসম্বন্ধাৎ সদ্য এব॥ ৫॥
অশ্বমেধেন শুধ্যেয়ুর্ম্মহাপাতকিনস্থিমে।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানাং তথানুসরণেন বা॥ ৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

অনুসারে; কেবল শূদ্রদিগেরই (জ্যেষ্ঠতা) জন্মানুসারে। ১—১৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মানুষের—বহুলোক ও বহুদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমীর, কাম-ক্রোধ-লোভ নামক তিনটী শত্রু আছে। সেই শত্রুত্রয়ে আক্রান্ত হইয়া এই ব্যক্তি অর্থাৎ মনুষ্য বা গৃহস্থ মনুষ্য অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ, এবং প্রকীর্ণক পাপে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ, নরকের দ্বার—এই ত্রিবিধ; ইহা আত্মাকে বিনষ্ট (অর্থাৎ সর্ব্বসুখ-বঞ্চিত—অতীব নিকৃষ্ট) করে, অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে। ১—৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মাতৃগমন, কন্যাগমন, এবং পুত্র বধূগমন—এই (ত্রিবিধ) অতিপাতক। এই সকল অতিপাতকিগণ, অগ্নিপ্রবেশ করিবে; এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই। ১। ২।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণস্বামিক (অশীতি রত্তিকার অন্যূন) সুবর্ণচৌর্য্য এবং গুরুপত্নীগমন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) এই চতুর্ব্বিধ এবং এতৎপাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গ—এই পঞ্চবিধ মহাপাতক। একযানারোহণ, একত্র ভোজন, একত্র অবস্থিতি এবং একত্র শয়ন ইত্যাদি লঘুসংসর্গ, পতিতাদিগের সহিত (নিরবচ্ছিন্ন) এক বৎসর করিলে, পতিত হয়; যৌন সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহাদি স্রৌব সম্বন্ধ অর্থাৎ যাজনাদি এবং মৌখ-সম্বন্ধ অর্থাৎ অধ্যয়নাদি গুরু সংসর্গ করিলে সদ্যঃ পতিত হয়। এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধযজ্ঞ অর্থাৎ তদীয় অবভৃথস্নান বা পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থে পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।১—৬।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যাগস্থস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য চ রজস্বলায়াশ্চান্তর্বত্ন্যাশ্চাত্রিগোত্রায়াশ্চাবিজ্ঞাতস্য গর্ভস্য শরণাগতস্য চ ঘাতনং ব্রহ্মহত্যাসমানীতি ॥ ১ ॥ কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধ এতৌ সুরাপানসমৌ ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মণস্য ভূম্যপহরণং নিক্ষেপাপহরণং সুবর্ণস্তেয়সমম্ ॥ ৩ ॥ পিতৃব্য-মাতামহ-মাতুল-শ্বশুরনৃপপত্ন্যভিগমনং গুরুদারগমনসমম্ ॥ ৪ ॥ পিতৃস্বসৃমাতৃস্বসৃস্বসৃগমনঞ্চ ॥ ৫ ॥ শ্রোত্রিয়র্ত্বিগুপাধ্যায়-মিত্রপত্ন্যভিগমনঞ্চ ॥ ৬ ॥ স্বস্মুঃ সখ্যাঃ সগোত্রায়া উত্তমবর্ণায়াঃ কুমার্য্যা অন্ত্যজায়া রজস্বলায়াঃ প্রব্রজিতায়া নিক্ষিপ্তায়াশ্চ ॥৭॥

অনুপাতকিনস্ত্বেতে মহাপাতকিনো যথা।
অশ্বমেধেন শুধ্যন্তি তীর্থানুসরণেন বা ॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অনৃতবচনমুৎকর্ষে ॥ ১ ॥ রাজগামি চ পৈশুন্যম্ ॥ ২ ॥ গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ ॥ ৩ ॥ বেদনিন্দা ॥ ৪ ॥ অধীতস্য চ ত্যাগঃ ॥ ৫ ॥ অগ্নিমাতৃপিতৃসুতদারাণাঞ্চ ॥ ৬ ॥ অভোজ্যান্নাভক্ষ্যভক্ষণম্ ॥ ৭ ॥ পরস্বাপহরণম্ ॥ ৮ ॥ পরদারাভিগমনম্ ॥ ৯ ॥ অযাজ্যযাজনম্ ॥ ১০ ॥ বিকর্ম্মজীবনঞ্চ ॥ ১১ ॥ অসৎপ্রতিগ্রহশ্চ ॥ ১২ ॥ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রগোবধঃ ॥ ১৩ ॥ অবিক্রেয়বিক্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥ পরিবিত্তিতানুজেন জ্যেষ্ঠস্য ॥ ১৫ ॥ পরিবেদনম্ ॥ ১৬ ॥ তস্য চ কন্যাদানম্ ॥ ১৭ ॥ যাজনঞ্চ ॥ ১৮ ॥ ব্রাত্যতা ॥ ১৯ ॥ ভৃতকাধ্যাপনম্ ॥ ২০ ॥ ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানম্ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বাকরেষ্বধিকারঃ ॥ ২২ ॥ মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ২৩ ॥ দ্রুমগুল্মবল্লীলতৌষধীনাং হিংসা ॥ ২৪ ॥ স্ত্রীজীবনম্ ॥২৫॥ অভিচারমূলকর্ম্মসু প্রবৃত্তিঃ ॥২৬॥ আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভঃ ॥ ২৭ ॥ অনাহিতাগ্নিতা ॥ ২৮ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা এবং বৈশ্যহত্যা, রজস্বলাহত্যা, গর্ভবতীহত্যা, অত্রিগোত্রসম্ভূতাহত্যা, স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব বিষয়ে অনবধারিত-গর্ভহত্যা এবং শরণাগতহত্যা,—এই সকল কর্ম্ম— ব্রহ্মহত্যার তুল্য; কূটসাক্ষ্য এবং মিত্রহত্যা—এই দুই কার্য্য সুরাপানের তুল্য; ব্রাহ্মণভূমিহরণ, এবং গচ্ছিত বস্তু অপহরণ—সুবর্ণহরণের তুল্য; পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং রাজা—এতদন্যতমের পত্নীগমন; পিতৃষ্বসৃ-গমন, মাতৃষ্বসৃগমন, ভগিনীগমন; শ্রোত্রিয়, ঋত্বিক্, উপাধ্যায় এবং বন্ধু—এতদন্যতমের পত্নীগমন; ভগিনী-সখী-গমন, সগোত্রাগমন, উত্তমবর্ণাগমন, কুমারীগমন, অন্ত্যজাগমন, রজস্বলাগমন, শরণাগতাগমন, প্রব্রজ্যাবলম্বিনীগমন এবং ন্যাসীকৃতাগমন, গুরুপত্নীগমনের তুল্য। এই সকল অনুপাতকিগণ মহাপাতকীদিগের ন্যায়, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান বা তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা পবিত্র হইবে। অজ্ঞানকৃত অগম্যাগমনের ও জ্ঞানকৃত অন্য অনুপাতকের ইহা প্রায়শ্চিত্ত। ১—৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উৎকর্ষজনক মিথ্যাবাক্য (যথা—শূদ্রের "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ উক্তি), রাজগামী খলতা (অর্থাৎ রাজার নিকট দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ), গুরুর অলীক নিন্দা করা, বেদ নিন্দা, অধীতবেদ-বিস্মরণ, আহিত-অগ্নি-ত্যাগ, অপতিত মাতা-পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্নভোজন (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্নভোজন), অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি ভক্ষণ) পরস্বাপহরণ, পরদারগমন; অনুচিত কর্ম্ম (যথা—ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা), অসৎ-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়-হত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির বিক্রয়, অনুজকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা, পরিবেদন, তাহাকে অর্থাৎ পরিবিত্তি বা পরিবেত্তাকে কন্যাদান, তাহার (অর্থাৎ পরিবিত্তির এবং পরিবেত্তার) যাজন, ব্রাত্যতা, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, রাজাজ্ঞাক্রমে সকল খোনিতে অধিকার গ্রহণ করা, মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তন অর্থাৎ জলপ্রবাহপ্রতিবন্ধ হেতু সেতুবন্ধাদি, দ্রুম গুল্ম লতা এবং ওষধির বিনাশন, স্ত্রীলোককে বেশ্যা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা, অভিচার-কার্য্য অর্থাৎ শ্যেনাদি যজ্ঞ করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির মারণ, মন্ত্রৌষধিদ্বারা বশীকরণ, দেবাদি-উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য

দেবর্ষিপিতৃঋণানামনপক্রিয়া ॥ ২৯ ॥ অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনম্ ॥ ৩০ ॥ নাস্তিকতা ॥ ৩১ ॥ কুশীলবতা ॥৩২॥ মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্ ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুপপাতকানি ॥ ৩৪ ॥
উপপাতকিনস্ত্বেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ।
পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোমখেন বা ॥ ৩৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণস্য রুজাকরণম্ ॥১॥ অঘ্রেয়মদ্যয়োর্ঘ্রাতিঃ ॥ ২ ॥ জৈহ্মম্ ॥ ৩ ॥ পশুষু মৈথুনাচরণম্ ॥ ৪ ॥ পুংসি চ ॥ ৫ ॥ ইতি জাতিভ্রংশকরাণি ॥ ৬
জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
কুর্য্যাৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥ ৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্নি-আধান না করা, দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়), চার্ব্বাকাদি-অসৎশাস্ত্র-চর্চ্চা, নাস্তিকতা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ এবং মদ্যপায়িনী ভার্য্যার সহিত সংসর্গ, এই সকল উপপাতক। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ২২৭ হইতে ২৪১ শ্লোক দেখিবে।) এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত করিবে, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিবে। এই প্রায়শ্চিত্তত্রয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে। ১—৩৫।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন-পুরীষাদি অঘ্রেয় বস্তু এবং মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশু-মৈথুন এবং পুং-মৈথুন, এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। এতদন্যতম জাতিভ্রংশকর কর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত ও অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে প্রাজাপত্য করিবে। ১—৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গ্রাম্যারণ্যানাং পশূনাং হিংসা সঙ্করীকরণম্ ॥ ১
সঙ্করীকরণং কৃত্বা মাসমশ্নীত যাবকম্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তন্তু কারয়েৎ ॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং কুসীদজীবনমসত্যভাষণং শূদ্রসেবনমিত্যপাত্রীকরণম্ ॥ ১
অপাত্রীকরণং কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি।
শীতকৃচ্ছ্রেণ বা ভূয়ো মহাসান্তপনেন বা ॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

(অনুক্ত) গ্রাম্য ও আরণ্য পশু হিংসা সঙ্করীকরণ। সঙ্করীকরণ পাপ করিলে একমাস যাবকাহার করিয়া থাকিবে অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ১। ২।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিন্দিতের (অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির) নিকট হইতে ধন গ্রহণ (অর্থাৎ পারিতোষিকাদি গ্রহণ)*, বাণিজ্য, কুসীদজীবন, অসত্যভাষণ এবং শূদ্রসেবা এই সকল অপাত্রীকরণ পাপ। অপাত্রীকরণ পাপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র বা শীতকৃচ্ছ্র অথবা অভ্যস্ত মহাসান্তপন (অর্থাৎ দুইটী মহাসান্তপন) দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১। ২।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০

* তাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ উপপাতক বলিয়া গণ্য; আর পারিতোষিকাদি গ্রহণ অপাত্রীকরণ অথবা অসৎপ্রতিগ্রহশব্দে নিন্দিত বস্তুর গ্রহণ, তাহাই উপপাতক; যথা,—তিলাদি গ্রহণ, আর ম্লেচ্ছাদির নিকট প্রতিগ্রহ অপাত্রীকরণ

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণাং জলচরাণাং জলজানাঞ্চ ঘাতনম্ ॥ ১ ॥ কৃমিকীটানাঞ্চ ॥ ২ ॥ মদ্যানুগতভোজনম্ ॥ ৩ ॥ ইতি মলাবহানি ॥ ৪ ॥
মলিনীকরণীয়েষু তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥ ৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

যদনুক্তং তৎপ্রকীর্ণকম্ ॥ ১ ।
প্রকীর্ণপাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্।
প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণানুমতঃ সদা ॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নরকাঃ ॥ ১ ॥ তামিস্রম্ ॥ ২ ॥ অন্ধতামিস্রম্ ॥ ৩ ॥ রৌরবম্ ॥ ৪ ॥ মহারৌরবম্ ॥ ৫ ॥ কালসূত্রম্ ॥ ৬ ॥ মহানরকম্ ॥ ৭ ॥ সঞ্জীবনম্ ॥ ৮ ॥ অবীচিঃ ॥ ৯ ॥ তপনম্ ॥ ১০ ॥ সম্প্রতাপনম্ ॥ ১১ ॥ সঙ্ঘাতকম্ ॥ ১২ ॥ কাকোলম্ ॥ ১৩ ॥ কুড্মলম্ ॥ ১৪ ॥ কুট্টানম্ ॥ ১৫ ॥ পূতিমৃত্তিকম্ ॥ ১৬ ॥ লোহশঙ্কুঃ ॥ ১৭ ॥ ঋচীষম্ ॥ ১৮ ॥ বিষমপন্থানম্ ॥ ১৯ ॥ কণ্টকশাল্মলিঃ ॥ ২০ ॥ দীপনদী ॥ ২১ ॥ অসিপত্রবনম্ ॥ ২২ ॥ লোহচারকমিতি ॥ ২৩ ॥ এতেম্বকৃতপ্রায়শ্চিত্তা অতিপাতকিনঃ পর্য্যায়েণ কল্পং পচ্যন্তে ॥ ২৪ ॥ মহাপাতকিনো মন্বন্তরম্ ॥ ২৫ ॥ অনুপাতকিনশ্চ ॥ ২৬ ॥ উপপাতকিনশ্চতুর্যুগম্ ॥ ২৭ ॥ কৃতসঙ্করীকরণাশ্চ সংবৎসরসহস্রম্ ॥ ২৮ ॥ কৃতজাতিভ্রংশকরণাশ্চ ॥ ২৯ ॥ কৃতাপাত্রীকরণাশ্চ ॥ ৩০ ॥ কৃতমলিনীকরণাশ্চ ॥ ৩১
প্রকীর্ণকপাতকিনশ্চ বহূন্ বর্ষপূগান্ ॥ ৩২ ॥
কৃতপাতকিনঃ সর্ব্বে প্রাণত্যাগাদনন্তরম্।
যাম্যং পন্থানমাসাদ্য দুঃখমশ্নন্তি দারুণম্ ॥ ৩৩ ॥
যমস্য পুরুষৈর্ঘোরৈঃ কৃষ্যমাণা যতস্ততঃ।
সুরুক্ষেণানুকারেণ নীয়মানাশ্চ তে যথা ॥ ৩৪
শ্বভিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাককঙ্কবকাদিভিঃ
অগ্নিতুণ্ডৈর্ভক্ষ্যমাণা ভুজঙ্গৈর্বৃশ্চিকৈস্তথা ॥ ৩৫
অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ।
ক্রকচৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড্যমানাশ্চ তৃষ্ণয়া ॥ ৩৬

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পক্ষি-হত্যা, জলচর-হত্যা এবং মৎস্যাদি জলজ-প্রাণীহত্যা, কৃমি-হত্যা ও কীটহত্যা আর মদ্যানুগত (অর্থাৎ মদ্যের সহিত একপেটকাদিতে আনীত শাকাদি) ভোজন, এই সকল পাপ মলাবহ। তপ্তকৃচ্ছ্র মলিনীকরণপাপে শুদ্ধিজনক অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক। ১—৫।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

যে সকল পাপ অনুক্ত রহিল, তাহা প্রকীর্ণক। প্রকীর্ণ পাতকে লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া, ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে, অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১। ২।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

নরকের বিষয় উক্ত হইতেছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সংঘাতক, কাকোল, কুড্মল, কুট্টান, পূতিমৃত্তিকা, লোহ-শঙ্কু, ঋচীষ, বিষমপন্থান, কণ্টকশাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন এবং লোহচারক এই সমস্ত নরক। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অতিপাতকিগণ, পর্য্যায়ক্রমে এককল্প, এই সকল নরক ভোগ করে। মহাপাতকিগণ, অনুপাতকিগণ একমন্বন্তর (একসপ্ততি দিব্য চতুর্যুগে একমন্বন্তর)। উপপাতকিগণ চতুর্যুগ; সঙ্করীকরণ-পাপী জাতিভ্রংশকর পাপী, অপাত্রীকরণ-পাপী এবং মলিনীকরণপাপী সকল সহস্র সংবৎসর; আর প্রকীর্ণ-পাপীরা (পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে) বহুবর্ষবৃন্দ নরকভোগ করে। সকল পাতকিগণ প্রাণত্যাগের পর যাম্যপথে গমন করিয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করে। তাহারা ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণের কৃচ্ছ্রানুকারী বরবিশেষ দ্বারা যেখান সেখান দিয়া আকৃষ্ট হইয়া, অতিকষ্টে নরকে যে প্রকারে উপনীত হয়; সেই প্রকারে কুক্কুর, শৃগাল, মাংসাশী কাক, কঙ্ক, বকাদি, অগ্নিতুণ্ড, (অর্থাৎ ভল্লুকাদি) ভুজঙ্গ এবং বৃশ্চিক কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে থাকে। তাহারা অগ্নিদগ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ, ক্রকচপাটিত

ক্ষুধয়া ব্যথমানাশ্চ ঘোরৈর্ব্যাঘ্রগণৈস্তথা।
পূয়শোণিতগন্ধেন মূর্চ্ছমানা পদে পদে ॥ ৩৭
পরান্নপানং লিপ্সন্তস্তাড্যমানাশ্চ কিঙ্করৈঃ।
কাককঙ্কবকাদীনাং ভীমানাং সদৃশাননৈঃ ॥ ৩৮
ক্বচিৎ ক্বাথ্যন্তি তৈলেন তাড্যন্তে মুষলৈঃ ক্বচিৎ।
আয়সীষু চ বট্যন্তে শিলাসু চ তথা ক্বচিৎ ॥ ৩৯
ক্বচিদ্বান্তমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ পূয়মসৃক্ ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্বিষ্ঠাং ক্বচিন্মাংসং পূয়গন্ধি সুদারুণম্ ॥ ৪০
অন্ধকারেষু তিষ্ঠন্তি দারুণেষু তথা ক্বচিৎ।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বহ্নিতুণ্ডৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ৪১
ক্বচিচ্ছীতেন বাধ্যন্তে ক্বচিদ্বামেধ্যমধ্যগাঃ।
পরস্পরমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ প্রেতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৪২
ক্বচিদ্ভূতেন তাড্যন্তে লম্বমানাস্তথা ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ ক্ষিপ্যন্তি বাণৌঘৈরুৎকৃত্যন্তে তথা ক্বচিৎ ॥ ৪৩
কণ্ঠেষু দত্তপাদাশ্চ ভুজঙ্গাভোগবেষ্টিতাঃ।
পীড্যমানাস্তথা যন্ত্রৈঃ কৃষ্যমাণাশ্চ জানুভিঃ ॥ ৪৪
ভগ্নপৃষ্ঠশিরোগ্রীবাঃ সূচীকণ্ঠাঃ সুদারুণাঃ।
কূটাগারপ্রমাণৈশ্চ শরীরৈর্যাতনাক্ষমৈঃ ॥ ৪৬

এবং পাতকিনঃ পাপমনুভূয় সুদুঃখিতাঃ।
তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রপদ্যন্তে দুঃখানি বিবিধানি চ ॥ ৪৭
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পাপাত্মনাং নরকেষ্বনুভূতদুঃখানাং তির্য্যগ্‌যোনয়ো ভবন্তি ॥ ১ ॥ অতিপাতকিনাং পর্য্যায়েণ সর্ব্বাঃ স্থাবরযোনয়ঃ ॥ ২ ॥ মহাপাতকিনাঞ্চ কৃমিযোনয়ঃ ॥ ৩ ॥ অনুপাতকিনাং পক্ষিযোনয়ঃ ॥ ৪ ॥ উপপাতকিনাং জলজযোনয়ঃ ॥ ৫ ॥ কৃতজাতিভ্রংশকরাণাং জলচরযোনয়ঃ ॥ ৬ ॥ কৃতসঙ্করীকরণকর্ম্মণাং মৃগযোনয়ঃ ॥ ৭ ॥ কৃতাপাত্রীকরণকর্ম্মণাং পশুযোনয়ঃ ॥ ৮ ॥ কৃতমলিনীকরণকর্ম্মণাং মনুষ্যেষ্বস্পৃশ্যযোনয়ঃ ॥ ৯ ॥ প্রকীর্ণেষু প্রকীর্ণা হিংস্রাঃ ক্রব্যাদা ভবন্তি ॥ ১০ ॥ অভোজ্যান্নাভক্ষ্যাশী কৃমিঃ ॥ ১১ ॥ স্তেনঃ শ্যেনঃ ॥ ১২ ॥ প্রকৃষ্টবর্ত্মাপহারী বিলেশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ আখুর্ধান্যহারী ॥ ১৪ ॥ হংসঃ কাংস্যাপহারী ॥ ১৫ ॥ জলং হৃত্বাপ্লবঃ ॥ ১৬ ॥ মধু দংশঃ ॥ ১৭ ॥ পয়ঃ

এবং তৃষ্ণাপীড়িত হইতে থাকে; বারংবার ক্ষুধাপীড়িত, ঘোরব্যাঘ্রগণ-তাড়িত এবং পূয়রক্ত-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে; পরকীয় অন্নপানাদিতে সাভিলাষ হইলে, তাহারা ভীষণ কাক কঙ্ক বকাদির ন্যায় বিকটাস্য যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। কোন স্থলে তাহারা তৈল-পক্ব হয়, কোন-স্থলে মুষলতাড়িত হয় ও কোন স্থলে লৌহময় শিলায় পেশিত হইতে থাকে; এবং কোন স্থলে বান্ত, কোন স্থলে পূয়, কোন স্থলে রক্ত, কোন স্থলে বিষ্ঠা ও কোন স্থলে পূয়গন্ধযুক্ত দারুণ মাংস ভোজন করে; কোন স্থলে অগ্নিমুখ ভীষণ কৃমিগণের ভক্ষ্যদ্রব্য হইয়া, সূচীভেদ্য অন্ধকারে অবস্থান করিতে থাকে। কোন স্থলে তাহারা শীতার্ত্ত হয়, কোন স্থলে বা বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করে এবং কোন স্থলে সুদারুণ প্রেতমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করে। কোন স্থলে ভূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, কোন স্থলে (বন্ধনে বদ্ধ হইয়া) লম্বমানভাবে থাকে; কোন স্থলে তাহারা শরনিকরে বিক্ষিপ্ত হয়, কোন স্থলে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে, যমকিঙ্করেরা তাহাদিগের গলায় পা দিয়া থাকে এবং তাহারা সর্পদেহরজ্জুতে আবদ্ধ যন্ত্র দ্বারা পীড়িত আর জানু ধরিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। ভগ্নপৃষ্ঠ, ভগ্নমস্তক, ভগ্নগ্রীব ও সূচীকণ্ঠ হইয়া থাকে (যাহাদের সূচী-পরিমিত কণ্ঠনাল) সুদারুণ ও বহুদুঃখভারাক্রান্ত সেই সকল পাপীরা কূটগৃহপ্রমাণ যাতনাক্ষম শরীর দ্বারা এইরূপ পাপফল ভোগ করিয়া, তির্য্যক্‌জাতিতে বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। ১—৪৭।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিয়া, পাপিগণের তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতিপাতকিগণের পর্য্যায়ক্রমে সকল স্থাবর-যোনিতে, মহাপাতকিগণের কৃমিযোনিতে; অনুপাতকিগণের পক্ষিযোনিতে, উপপাতকিগণের জলজযোনিতে, জাতিভ্রংশকরপাপিগণের জলচরযোনিতে, সঙ্করীকরণপাপীদিগের মৃগযোনিতে, অপাত্রীকরণ পাপীদিগের পশুযোনিতে এবং মলিনী-করণ-পাপীদের মনুষ্যমধ্যে অস্পৃশ্যজাতিতে জন্ম হয়। প্রকীর্ণপাপে নানাবিধ হিংস্রক্রব্যাদি হইয়া উৎপন্ন হয়। অভোজ্য অন্ন অথবা অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিলে কৃমি হয়; চোর—শ্যেনপক্ষী হয়; উৎকৃষ্ট পথ মারিয়া লইলে সর্প, ধান্য হরণ করিলে মূষিক; কাংস্য হরণ করিলে হংস; জল হরণ করিলে জলকুক্কুট;—মধু হরণ

কাকঃ ॥ ১৮ ॥ রসং শ্বা ॥ ১৯ ॥ ঘৃতং নকুলঃ ॥ ২০ ॥ মাংসং গৃধ্রঃ ॥ ২১ ॥ বসাং মদ্গুঃ ॥ ২২ ॥ তৈলং তৈলপায়িকঃ ॥ ২৩ ॥ লবণং চীরিবাক্ ॥ ২৪ ॥ দধি বলাকা ॥ ২৫ ॥ কৌশেয়ং হৃত্বা ভবতি তিত্তিরিঃ ॥ ২৬ ॥ ক্ষৌমং দর্দ্দুরঃ ॥ ২৭ ॥ কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চঃ ॥ ২৮ ॥ গোধা গাম্ ॥ ২৯ ॥ বাগ্গুদো গুড়ম্ ॥ ৩০ ॥ ছুচ্ছুন্দরির্গন্ধান ॥৩১॥ পত্রশাকং বর্হী ॥ ৩২ ॥ কৃতান্নং শ্বাবিৎ ॥ ৩৩ ॥ অকৃতান্নং শল্লকঃ ॥ ৩৪ ॥ অগ্নিং বকঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহকার্য্যুপস্করম্ ॥ ৩৬ ॥ রক্তবাসাংসি জীবঞ্জীবকঃ ॥ ৩৭ ॥ গজং কূর্ম্মঃ ॥৩৮॥ অশ্বং ব্যাঘ্রঃ ॥ ৩৯ ॥ ফলং পুষ্পং বা মর্কটঃ ॥ ৪০ ॥ ঋক্ষঃ স্ত্রিয়ম্ ॥৪১॥ যানমুষ্ট্রঃ ॥ ৪২ ॥ পশূনজঃ ॥৪৩॥

যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপহৃত্য বলান্নরঃ।
অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ ॥ ৪৪
স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন হৃত্বা দোষমবাপ্নুয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তূনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ ॥ ৪৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্ত্বমুত্তীর্ণানাং মনুষ্যেষু লক্ষণানি ভবন্তি ॥ ১ ॥ কুষ্ঠ্যতিপাতকী ॥ ২ ॥ ব্রহ্মহা যক্ষ্মী ॥ ৩ ॥ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ ॥ ৪ ॥ সুবর্ণহারী কুনখঃ ॥ ৫ ॥ গুরুতল্পগো দুশ্চর্ম্মা ॥ ৬ ॥ পূতিনাসঃ পিশুনঃ ॥ ৭ ॥ পূতিবক্ত্রঃ সূচকঃ ॥ ৮ ॥ ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনঃ ॥ ৯ ॥ মিশ্রচৌরোঽতিরিক্তাঙ্গঃ ॥ ১০ ॥ অন্নাপহারকস্ত্বাময়াবী ॥ ১১ ॥ বাগপহারকো মূকঃ ॥ ১২ ॥ বস্ত্রাপহারকঃ শ্বিত্রী ॥ ১৩ ॥ অশ্বাপহারকঃ পঙ্গুঃ ॥ ১৪ ॥ দেবব্রাহ্মণাক্রোশকো মূকঃ ॥ ১৫ ॥ লোলজিহ্বো গরদঃ ॥ ১৬ ॥ উন্মত্তোঽগ্নিদঃ ॥ ১৭ ॥ গুরুপ্রতিকূলোঽপস্মারী ॥ ১৮ ॥ গোঘ্নস্ত্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥ দীপাপহারকশ্চ ॥ ২০ ॥ কাণশ্চ দীপনির্ব্বাপকঃ ॥ ২১ ॥ ত্রপুচামরসীসকবিক্রয়ী রজকঃ ॥ ২২ ॥ একশফবিক্রয়ী মৃগব্যাধঃ ॥ ২৩ ॥ কুণ্ডাশী ভগাস্যঃ ॥

করিলে দংশ; দুগ্ধ হরণ করিলে কাক; ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর; ঘৃত হরণ করিলে নকুল; মাংস হরণ করিলে গৃধ্র; বসা হরণ করিলে মদ্গু; তৈল হরণ করিলে তৈলপায়িক; লবণ হরণ করিলে চীরী নামক পক্ষিবিশেষ; দধি হরণ করিলে বলাকা এবং কৌশেয় হরণ করিলে তিত্তির হয়। ক্ষৌমবস্ত্র হরণ করিলে মণ্ডূক; কার্পাসসূত্রোৎপন্ন বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ; গো হরণ করিলে গোধা; গুড় হরণ করিলে বাগ্গুদ নামক পক্ষী; গন্ধ হরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরি; পত্রশাক হরণ করিলে ময়ূর; সিদ্ধান্নাদি কৃতান্ন হরণ করিলে শ্বাবিৎ; আমান্ন হরণ করিলে শল্লক; অগ্নি হরণ করিলে বক; গৃহোপকরণ সূর্পমুষলাদি হরণ করিলে, গৃহকারী অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা-গৃহ-নির্ম্মাতা সপক্ষ কীটবিশেষ; রক্তবস্ত্র সকল হরণ করিলে চকোর পক্ষী; গজ হরণ করিলে কচ্ছপ; ফল বা পুষ্প হরণ করিলে মর্কট; স্ত্রী হরণ করিলে ভল্লুক; রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র; পশু হরণ করিলে ছাগল হয়। মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পরকীয় যে যে দ্রব্য হরণ বা অনুৎসৃষ্ট পুরোডাশাদি হবি ভোজন করিলে, অবশ্য তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকেরাও এই প্রকার অপহরণ করিলে, পাপী হইবে এবং তাহারা এই সকল জন্তুর ভার্য্যাত্ব লাভ করিবে। ১—৪৬।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

সমস্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিবার পর প্রাপ্ত তির্য্যক্‌যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতি হইলে তাহাতেও এই চিহ্ন সমস্ত উৎপন্ন হয়;—অতিপাতকী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত; ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মপীড়াগ্রস্ত; সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত; স্বর্ণহারী কুনখী; বিমাতৃগামী অনাবৃতলিঙ্গ এবং পিশুনের নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়; সূচকের মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়; ধান্যচৌর অঙ্গহীন হয়; ধান্য-মিশ্রচৌর অতিরিক্তাঙ্গ হয়; অন্নাপহারক আময়াবী হয়; বাগপহারক মূক হয়; বস্ত্রাপহারক শ্বিত্ররোগাক্রান্ত হয়; অশ্বাপহারক পঙ্গু হয়; দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রতি গালিগালাজ করিলে মূক হয়; বিষদাতা লোলজিহ্ব হয়; অগ্নিদাতা উন্মত্ত হয়; গুরুর প্রতিকূলতা করিলে অপস্মাররোগাক্রান্ত হয়; গোহত্যা বা (দেবাদিগৃহের) দীপ হরণ করিলে অন্ধ হয়; দীপনির্ব্বাণকর্ত্তা কাণ (অর্থাৎ একচক্ষুহীন) হয়; রাঙ বা চামর বা সীস বিক্রয় করিলে রজক হয়; অশ্বাদি একশফ জন্তু বিক্রয় করিলে মৃগব্যাধ হয়; কুণ্ডের (জারজ-

২৪ ॥ ঘাণ্টিকঃ স্তেনঃ ॥ ২৫ ॥ বার্দ্ধুষিকো ভ্রামরী ॥ ২৬ ॥ মিষ্টান্নৈকাকী বাতগুল্মী ॥ ২৭ ॥ সময়ভেত্তা খল্বাটঃ ॥ ২৮ ॥ শ্লীপদ্যবকীর্ণী ॥ ২৯ ॥ পরবৃত্তিঘ্নো দরিদ্রঃ ॥ ৩০ ॥ পরপীড়াকরো দীর্ঘরোগী ॥ ৩১ ॥
এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে লক্ষণান্বিতাঃ।
রোগান্বিতাস্তথান্ধাশ্চ কুব্জখঞ্জৈকলোচনাঃ ॥ ৩২
বামনা বধিরা মূকা দুর্ব্বলাশ্চ তথাপরে।
তস্মাৎ সর্ব্বঃ প্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৩৩
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ কৃচ্ছ্রাণি ভবন্তি ॥ ১ ॥ ত্র্যহং নাশ্নীয়াৎ ॥২॥ প্রত্যহঞ্চ ত্রিষবণং স্নানমাচরেৎ ॥ ৩ ॥ ত্রিঃ প্রতিস্নানমপ্সু মজ্জনম্ ॥ ৪ ॥ মগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপেৎ ॥ ৫ ॥ দিবাস্থিতস্তিষ্ঠেৎ ॥ ৬ ॥ রাত্রাবাসীনঃ ॥ ৭ ॥ কর্ম্মণোঽন্তে পয়স্বিনীং দদ্যাৎ ॥ ৮ ॥ ইত্যঘমর্ষণম্ ॥ ৯ ॥ ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমযাচিতমশ্নীয়াদেষ প্রাজাপত্যঃ ॥ ১০ ॥ ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং ত্র্যহমুষ্ণং পয়স্ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াদেষ তপ্তকৃচ্ছ্রঃ ॥ ১১ ॥ এষ এব শীতৈঃ শীতকৃচ্ছ্রঃ ॥ ১২ ॥ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসৈকবিংশতিক্ষপণম্ ॥ ১৩ ॥ উদকসক্তুনাং মাসাভ্যবহারেণোদককৃচ্ছ্রঃ ॥ ১৪ ॥ বিষাভ্যবহারেণ মূলকৃচ্ছ্রঃ ॥ ১৫ ॥ বিল্বাভ্যবহারেণ শ্রীফলকৃচ্ছ্রঃ ॥ ১৬ ॥ পদ্মাক্ষৈর্ব্বা ॥ ১৭ ॥ নিরাহারস্য দ্বাদশাহেন পরাকঃ ॥ ১৮ ॥ গোমূত্রগোময়ক্ষীর-দধি-সর্পিঃ-কুশোদকান্যেকদিবসমশ্নীয়াদ্দ্বিতীয়মুসবসেদেতৎ সান্তপনম্ ॥ ১৯ ॥ গোমূত্রাদিভিঃ প্রত্যহাভ্যস্তৈর্মহাসান্তপনম্ ॥ ২০ ॥ ত্র্যহাভ্যস্তৈশ্চাতিসান্তপনম্ ॥ ২১ ॥ পিণ্যাকাচাম-তক্রোদক-

---

বিশেষের) অন্নভোজন করিলে ভগাস্য অর্থাৎ মুখে ভগাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়। * চুরি করিলে ঘাণ্টিক অর্থাৎ বৈতালিক—ঘড়িয়াল হয়। কুসীদজীবী ভ্রামর-রোগাক্রান্ত হয়; একাকী মিষ্টভোজী, বাতগুল্মরোগী হয়; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে খল্বাট হয়; অবকীর্ণী (অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গী ব্রহ্মচারী) শ্লীপদ-রোগযুক্ত হয়; অন্যের বৃত্তিহন্তা দরিদ্র হয় এবং পরপীড়ক ব্যক্তি দীর্ঘরোগাক্রান্ত হয়, এইরূপ কর্ম্মবিশেষবশে, দুষ্টচিহ্নযুক্ত—রোগান্বিত, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, এক-লোচন, বামন, বধির, মূক, দুর্ব্বল এবং অন্যপ্রকার অর্থাৎ ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১—৩৩।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিম্নলিখিত সমস্ত কৃচ্ছ্র-পদবাচ্য হইয়া থাকে। তিনদিন উপবাসী থাকিবে, প্রতিদিন তিনবার স্নান করিবে। প্রতিস্নানেই তিনবার জলমধ্যে অবগাহন, মগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ-জপ করিবে। দিবসে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, রাত্রিতে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে, কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবে। ইহা অঘমর্ষণ। তিনদিন রাত্রি-ভোজন অর্থাৎ নক্ত; তিন দিন দিবা ভোজন অর্থাৎ এক-ভক্ত; তিনদিন অযাচিত আহার এবং তিনদিন উপবাস করিবে *। ইহার অর্থাৎ এই দ্বাদশদিন-সাধ্য কার্য্যের নাম প্রাজাপত্য। তিনদিন উষ্ণজল, তিনদিন উষ্ণঘৃত, তিনদিন উষ্ণদুগ্ধ পান করিবে ও তিনদিন উপবাস করিবে;—ইহা তপ্ত-কৃচ্ছ্র। উক্তরূপ শীতল দ্রব্য দ্বারা হইলে, ইহাই শীতকৃচ্ছ্র; অর্থাৎ তিন দিন শীতল জল পান, তিন দিন শীতল ঘৃত পান, তিন দিন শীতল দুগ্ধ পান ও তিন দিন অনশন;—ইহা শীতকৃচ্ছ্র। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া একবিংশতি দিন অতিবাহিত করার নাম কৃচ্ছ্রাতি-কৃচ্ছ্র। এক মাস সক্তুমিশ্রিত জল-আহার—উদক-কৃচ্ছ্র; একমাস মৃণাল-ভোজন—মূলকৃচ্ছ্র; এক মাস বিল্ব-ভোজন বা পদ্মবীজ-ভোজন—শ্রীফলকৃচ্ছ্র; দ্বাদশ দিন উপবাস—পরাক। একদিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক পান করিবে; দ্বিতীয় দিন উপবাসী থাকিবে;—ইহা সান্তপন। প্রত্যহ অভ্যস্ত গোমূত্রাদি দ্বারা মহাসান্তপন অর্থাৎ এক এক দিন গোমূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও এক দিন উপবাস, এই সাতদিন-সাধ্য ব্রত মহা-সান্তপন। ত্র্যহাভ্যস্ত হইলে অতিসান্তপন অর্থাৎ এক একটী দ্রব্য তিনদিন করিয়া আহার;—এইরূপ

* নন্দপণ্ডিত বলেন, ভগাস্য হয় অর্থাৎ মুখে মৈথুন করিতে দেয়, তাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তির ঐ পাপ কারণ।

* অঘমর্ষণ-বিধিতে তিনদিন উপবাসের বিধান আছে, তাহার অনুবৃত্তি করিয়া "তিনদিন উপবাস" ইহা নিবেশিত হইল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

সক্তূনামুপবাসান্তরিতোঽভ্যবহারস্তুলাপুরুষঃ ॥ ২২ ॥ কুশ-পলাশোডুম্বর-পদ্ম-শঙ্খপুষ্পীবট-ব্রহ্মসুবর্চ্চলা-পত্রৈঃ ক্বথিতস্যাম্ভসঃ প্রত্যেকং পানেন পর্ণকৃচ্ছ্রঃ ॥ ২৩
কৃচ্ছ্রাণ্যেনি সর্ব্বাণি কুর্ব্বীত কৃতপাবনঃ।
নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী অধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪
স্ত্রীশূদ্রপতিতানাঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চাভিভাষণম্।
পবিত্রাণি জপেন্নিত্যং জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥ ২৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ চান্দ্রায়ণম্ ॥ ১ ॥ গ্রাসানবিকারানশ্নীয়াৎ ॥ ২ ॥ তাংশ্চ কলাভিবৃদ্ধৌ ক্রমেণ বর্দ্ধয়েদ্ধানৌ হ্রসয়েদমাবাস্যাং নাশ্নীয়াদেষ চান্দ্রায়ণো যবমধ্যঃ ॥

আঠারদিন ও তিন তিন দিন উপবাস;—এই ব্রতের নাম অতিসান্তপন। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল ও সক্তুর উপবাসান্তরিত আহার, তুলাপুরুষ-পদবাচ্য, অর্থাৎ একদিন উপবাস, তৎপরে পিণ্যাক ভোজন, পরদিনে উপবাস, তৎপরে আচাম আহার ইত্যাদি। কুশপত্র, পলাশপত্র, উডুম্বরপত্র, পদ্ম-পত্র, বটপত্র, শঙ্খপুষ্পীপত্র, ব্রাহ্মীশাক-পত্র ইহা-দিগের এক একটীর ক্বথিত জল অর্থাৎ তাহার সহিত সিদ্ধ জল, এক এক দিন পান করিয়া থাকিলে, (সপ্তাহসাধ্য) পর্ণকৃচ্ছ্র হইবে। কৃতবাপন অর্থাৎ মুণ্ডিত, ত্রিকালস্নায়ী, স্থণ্ডিলশায়ী ও জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া এই সকল কৃচ্ছ্র করিবে। স্ত্রী-লোক, শূদ্র ও পতিতদিগের সহিত আলাপ করিবে না এবং নিত্য পবিত্র (প্রণব) জপ ও যথাশক্তি হোম করিবে। ১—২৫।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অথ চান্দ্রায়ণ। অবিকৃত গ্রাসে ভোজন করিবে। শুক্ল-পক্ষে চন্দ্রকলা-বৃদ্ধি অনুসারে, ক্রমে সেই সকল গ্রাস বাড়াইবে; কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলাহানি অনুসারে কমাইবে অর্থাৎ শুক্ল-প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস ইত্যাদিরূপে, পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস হইবে; কৃষ্ণপ্রতিপদে চতুর্দ্দশগ্রাস ইত্যাদি অমাবস্যাতে উপবাস করিবে; ইহা চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রা-

৩ ॥ পিপীলিকামধ্যো বা ॥ ৪ ॥ যস্যামাবাস্যা মধ্যে ভবতি স পিপীলিকামধ্যঃ ॥ ৫ ॥ যস্য পৌর্ণমাসী স যবমধ্যঃ ॥ ৬ ॥ অষ্টৌ গ্রাসান্ প্রতিদিবসং মাসমশ্নী-য়াৎ স যতিচান্দ্রায়ণঃ ॥ ৭ ॥ সায়ং প্রাতশ্চতুরশ্চতুরঃ স শিশুচান্দ্রায়ণঃ ॥ ৮ ॥ যথা কথঞ্চিৎ ষষ্ট্যোনাং ত্রিশতীং মাসেনাশ্নীয়াৎ স সামান্যচান্দ্রায়ণঃ ॥ ৯ ॥
ব্রতমেতৎ পুরা ভূমি কৃত্বা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
প্রাপ্তবন্তঃ পরং স্থানং ব্রহ্মা রুদ্রস্তথৈব চ ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

অথ কর্ম্মভিরাত্মকৃতৈর্গুরুমাত্মানং মন্যেতাত্মার্থে প্রসৃতিযাবকং শ্রপয়েৎ ॥১॥ ন ততোঽগ্নৌ জুহুয়াৎ ॥ ২ ॥ ন চাত্র বলিকর্ম্ম ॥ ৩ ॥ অশৃতং শ্রপ্যমাণং শৃতঞ্চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৪ ॥ শ্রপ্যমাণে রক্ষাং কুর্য্যাৎ ॥

য়ণ (দ্বিবিধ); যবমধ্য ও পিপীলাকামধ্য। যে চান্দ্রায়ণের মধ্যস্থলে অমাবস্যা হয়, তাহা পিপীলিকা-মধ্য। যাহার পৌর্ণমাসী মধ্যস্থলে হয় তাহা যবমধ। একমাসকাল প্রত্যহ আট গ্রাস করিয়া ভোজন করিলে, তাহা যতিচান্দ্রায়ণ। এক মাস কাল প্রতিদিন দিনের বেলা চারিগ্রাস ও রাত্রি-কালে চারি গ্রাস ভোজন করিবে; তাহা শিশু-চান্দ্রায়ণ। একমাসের মধ্যে যে কোনরূপে (অর্থাৎ কোন দিন এক গ্রাস, কোন দিন বা পাঁচ গ্রাস ইত্যাদি) এইরূপে ষষ্টিন্যূন তিনশত গ্রাস অর্থাৎ দুই শত চল্লিশ গ্রাস ভোজন করিবে। ইহা সামান্য চান্দ্রায়ণ। হে ভূমি! পুরাকালে সপ্তর্ষিগণ, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ব্রত করায় সর্ব্বমলশূন্য হইয়া উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন। ১—১০।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে গুরুপাপভারাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। তৎক্ষয়ার্থ আপনার জন্য প্রসৃতি-পরিমাণ যাবক পাক করিবে। তৎকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান নিষিদ্ধ এবং ইহাতে বলিকর্ম্ম নাই। অপক্ব অথচ পচ্যমান যাবক এবং পক্ব যাবক মন্ত্রপূত করিবে। পচ্যমান

৫ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্নিতি দর্ভান্ বধ্নাতি ॥ ৬ ॥ শৃতঞ্চ তমগ্নীয়াৎ পাত্রে নিষিচ্য ॥ ৭ ॥ যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহেত্যাত্মনি জুহুয়াৎ ॥ ৮ ॥ অথাচান্তো নাভিমালভেত ॥ ৯ ॥ স্নাতাঃ প্রীতা ভবত যূয়মাপোঽস্মাকমুদরে যবাঃ । তা অস্মভ্যমনমী বা অপেক্ষা অনাগসঃসন্তু দেবীরমৃতা ঋতা বৃধ ইতি ॥১০॥ ত্রিরাত্রং মেধাবী ॥ ১১ ॥ ষড়্রাত্রং পাপকৃৎ ॥ ১২ ॥ সপ্তরাত্রং পীত্বা মহাপাতকিনামন্যতমঃ পুনাতি ॥ ১৩ ॥ দ্বাদশরাত্রেণ পূর্ব্বপুরুষকৃতমপি পাপং নির্দ্দহতি ॥১৪॥ মাসং পীত্বা সর্ব্বপাপানি ॥ ১৫ ॥ গোনিহারমুক্তানাং যবানামেকবিংশতিরাত্রঞ্চ ॥ ১৬ ॥

যবোঽসি ধান্যরাজোঽসি বারুণো মধুসংযুতঃ ।
নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্ ॥ ১৭
ঘৃতমেব মধু যবা আপো বা অমৃতং যবাঃ ।
সর্ব্বে পুনীত মে পাপং যন্মে কিঞ্চন দুষ্কৃতম্ ॥ ১৮
বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা চ বিচিন্তিতম্ ।
অলক্ষ্মীং কালকর্ণীঞ্চ নাশয়ধ্বং যবা মম ॥ ১৯
শ্বশূকরাবলীঢ়ঞ্চ উচ্ছিষ্টোপহতঞ্চ যৎ ।
মাতাপিত্রোরশুশ্রূষাং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম ॥ ২০
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ শূদ্রান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্ ।
চৌরস্যান্নং নবশ্রাদ্ধং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম ॥ ২১
বালধূর্ত্তমধর্ম্মঞ্চ রাজদ্বারকৃতঞ্চ যৎ ।
সুবর্ণস্তেয়মব্রাত্যমযাজ্যস্য চ যাজনম্ ।
ব্রাহ্মণানাং পরীবাদং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম ॥ ২২ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

মার্গশীর্ষশুক্লৈকাদশ্যামুপোষিতো দ্বাদশ্যাং ভগবন্তং বাসুদেবমর্চ্চয়েৎ । ১ ॥ পুষ্পধূপানুলেপনদীপনৈবে-

যাবকের রক্ষা করিবে। তাহার মন্ত্র;— ব্রহ্মা দেবানাং পদবী কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্" এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চরু-স্থালীকণ্ঠে কুশবন্ধন করিবে। আর সেই পক্ক যাবক-চরু পাত্রান্তরে ঢালিয়া ভোজন করিবে। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুষঃ সদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (ঐ চরু) আপনাতে আহুতি দিবে অর্থাৎ ভোজন করিবে; অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে না। অনন্তর আচমন করিয়া "স্নাতাঃ প্রীতা ভবত যূয়মাপোঽস্মাকমুদরে যবাঃ তা অস্মভ্যমনমীবা অপেক্ষা অনাগসঃ সন্তু দেবীরমৃতা ঋতাবৃধ" এই মন্ত্র দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে। মেধাবী ব্যক্তি এইরূপ তিনদিন ভোজন করিবে; পাপকারী ব্যক্তি ছয়দিন; সাতদিন পান করিলে মহাপাতকিগণের অন্যতমও (আত্মাকে) পবিত্র করে। আর দ্বাদশ দিন পান করিলে পূর্ব্ব-পুরুষকৃত পাপকেও বিনষ্ট করে। একমাস পান করিলে নিজকৃত, পূর্ব্বপুরুষকৃত সকল পাপ (বিনষ্ট করে)। গোময়ের সহিত বহির্গত যবের যাবক ঐরূপে একবিংশতি দিন পান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যাবক মন্ত্রপূত করিবার মন্ত্র,—"তুমি যব, তুমি ধান্যরাজ; বরুণ তোমার দেবতা; তুমি মধুসংযুত হইয়া সর্ব্বপাপ বিনাশ কর; অতএব পবিত্ররূপী ঋষিগণ ইহা স্মরণ করিয়াছেন। যবই ঘৃত বা মধু, যবই জল বা অমৃত। হে যব সকল! তোমরা আমার পাপসকল এবং বাচিক, কায়িক ও মানসিক আমার যে কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে, তাহা পবিত্র কর; অর্থাৎ তাহা হইতে আমাকে মোচিত কর। হে যবগণ! আমার অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার কুক্কুর-শূকরোচ্ছিষ্ট-ভোজন, উচ্ছিষ্ট-দূষিত-ভোজন, মাতাপিতার অশুশ্রূষা পবিত্র কর; অর্থাৎ এই সকল কারণোৎপন্ন পাপ বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার গণান্ন, গণিকান্ন, শূদ্রান্ন, জাতশ্রাদ্ধান্ন, চৌরান্ন ও নবশ্রাদ্ধান্ন, এই সকল ভোজনজনিত পাপ বিশুদ্ধ কর। হে যবগণ! আমার বালধূর্ত্ত অর্থাৎ বালকের প্রতি ধূর্ত্ততা অথবা মূর্খতা ও ধূর্ত্ততা—তত্তৎকারণোৎপন্ন পাপ, রাজদ্বারকৃত অধর্ম্ম, স্বর্ণস্তেয় অর্থাৎ সকল মহাপাতক, ব্রত সকলের অপরিপালন, অযাজ্যযাজন ও ব্রাহ্মণ-নিন্দা, এই সকল পাপ হইতে পবিত্র কর।"১—২২।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীদিনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ

শ্চৈর্ব্রাহ্মণতর্পণৈশ্চ ॥ ২ ॥ ব্রতমেতৎ সংবৎসরং কৃত্বা পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ॥ ৩ ॥ যাবজ্জীবং কৃত্বা শ্বেত-দ্বীপমাপ্নোতি ॥ ৪ ॥ উভয়পক্ষদ্বাদশীষ্বেবং স্বর্গলোকং প্রাপ্নোতি ॥ ৫ ॥ যাবজ্জীবং কৃত্বা বিষ্ণোর্লোক-মাপ্নোতি ॥ ৬ ॥ এবমেব পঞ্চদশীষ্বপি ॥ ৭

ব্রহ্মভূতমমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং তথৈব চ
যোগভূতং পরিচরন্ কেশবং মহদাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
দৃশ্যেতে সহিতৌ যস্যাং দিবি চন্দ্রবৃহস্পতী।
পৌর্ণমাসী তু মহতী প্রোক্তা সংবৎসরে তু সা ॥ ৯
তস্যাং দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
তথৈব দ্বাদশী শুক্লা যা স্যাচ্ছ্রবণসংযুতা ॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বনে পর্ণকুটীং কৃত্বা বসেৎ ॥ ১ ॥ ত্রিষবণং স্নায়াৎ ॥ ২ ॥ স্বকর্ম্ম চাচক্ষাণো গ্রামে ভৈক্ষ্যমাচরেৎ ॥ ৩ ॥ তৃণশায়ী চ স্যাৎ ॥ ৪ ॥ এতন্মহাব্রতম্ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণং হত্বা দ্বাদশসংবৎসরং কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং বা ॥ ৭ ॥ গুর্ব্বিণীং রজস্বলাং বা ॥ ৮ ॥ অত্রিগোত্রাং বা নারীম্ ॥ ৯ ॥ মিত্রং বা ॥ ১০ ॥ নৃপতিবধে মহাব্রতমেব দ্বিগুণং কুর্য্যাৎ ॥ ১১ ॥ পাদোনং ক্ষত্রিয়-বধে ॥ ১২ ॥ অর্দ্ধং বৈশ্যবধে ॥ ১৩ ॥ তদর্দ্ধং শূদ্র-বধে ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বেষু শবশিরোধ্বজী স্যাৎ ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বেষু জীবেষু ক্ষমী স্যাৎ। মাসমেকং কৃতবাপনো গবানুগমনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৬ ॥ আসীনাস্বাসীত ॥ ১৭ ॥ স্থিতাসু স্থিতঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥ অবসন্নাশ্চোদ্ধরেৎ ॥ ১৯ ॥ ভয়েভ্যশ্চ রক্ষেৎ ॥ ২০ ॥ তাসাং শীতাদি-ত্রাণমকৃত্বা নাত্মনঃ কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥ গোমূত্রেণ স্নায়াৎ ॥ ২২ ॥ গোরসৈশ্চ বর্ত্তেত ॥ ২৩ ॥ এতদ্গোব্রতং গোবধে কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥ গজং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষভান্ দদ্যাৎ ॥ ২৫ ॥ তুরগং বাসঃ ॥ ২৬ ॥ এক-হায়নমনড্বাহং খরবধে ॥ ২৭ ॥ মেষাজবধে চ ॥ ২৮ ॥ সুবর্ণকৃষ্ণলমুষ্ট্রবধে ॥ ২৯ ॥ শ্বানং হত্বা ত্রিরাত্রমুপ-বসেৎ ॥ ৩০ ॥ হত্বা মূষক-মার্জ্জার-নকুলমণ্ডূকডুণ্ডু-ভাজগরাণামন্যতমমুপোষিতঃ কৃসরান্নং ভোজয়িত্বা

নৈবেদ্য ও ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। এই ব্রত একবৎসর করিলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণমাসের শুক্লদ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত, ঐ নিয়মে ব্রত করিলে, পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যাবজ্জীবন এই ব্রত করিলে, বিষ্ণুর অধিষ্ঠানক্ষেত্র, পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ, শ্বেতদ্বীপ (ইংলণ্ড নহে) প্রাপ্ত হয়। উভয়-পক্ষীয় দ্বাদশীতে একবৎসরকাল এইরূপ করিলে স্বর্গলোক এবং যাবজ্জীবন করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। পঞ্চদশীতেও এইরূপ; অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ণিমা-অমাবস্যাতে ঐরূপ করিলে, দ্বাদশীর পক্ষে যে ফল উক্ত হইয়াছে, সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যোগশায়ী কেশবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মরূপরতা প্রাপ্ত হয়। যে পূর্ণিমাতে গগনমণ্ডলে চন্দ্র ও বৃহস্পতি একনক্ষত্র বা একরাশিস্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হন, সেই পূর্ণিমা ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লদ্বাদশী, বৎসরের মধ্যে মহতী; তাহাতে দান উপবাস ইত্যাদি কার্য্য অক্ষয়ফলজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১—১০।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

বনে পর্ণকুটীর করিয়া বাস করিবে, তিনবার স্নান করিবে, নিজ দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিবে, তৃণশায়ী হইবে। এই মহাব্রত—(অকামতঃ) ব্রহ্মহত্যা কিংবা যোগস্থ ক্ষত্রিয় (যাগস্থ বৈশ্য), গর্ভবতী, রজস্বলা, অত্রিগোত্রসম্ভূতা নারী বা বন্ধু-হত্যা করিলে দ্বাদশবৎসর করিবে। কামতঃ নর-পতিবধে এই মহাব্রতই দ্বিগুণ করিয়া করিবে; সামান্য ক্ষত্রিয়বধে পাদোন মহাব্রত করিবে; বৈশ্য-বধে অর্দ্ধ; শূদ্রবধে তদর্দ্ধ। এই সকল বিষয়েই শবশিরোধ্বজী হইবে; অর্থাৎ স্বকর-কলিত দণ্ডাগ্রে শবমুণ্ড স্থাপন করিয়া রাখিবে। সকল জীবের প্রতি ক্ষমা করিবে। মুণ্ডিতকেশাদি হইয়া একমাস গবানু-গমন করিবে;—গোগণ আসীন হইলে উপবেশন করিবে, দণ্ডায়মান থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিবে; অবসন্ন হইলে উদ্ধার করিবে; ভয় হইতে রক্ষা করিবে। তাহাদিগের শীতাদি নিবারণ না করিয়া আপনার শীতাদি নিবারণ করিবে না; গোমূত্রদ্বারা স্নান করিবে। দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এই গোব্রত, গোবধ করিলে করিবে। গজ-বধে পাঁচটী নীলবৃষ দান করিবে। তুরগবধে বস্ত্র; গর্দ্দভবধে মেষবধে ও ছাগবধে একবৎসর-বয়স্ক বৃষ; উষ্ট্রবধে সুবর্ণকৃষ্ণল প্রদান করিবে। কুক্কুরহত্যা করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিবে। মূষিক, মার্জ্জার, নকুল, মণ্ডূক, ডুণ্ডুভ ও অজগর

লোহদণ্ডঃ দক্ষিণাং দদ্যাৎ॥ ৩১॥ গোধোলুক-কাকঝষবধে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ॥ ৩২॥ হংস-বক-বলাকমদ্‌গুবানরশ্যেনভাসচক্রবাকাণামন্যতমং হত্বা ব্রাহ্মণায় গাং দদ্যাৎ॥ ৩৩॥ সর্পং হত্বা অভ্রীং কার্ষ্ণায়সীম্॥ ৩৪॥ ষণ্ডং হত্বা পলালভারকম্॥৩৫॥ বরাহং হত্বা ঘৃতকুম্ভম্॥ ৩৬॥ তিত্তিরিং তিল-দ্রোণম্॥ ৩৭॥ শুকং দ্বিহায়নং বৎসম্॥ ৩৮॥ ক্রৌঞ্চং ত্রিহায়ণম্॥ ৩৯॥ ক্রব্যাদমৃগবধে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ॥ ৪০॥ অক্রব্যাদমৃগবধে বৎসতরীম্॥ ৪১॥ অনুক্তমৃগবধে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত॥ ৪২॥ পক্ষিবধে নক্তাশী স্যাৎ॥ ৪৩॥ রূপ্যমাষকং বা দদ্যাৎ॥ ৪৪॥ হত্বা জলচরমুপবসেৎ॥ ৪৫॥
অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্যনস্থ্‌নান্তু শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ৪৬
কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্‌নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ৪৭
ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্‌শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্॥ ৪৮
অন্নাদ্যজানাং সত্ত্বানাং রসজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ফলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্॥ ৪৯
কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভে তু গচ্ছেদ্গাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ॥ ৫০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সুরাপঃ সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিতঃ কণান্ বর্ষমশ্নীয়াৎ॥ ১ মলানাং মদ্যানাঞ্চ অন্যতমস্য প্রাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ॥ ২॥ লশুনপলাণ্ডুগৃঞ্জনৈতদ্গন্ধিবিড়্বরাহ-গ্রাম্যকুক্কুটবানরগোমাংসভক্ষণে চ॥ ৩॥ সর্ব্বেষ্বে-তেষু দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তান্তে ভূয়ঃ সংস্কারং কুর্য্যাৎ॥ ৪॥ বপনমেখলাদণ্ডভৈক্ষ্যচর্য্যাব্রতানি পুনঃসংস্কার-কর্ম্মণি বর্জ্জনীয়ানি॥ ৫॥ শশকশল্লকগোধাখড়্গ-কূর্ম্মবর্জ্জং পঞ্চনখমাংসাশনে সপ্তরাত্রমুপবসেৎ॥ ৬॥ গণগণিকাস্তেনগায়নান্নানি ভুক্ত্বা সপ্তরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত॥ ৭॥ তক্ষকান্নং কর্ম্মকর্ত্তুশ্চ॥ ৮॥ বার্দ্ধু-

---

ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে কৃসরান্ন ভোজন করাইয়া লৌহদণ্ড দক্ষিণা দিবে। গোধা, পেচক, কাক বা মৎস্য হত্যা করিলে তিনদিন উপবাস করিবে। হংস, বক, বলাকা, মদ্‌গু, বানর, শ্যেন, ভাস ও চক্রবাক পক্ষী, ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। সর্পহত্যা করিলে লৌহময় খনিত্র দিবে। ব্রাহ্মণাদি ব্যতীত ক্লীবহত্যা করিলে একভার পলাল প্রদান করিবে। বরাহহত্যা করিলে, ঘৃতকুম্ভ; তিত্তিরিহত্যা করিলে একদ্রোণ তিল; শুকহত্যা করিলে দ্বিবর্ষবয়স্ক বৎস; ক্রৌঞ্চহত্যায় ত্রিহায়ণ বৎস ও মাংসাশী মৃগবধে দুগ্ধবতী গাভী, অমাংসাশী মৃগবধে বৎসতরী দান করিবে। অনুক্ত মৃগবধে তিনদিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। অনুক্ত-পক্ষিহত্যা করিলে রাত্রিতে আহার করিবে বা একমাস রজত দান করিবে। জলচরহত্যা করিলে উপবাসী থাকিবে। অস্থিযুক্ত সহস্র প্রাণী অর্থাৎ কৃকলাসাদিহত্যা করিলে এবং পূর্ণ এক শকট অস্থিরহিত প্রাণিহত্যা করিলে, শূদ্রহত্যা-ব্রত করিবে। অস্থিযুতপ্রাণিবধে, ব্রাহ্মণকে যৎ-কিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। অস্থিরহিতপ্রাণিহিংসায় প্রাণায়ামদ্বারা শুদ্ধ হয়। ফলপ্রদ বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা ও পুষ্পিত শাখা, ইহাদের অন্যতম ছেদনে, গায়ত্রী প্রভৃতি শতমন্ত্র জপ করিবে। অন্নাদিজাত, রসজাত এবং ফলপুষ্পসম্ভূত সর্ব্বপ্রকার প্রাণিহত্যায় ঘৃতভোজন শুদ্ধিজনক। কৃষ্ট-ক্ষেত্র-অথবা বনে স্বয়ংজাত ওষধি—অর্থাৎ দেব-কার্য্যাদির অনুদ্দেশে ছেদন করিলে একদিন দুগ্ধ-মাত্রাহারী হইয়া গবানুগমন করিবে। ১—৫০।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুরাপায়ী ব্যক্তি, যজন-যাজনাদি সর্ব্বকর্ম্ম-বর্জ্জিত হইয়া একবর্ষ কণামাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মল মদ্য এ সকলের অন্যতম ভোজনে চন্দ্রায়ণ করিবে। লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধি (অর্থাৎ লশুনাদি গন্ধযুক্তদ্রব্য). বিড়্বরাহ, গ্রাম্য-কুক্কুট, বানর এবং গো (এতদন্যতমের) মাংস-ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। এই সকল প্রায়শ্চিত্তেই দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃসংস্কার করিবে। পুনঃ-সংস্কারকার্য্যে বপন, মেখলা, দণ্ড, ভৈক্ষ্যচর্য্যা ও ব্রহ্মচর্য্য করিবে না। শশক, শল্লক, গোধা, গণ্ডার এবং কূর্ম্ম ব্যতীত অপর পঞ্চনখ জন্তুর মাংসাশনে সাতদিন উপবাস করিবে। গণ, গণিকা, চৌর বা গায়নের অন্ন ভোজন করিলে সাতদিন দুগ্ধ পান

যবককদর্য্যদীক্ষিতবদ্ধানগড়াভিশস্তষণ্ঢানাঞ্চ ॥ ৯ ॥ পুংশ্চলীদাম্ভিকচিকিৎসকলুব্ধকক্রুরোগ্রোচ্ছিষ্টভোজিনাঞ্চ ॥ ১০ ॥ অবীরাস্ত্রীস্বুবর্ণকারসপত্নপতিতনাঞ্চ ॥ ১১ ॥ পিশুনানৃতবাদিক্ষতধর্ম্মাত্মরসবিক্রয়িণাঞ্চ ॥১২॥ শৈলূষতন্তুবায়কৃতঘ্নরজকানাঞ্চ ॥ ১৩ ॥ কর্ম্মকারনিষাদরঙ্গাবতারিবেণুশস্ত্রবিক্রয়িণাঞ্চ ॥ ১৪ ॥ শ্বজীবিশৌণ্ডিকতৈলিকচৈলনির্ণেজকানাঞ্চ ॥ ১৫ ॥ রজস্বলাসহোপপতিবেশ্মনাঞ্চ ॥ ১৫ ॥ ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতমুদক্যাসংস্পৃষ্টং পতত্রিণাবলীঢ়ং শুনা সংস্পৃষ্টং গবাঘ্রাতঞ্চ ॥ ১৭ ॥ কামতঃ পদা স্পৃষ্টমবক্ষুতম্ ॥ ১৮ ॥ মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ॥ ১৯ ॥ নার্চ্চিতং বৃথামাংসঞ্চ ॥ ২০ ॥ পাঠীনরোহিতরাজীবসিংহতুণ্ডশকুলবর্জ্জং সর্ব্বমৎস্যমাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ ২১ ॥ সর্ব্বজলজমাংসাশনে চ ॥ ২২ ॥ অপঃ সুরাভাণ্ডস্থাঃ পীত্বা সপ্তরাত্রং শঙ্খপুষ্পীশৃতং পয়ঃ পিবেৎ ॥ ২৩ ॥ মদ্যভাণ্ডস্থাশ্চ পঞ্চরাত্রম্ ॥ ২৪ ॥ সোমপঃ সুরাপস্যগ্রেয়স্য গন্ধমুদকমগ্নিং-স্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বা ঘৃতপ্রাশনো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ খরোষ্ট্রকাকমাংসাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥ প্রাগজ্ঞাতং সূনাস্থং শুষ্কমাংসঞ্চ ॥ ২৭ ॥ ক্রব্যাদমৃগপক্ষিমাংসাশনে তপ্তকৃচ্ছ্রম্ ॥ ২৮ ॥ কলবিঙ্কপ্লবচক্রবাকহংসরজ্জুদালসারসদাত্যূহশুকসারিকা-বক-বলাকা-কোকিল- খঞ্জরীটাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ ২৯ ॥ একশফোভয়দন্তাশনে চ ॥ ৩০ ॥ তিত্তিরিকপিঞ্জললাবকবর্ত্তিকাময়ূরবর্জ্জং সর্ব্বপক্ষিমাংসাশনে চাহোরাত্রম্ ॥ ৩১ ॥ কীটাশনে দিনমেকং ব্রহ্মসুবর্চ্চলাং পিবেৎ ॥ ৩২ ॥ শুনাং মাংসাশনে চ ॥ ৩৩ ॥ ছত্রাককবকাশনে সান্তপনম্ ॥ ৩৪ ॥ যবগোধূমপয়োবিকারং স্নেহাক্তং শুক্তং খাণ্ডবঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা পর্য্যুষিতং তৎপ্রাশ্যোপবসেৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রশ্চনামেধ্যপ্রভবাল্লোহিতাংশ্চ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ॥ ৩৬ ॥ শালূক-বৃথাকৃসর-সংযাব-পায়সাপূপ-শষ্কুলী-দেবান্নানি

করিয়া জীবন ধারণ করিবে। তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন; চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, কদর্য্য, দীক্ষিত, নিগড়াদিবদ্ধ, অভিশস্ত,ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী,দাম্ভিক, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক,ক্রূর, নিষিদ্ধ, উচ্ছিষ্টভোজী, অবীরা স্ত্রী, সুবর্ণকার শত্রু, পতিত, পিশুন * মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মবিক্রয়ী, সোমবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গাবতারী, বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শ্বজীবী, শৌণ্ডিক, তৈলিক, চেলনির্ণেজক, রজস্বলা এবং সহোপপতি বেশ্যা, ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন, ভ্রূণঘাতীর দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, গবাঘ্রাত, জ্ঞানপূর্ব্বক পাদদ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অন্ন, মত্ত ক্রুদ্ধ ও আতুর ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন, অনর্চ্চিত অন্নাদি অথবা বৃথামাংস ভোজন করিলেও সাতদিন দুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অধ্যায় ১৬০—১৬৭ শ্লোক দেখ।) পাঠীন, রোহিত, রাজীব, সিংহতুণ্ড, এবং শকুল ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিনদিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। সুরাভাণ্ডস্থ জল পান করিলে, সাতদিন শঙ্খপুষ্পীর সহিত সিদ্ধ জল পান করিয়া থাকিবে। মদ্যভাণ্ডস্থ জলপান করিলে পাঁচদিন ঐরূপ করিবে। সোমপায়ী ব্যক্তি সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলমগ্ন অবস্থায় তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া একদিন থাকিবে। খরমাংস, উষ্ট্রমাংস বা কাকমাংস ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, যাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয়ে নিশ্চয় নাই—সেই পশু পক্ষী প্রভৃতির মাংস, বধস্থানস্থিত মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংসাশী পশু পক্ষীর মাংস ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র। কলবিঙ্ক, জলকুক্কুট, চক্রবাক, হংস, রজ্জুদাল, সারস, দাত্যূহ (অর্থাৎ কাকবিশেষ), শুক,সারিকা, বক, বলাকা, কোকিল ও খঞ্জন পক্ষী ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে। একশফ অর্থাৎ অশ্বাদি ও উভয়তোদন্ত অর্থাৎ গজাদি ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। তিত্তিরি, কপিঞ্জল লাবক, বর্ত্তিকা ও ময়ূর ব্যতীত (অযুক্ত) সকল পক্ষিমাংস ভোজনেই অহোরাত্র উপবাস করিবে। কীটভোজনেও একদিন (দিনমাত্র, অহোরাত্র নহে) ব্রাহ্মীশাকের ক্বাথজল পান করিবে। কুক্কুর-মাংসাশনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ছত্রাক ও কবক অর্থাৎ ছত্রাকবিশেষ ভোজনে সান্তপন। যববিকার, গোধূমবিকার, দুগ্ধবিকার, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ভোজ্য ও শুক্ত অর্থাৎ কালবশে অম্লভাব প্রাপ্ত; এবং খাণ্ডব ব্যতীত যাহা পর্য্যুষিত, তদ্ভোজনে উপবাস করিবে। ছেদনোৎপন্ন নির্য্যাস, বিষ্ঠাদিজাত বস্তু, রক্তবর্ণ-বৃক্ষনির্য্যাস,শালূক, দেবাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত

---

* কুল্লুকভট্ট বলেন, পিশুনশব্দে সাক্ষাতে পরনিন্দাকারী।

হবীংষি চ ॥ ৩৭ ॥ গোঽজামহিষীবর্জ্জং সর্ব্বপয়াংসি চ ॥ ৩৮ ॥ অনির্দ্দশাহানি তান্যপি ॥ ৩৯ ॥ স্যন্দিনী-সন্ধিনীবিবৎসাক্ষীরঞ্চ ॥ ৪০ ॥ অমেধ্যভুজশ্চ ॥ ৪১ ॥ দধিবর্জ্জং কেবলানি চ শুক্তানি ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী শ্রাদ্ধভোজনে প্রাজাপত্যম্ ॥ ৪৩ ॥ দিনমেকঞ্চোদকে বসেৎ ॥ ৪৪ ॥ মধুমাংসাশনে প্রাজাপত্যম্ ॥ ৪৫ ॥ বিড়ালকাকনকুলাখুচ্ছিষ্টভক্ষণে ব্রহ্মসুবর্চ্চলাং পিবেৎ ॥ ৪৬ ॥ শ্বোচ্ছিষ্টাশনে দিনমেকমুপোষিতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ ॥ ৪৭ ॥ পঞ্চনখবিণ্মূত্রাশনে সপ্তরাত্রম্ ॥ ৪৮ ॥ আমশ্রাদ্ধাসনে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ॥ ৪৯ ॥ ব্রাহ্মণঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে সপ্তরাত্রম্ ॥ ৫০ ॥ বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশনে পঞ্চরাত্রম্ ॥ ৫১ ॥ রাজন্যোচ্ছিষ্টাশনে ত্রিরাত্রম্ ॥ ৫২ ॥ ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টাশনে ত্বেকাহম্ ॥ ৫৩ ॥ রাজন্যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী পঞ্চরাত্রম্ ॥ ৫৪ ॥ বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশী ত্রিরাত্রম্ ॥ ৫৫ ॥ বৈশ্যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী চ ॥ ৫৬ ॥ চাণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ ৫৭ ॥ সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ ॥ ৫৮ ।

অসংস্কৃতান্ পশূন্ মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্বিপ্রঃ কথঞ্চন ।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ ॥ ৫৯
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বেহ মারণম্ ।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ নিষ্কৃতিম্ ॥ ৬০
যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
যজ্ঞো হি ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥ ৬১
ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ ॥ ৬২
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা ।
যজ্ঞার্থে নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুত্থিতাঃ পুনঃ ॥ ৬৩
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি ।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যি কথঞ্চন ॥ ৬৪
যজ্ঞার্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ ।
আত্মানঞ্চ পশূংশ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥ ৬৫

কৃসর,* সংযাব, পায়স, অপূপ, শষ্কুলি, নৈবেদ্যার্থ-অন্ন (নিবেদনের পূর্ব্বে), পুরোডাশাদি হবি (হোমের পূর্ব্বে), গো, অজা, মহিষী ব্যতীত (অপর সকলের) দুগ্ধ, অনির্দ্দশাহ সেই সকল অর্থাৎ গো, অজা, ও মহিষীর দুগ্ধ, স্যন্দিনী অর্থাৎ স্রবৎস্তনী, সন্ধিনী ও বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, বিষ্ঠাদিভোজী গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ এবং দধি ব্যতীত কেবল শুক্ত-ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধ ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে ও একদিন জলে অবস্থান করিবে। মধুপান, মাংস ভোজনেও প্রাজাপত্য করিবে। বিড়াল, কাক, নকুল, বা মুষিকের উচ্ছিষ্ট ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মীশাকরস পান করিবে। কুক্কুরোচ্ছিষ্ট ভোজনে একদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। পঞ্চনখ জন্তুর বিষ্ঠ মূত্র-ভোজনে সাতদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। আমশ্রাদ্ধ ভোজন করিলে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। শূদ্রোচ্ছিষ্ট-ভোজনে ব্রাহ্মণ সাতদিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্ট-ভোজনে পাঁচদিন, ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট-ভোজনে তিনদিন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে এক দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় পাঁচদিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী তিন দিন এবং শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্যও তিনদিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয়, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্য একদিন এইরূপ করিবে। চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির আমান্ন ভোজনে তিনদিন উপবাস করিবে; আর সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে পরাকব্রত। বিপ্র মন্ত্র দ্বারা অসংস্কৃত পশু কোনরূপেই ভোজন করিবে না। পরন্তু সনাতন নিয়মের অনুগামী হইয়া মন্ত্র-সংস্কৃত পশু ভোজন করিতে পারিবে। পশুঘাতী ব্যক্তি ইহলোকে যাগাদি-উদ্দেশ ব্যতীত বৃথা পশুহত্যা করিলে, পশুশরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখানুভব ও নরক-ভোগরূপ নিকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্যই পশুগণের সৃজন করিয়াছেন; যজ্ঞও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ; অতএব যজ্ঞে যে বধ হয়, তাহা বধের মধ্যে গণ্য নহে; সুতরাং পাপজনক হইবে না। বৃথামাংসভোজীর, পরলোকে যাদৃশ পাপভোগ হয়, ধনার্থী মৃগ-ঘাতীর তাদৃশ পাপভোগ হয় না। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্য্যক্ ও পক্ষী সকল যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্ব্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গন্ধর্ব্বাদিযোনি প্রাপ্ত হয়। মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য—এই সকল কর্ম্মেই পশুগণের হিংসা করিবে। অন্যকর্ম্মে কোনরূপেই হিংসা করিবে না; বেদার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ দ্বিজ যজ্ঞার্থে পশুহিংসা করিলে, আপনাকে ও পশুগণকে

* কল্লুকভট্ট বলেন, তিলের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন, তিল ও মুদ্গের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর।

গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ ॥ ৬৬
যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥ ৬৭
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥ ৬৮
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ৬৯
যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে রতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোতি যত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥ ৭০
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭১
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥ ৭২
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে ॥৭৩
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥ ৭৪
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবাংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ ॥
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্যস্তস্য পুণ্যফলং সমম্ ॥ ৭৬
ফলমূলাশনৈর্দ্দিব্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন ত' ফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ ॥ ৭৭
মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যা ..

সুবর্ণস্তেয়কৃদ্রাজ্ঞে কর্ম্মাচক্ষাণো মুষলমর্পয়েৎ ॥ ১ ॥ বধাৎ ত্যাগাদ্বা প্রয়তো ভবতি ॥ ২ ॥ মহাব্রতং দ্বাদশাব্দানি বা কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥ নিক্ষেপাপ-

উত্তমা গতি লাভ করান। গৃহবাসী, গুরুকুলবাসী বা অরণ্যবাসী আত্মবান্ দ্বিজ আপৎকালেও অবেদ-বিহিত হিংসা করিবেন না। চরাচরে যে বেদবিহিত হিংসা নিয়ত আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে; কেন না, বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ। যে ব্যক্তি নিজসুখ অভিলাষে অহিংসক প্রাণী সকলের হিংসা করে, সে জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর কোন স্থানেই সুখ লাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের বধবন্ধন-ক্লেশপ্রদানে অনিচ্ছুক, সর্ব্বহিতৈষী সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে ধর্ম্মবিষয়ক যাহা চিন্তা করে, ধর্ম্মসাধন যাহা করে এবং যে সকল পরমার্থ জ্ঞানাদিতে মনোনিবেশ করে, অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হয়। প্রাণিহিংসা না করিলে কখনই মাংস হয় না, প্রাণিবধও স্বর্গজনক নহে অর্থাৎ নরকগমনের হেতু, অতএব মাংস পরিত্যাগ করাই বিধি। মাংসের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের বধবন্ধন-ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল মাংসভক্ষণ হইতেই নিবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি পিশাচবৎ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না অর্থাৎ পিশাচেরা যেমন অবৈধ মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তেমন করে না, সে ব্যক্তি লোকের প্রীতিভাজন হয় এবং ব্যাধিপীড়িত হয় না। অনুমন্তা অর্থাৎ যাহার অনুমতি ব্যতীত হত্যা হয় না; বিশসিতা অর্থাৎ যে হতপশুর অঙ্গ সকল অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে—কর্ত্তন করে; হত্যাকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক ও ভক্ষক, ইহারা (সকলেই) ঘাতক অর্থাৎ পশু-হিংসার পাপভাগী। যে ব্যক্তি পিতৃগণের পূজা না দিয়া পরকীয় মাংস দ্বারা কেবল স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে; তাহা অপেক্ষা আর পাপী নাই যে ব্যক্তি একশতবর্ষকাল বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তাহার এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার পুণ্যফল সমান। মাংস পরিত্যাগে যে ফল পাওয়া যায়, দিব্য অর্থাৎ পবিত্র ফল-মূল-ভোজন বা বানপ্রস্থ-ভোজ্য নীবারাদি অন্ন ভোজ্য দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি ইহলোকে যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, "মাং সঃ" আমাকে সে পরলোকে ভোজন করিবে। পণ্ডিতগণ মাংস শব্দের ইহাই মাংসত্ব (মাংস নাম হইবার কারণ) বলিয়া থাকেন। ১—৭৮

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অশীতি রক্তিকার অন্যূন ব্রাহ্মণস্বামিক স্বর্ণাপহারী রাজাকে আপনার দুষ্কর্ম্মের কথা বলিয়া একটী মুষল অর্পণ করিবে। রাজকর্ত্তৃক সেই মুষলাঘাতে হত হইয়া বা ত্যক্ত অর্থাৎ হত না হইয়া, পবিত্র

চ ॥ ৪ ॥ ধান্যধনাপহারী চ কৃচ্ছ্রমব্দম্ ॥ ৫ ॥ মনুষ্যস্ত্রীকূপক্ষেত্রবাপীনামপহরণে চান্দ্রায়ণম্ ॥ ৬ ॥ দ্রব্যাণামল্পসারাণাং সান্তপনম্ ॥ ৭ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যপানশয্যাসনপুষ্পমূলফলানাং পঞ্চগব্যপানম্ ॥ ৮ ॥ তৃণকাষ্ঠদ্রুমশুষ্কান্নগুড়বস্ত্রচর্ম্মামিষাণাং ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ ৯ ॥ মণিমুক্তাপ্রবালতাম্ররজতায়ঃকাংস্যানাং দ্বাদশাহং কণানশ্নীয়াৎ ॥ ১০ ॥ কার্পাসকীটজোর্ণাদ্যপহরণে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ॥ ১১ ॥ দ্বিশফৈকশফহরণে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ ১২ ॥ পক্ষিগন্ধৌষধিরজ্জুবৈদলানামপহরণে দিনমুপবসেৎ ॥ ১৩ ॥

দত্ত্বৈবাপহৃতং দ্রব্যং ধনিকস্যাপ্যুপায়তঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্য্যাৎ কল্মষস্যাপনুত্তয়ে ॥ ১৪
যদ্‌যৎ পরেভ্য আদদ্যাৎ পুরুষস্তু নিরঙ্কুশঃ।
তেন তেন বিহীনঃ স্যাদ্‌যত্র যত্রাভিজায়তে ॥ ১৫
জীবিতং ধর্ম্মকামৌ চ ধনে যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতৌ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধনহিংসাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬
প্রাণিহিংসাপরো যস্তু ধনহিংসাপরস্তথা।
মহাদুঃখমবাপ্নোতি ধনহিংসাপরস্তয়োঃ ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাগম্যাগমনে মহাব্রতবিধানেনাব্দং চীরবাসা বনে প্রাজাপত্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ পরদারগমনে চ ॥ ২ ॥ গোব্রত গোগমনে চ ॥ ৩ ॥ পুংস্যযোনাবাকাশেঽপ্সু দিবা গোযানে চ সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ চাণ্ডালীগমনে তৎসাম্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥ অজ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ পশুবেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যম্ ॥ ৭ ॥ সকৃদ্দুষ্টা স্ত্রী যৎ পুরুষস্য পরদারে তদ্‌ব্রতং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥

যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষভুগ্‌জপন্ নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি ॥ ৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

হইবে। অথবা দ্বাদশ বৎসর মহাব্রত করিবে। গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলেও দ্বাদশ বর্ষ মহাব্রত করিবে। ধন-ধান্য অপহরণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। দাস, দাসী, কূপ, ক্ষেত্র ও বাপী অপহরণে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অল্পমূল্য-দ্রব্যাপহরণে সান্তপন করিবে। মোদকাদি ভক্ষ্য, ওদনাদি ভোজ্য, পানীয়, শয্যা আসন, পুষ্প, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম ও আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ ও কাংস্য অপহরণে দ্বাদশদিন তণ্ডুলাদির কণা ভোজন করিয়া থাকিবে। কার্পাস, কৌশেয় এবং উর্ণাদি অপহরণে তিনদিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। গবাদি দ্বিশফ ও অশ্বাদি একশফ হরণে তিনদিন উপবাস করিবে। পক্ষী, চন্দনাদি গন্ধ, ওষধি, রজ্জু এবং বৈদল অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেণুখণ্ড-নির্ম্মিত শূর্প, ব্যঞ্জনাদি অপহরণে একদিন উপবাস করিবে। অপহৃত দ্রব্য কোন উপায়ে প্রকৃত ধনাধিকারীকে দিয়াই তদনন্তর পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধাতিক্রমে পুরুষ যে যে দ্রব্য অপহরণ করিবে, যে যে জাতিতে জন্ম হউক না কেন, তাহাতে সেই সেই দ্রব্যের অভাব থাকিবে। যেহেতু জীবন, ধর্ম্ম এবং সমস্ত অভিলষিত বস্তু ধনের উপর নির্ভর করে, অতএব যাহাতে কাহারও ধনহানি করা না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসাকারী আর যে ব্যক্তি ধনহিংসাকারী অর্থাৎ চোর তাহাদিগের মধ্যে ধনহিংসাকারীই অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকে। ১—১৭।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

অগম্যাগমন করিলে, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া মহাব্রতবিধি অনুসারে এক-বৎসরকাল প্রাজাপত্য করিবে। পরস্ত্রীগমনেও ঐ ব্রত। গো-গমনে গোব্রত করিবে। পুরুষে, অযোনিতে আকাশে, (কর্‌ব্যাপারাদি দ্বারা), জলমধ্যে অথবা গোযানে মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নান করিবে। চণ্ডালীগমনে তজ্জাতি-সমানতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালীগমনে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। পশুগমনে বা বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্য করিবে। একবার ব্যভিচারিণী স্ত্রী, পুরুষের পরদারগমনে যে ব্রত তাহা করিবে।

একরাত্র বৃষলীসেবনে যে পাপ করে, তাহা বিনষ্ট করিতে, তিন বর্ষ নিত্য ভিক্ষান্নভোজন ও জপ করিতে হয়। ১—৯।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

যং পাপাত্মা যেন সহ সংযুজ্যতে স তস্যৈব প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ॥ ১॥ মৃতপঞ্চনখাৎ কূপাদত্যন্তোপহতাচ্চোদকং পীত্বা ব্রাহ্মণস্ত্রিরাত্রমুপবসেৎ॥২॥ দ্ব্যহং রাজন্যঃ॥৩॥ একাহং বৈশ্যঃ॥৪॥ শূদ্রো নক্তম্॥৫॥ সর্ব্বে চান্তে ব্রতস্য পঞ্চগব্যং পিবেয়ুঃ॥৬॥

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো মহারৌরবসংজ্ঞিতম্॥৭

পর্ব্বানারোগ্যবর্জ্জমৃতাবগচ্ছন্ পত্নীং ত্রিরাত্রমুপবসেৎ॥৮ কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ॥৯॥ অনুদকমূত্রপুরীষকরণে সচৈলস্নানং মহাব্যাহৃতিহোমশ্চ॥১০॥ সূর্য্যাভ্যুদিতনির্মুক্তঃ সচৈলস্নাতঃ সাবিত্র্যষ্টশতমাবর্ত্তয়েৎ॥১১॥ শ্বশৃগালবিড়্বরাহখরবানরবায়সপুংশ্চলীভির্দষ্টঃ স্রবন্তীমাসাদ্য ষোড়শ প্রাণায়ামান্ কুর্য্যাৎ॥১২॥ বেদাগ্ন্যুৎসাদী ত্রিষবণস্নাযধঃশায়ী সংবৎসরং সকৃদ্ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তেত॥১৩॥ সমুৎকর্ষানৃতে গুরোশ্চালীকানির্ব্বন্ধে তদাক্ষেপণে চ মাসং পয়সা বর্ত্তেত॥১৪॥ নাস্তিকো নাস্তিকবৃত্তিঃ কৃতঘ্নঃ কূটব্যবহারী ব্রাহ্মণবৃত্তিঘ্নশ্চৈতে সংবৎসরং ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তেরন্॥১৫॥ পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে দাতা যাজকশ্চ চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ॥১৬॥ প্রাণিভূপুণ্যসোমবিক্রয়ী তপ্তকৃচ্ছ্রং কুর্য্যাৎ॥১৭॥ আর্দ্রৌষধিগন্ধপুষ্পফলমূলচর্ম্মবেত্রবৈদলতুষকপালকেশভস্মাস্থিগোরসপিণ্যাকতিলতৈলবিক্রয়ী প্রাজাপত্যম্॥১৮॥ শ্লেষ্মজতুমধূচ্ছিষ্টশঙ্খত্রপুশুক্তিসীসকৃষ্ণলোহোদুম্বরখড়্গপাত্রবিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ॥১৯॥ রক্তবস্ত্ররঙ্গরত্নগন্ধগুড়মধুরসোর্ণাবিক্রয়ী ত্রিরাত্রমুপবসেৎ॥২০॥ মাংসলবণলাক্ষাক্ষীরবিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ॥২১॥ তঞ্চ ভূয়শ্চোপনয়েৎ॥২২॥ উষ্ট্রেণ খরেণ বা গত্বা নগ্নঃ স্নাত্বা সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ॥২৩॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

যে পাপাত্মা, যাহার সহিত সংসৃষ্ট হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পাপীর সংসর্গী, সেই ব্যক্তি তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পঞ্চনখ-মরণ-দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে জল পান করিলে ব্রাহ্মণ তিনদিন, ক্ষত্রিয় দুই দিন ও বৈশ্য একদিন উপবাস করিবে। শূদ্র রাত্রিতে ভোজন করিবে। সকল দ্বিজই ব্রতান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিবে না। যদি শূদ্র পঞ্চগব্য পান করে এবং ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই মহারৌরব-নামক নরকে গমন করে। পর্ব্ব এবং পীড়া ব্যতীত ঋতুকালে পত্নীগমন না করিলে তিনদিন উপবাসী থাকিবে। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। মূত্রত্যাগ বা বিষ্ঠাত্যাগ করিয়া জলশৌচ না করিলে, সবস্ত্র স্নান ও মহাব্যাহৃতি হোম কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পর মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নানান্তে অষ্টোত্তরশতবার গায়ত্রী জপ করিবে। কুক্কুর, শৃগাল, বিড়্বরাহ, গর্দ্দভ, বানর, কাক, এবং বেশ্যাকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, নদীতে গিয়া ষোড়শ বার প্রাণায়াম করিবে। অধীত বেদ বিস্মৃত হইলে এবং আহিত অগ্নি ত্যাগ করিলে একবৎসরকাল ত্রিকালস্নায়ী ও স্থণ্ডিলশায়ী হইবে এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে! উৎকর্ষ-প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথাদি প্রয়োগ করিলে, গুরুর অলীক নিন্দা করিলে বা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, একমাস দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে। নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, কৃতঘ্ন, কূটব্যবহারী ও ব্রাহ্মণবৃত্তিঘ্ন, ইহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে। পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় নাই—সেই কন্যা, কন্যাদানকর্ত্তা এবং যাজক; চান্দ্রায়ণ করিবে। গো-মনুষ্যাদি প্রাণী, ভূমি, ধর্ম্ম ও সোমরস বিক্রয় করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। আর্দ্রক, যবাদি ওষধি, গন্ধ, পুষ্প, ফল, মূল, চর্ম্ম, বেত্র, বৈদল, তুষ, কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, দুগ্ধ, পিণ্যাক, তিল ও তৈল বিক্রয় করিলে প্রাজাপত্য করিবে। শ্লেষ্মাতকফল, লাক্ষা, মধূচ্ছিষ্ট (মোম), শঙ্খ, শুক্তি, রাঙ, সীস, কৃষ্ণলোহ (চুম্বক), তাম্র, এবং গণ্ডারশৃঙ্গময় পাত্র বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। রক্ত বস্ত্র, রাঙ, রত্ন, গন্ধ, গুড়, মধু, রস এবং ঊর্ণা, বিক্রয় করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে (রাঙ ও গন্ধের পুনর্গ্রহণ, মিশ্রিত রাঙ ও মিশ্রিত গন্ধের বিক্রয়ে প্রায়শ্চিত্তলাঘব জ্ঞাপনার্থ।) মাংস লবণ, লাক্ষা ও ক্ষীর বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে (লাক্ষার পুনর্গ্রহণ মিশ্রিত লাক্ষা-বিক্রয়েও প্রায়শ্চিত্তসাম্য জ্ঞাপনার্থ)। আর অবিক্রেয়-বিক্রয়ীর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। উষ্ট্র বা গর্দ্দভ-আরোহণে গমন, নগ্ন-অবস্থায় স্নান, নিদ্রা বা ভোজন

জপিত্বা ত্রীণি সাবিত্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠে পয়ঃ পীত্বা মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ॥ ২৪
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি॥ ২৫
যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥ ২৬
প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকর্ম্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ পরিত্যক্তাস্তেষামপ্যেতদাদিশেৎ॥ ২৭
যদ্গর্হিতেনার্জ্জয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্যোৎসর্গেণ শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসা তথা॥ ২৮
বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্॥ ২৯
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্।
এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈতান্ন জুগুপ্সেত ধর্ম্মবিৎ॥ ৩১
বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ।
শরণাগতহন্তৄংশ্চ স্ত্রীহন্তৄংশ্চ ন সংবসেৎ॥ ৩২

করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। একাগ্রচিত্তে তিনসহস্র গায়ত্রীজপ, একমাস গোষ্ঠে অবস্থিতি ও তিনদিন মাত্র দুগ্ধ পান করিলে অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অযাজ্যযাজন, পরকীয় আবসানিক কার্য্য এবং সকল অভিচার করিলে, তিন প্রাজাপত্য দ্বারা সেই পাপকে বিনষ্ট করিতে পারে। যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অনুবচন হয় নাই (অর্থাৎ ব্রাত্য) তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে। যে সকল দ্বিজ, বিকর্ম্মস্থ এবং ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত, তাহাদিগেরও এই প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণগণ নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহার পরিত্যাগ, গায়ত্রী প্রভৃতি জপ ও তপশ্চরণ দ্বারা সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম লঙ্ঘন ও স্নাতকব্রতলোপে উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিলে প্রাজাপত্য, দণ্ডনিপাতনে অতিকৃচ্ছ্র আর রক্তোৎপাদনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপচারীদিগের সহিত কোন কার্য্য করিবে না আর ইহারা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদের আর নিন্দা করিবে না। বালঘ্ন, কৃতঘ্ন, শরণাগতঘাতী ও স্ত্রীঘাতিগণ ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে না।

অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ॥ ৩৩
অনুক্তনিষ্কৃতীনাঞ্চ পাপানামপনুত্তয়ে।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য পাপঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ॥ ৩৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথ রহস্যপ্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি॥ ১॥ স্রবন্তীমাসাদ্য স্নাতঃ প্রত্যহং ষোড়শপ্রাণায়ামান্ কৃত্বা কালং হবিষ্যাশী মাসেন ব্রহ্মহা পূতো ভবতি॥ ২॥ কর্ম্মণোঽন্তে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ॥ ৩॥ ব্রতেনাঘমর্ষণেন চ সুরাপঃ পূতো ভবতি॥ ৪॥ গায়ত্রীদশসহস্রজপেন সুবর্ণস্তেয়কৃৎ॥ ৫॥ ত্রিরাত্রোপোষিতঃ পুরুষসূক্তজপহোমাভ্যাং গুরুতল্পগঃ॥ ৬॥
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥ ৭
প্রাণায়ামং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু॥ ৮

যাহার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ—সেই বৃদ্ধ, ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক স্ত্রীলোক এবং রোগী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তভাগী হইবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল না, তাহাদের ক্ষয়ার্থ—পাপীর শক্তি ও পাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে। ১—৩৪।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইতেছে। ব্রহ্মহত্যাকারী একমাসকাল প্রত্যহ নদীতে গিয়া স্নান, ষোড়শবার প্রাণায়াম ও একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে; কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি অঘমর্ষণ ব্রত করিয়া পবিত্র হইবে; স্বর্ণাপহারী দশসহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া পবিত্র হইবে, আর বিমাতৃগামী তিনদিন উপবাসী থাকিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্রজপ ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পবিত্র হইবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল পাপের নাশক, তেমনি অঘমর্ষণসূক্ত সর্ব্বপাপনাশক। দ্বিজ সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থ প্রাণায়াম করিবে। দ্বিজের সকল পাপই প্রাণায়াম-

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ ৯
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ॥ ১০
ত্রিভ্য এব চ বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥ ১১
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ ১২
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥ ১৩
এতদ্রয়বিসংযুক্তা কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিড়্জাতির্গর্হণাং যাতি সাধুষু॥ ১৪
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥ ১৫
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥ ১৬
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ।

দ্বারা দগ্ধ হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস সংযম করিয়া সব্যাহৃতি (ভূঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি সহিত) সপ্রণবা গায়ত্রী মস্তকের সহিত (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্র—মস্তক) তিনবার মনে মনে পাঠ করিবে। ইহা প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে (প্রণবঘটক) অকার, উকার ও মকার এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ, ইহা দোহন করিয়া লইয়াছিলেন; অর্থাৎ ইহাই তিনবেদের সার। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি তৎ ইত্যাদি গায়ত্রীমন্ত্রের তিন পাদ তিন বেদ হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। উভয় সন্ধ্যা-সময়ে এই অক্ষর (অর্থাৎ প্রণব) এবং ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করিলে, বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির তিন বেদ অধ্যয়নে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য লাভ হয়। দ্বিজ, গ্রামবহির্ভাগে গায়ত্রী, প্রণব ও ব্যাহৃতি, এই তিন মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে এক মাসে, ত্বক্ হইতে সর্পের মত মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এই তিন মন্ত্রও যথাকালে স্বীয় নিত্য-কর্ম্ম দ্বারা বিযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, সাধুসমাজে নিন্দাভাজন হয়। অবিনাশী ওঙ্কারপূর্ব্বিকা তিন মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিনবর্ষ প্রত্যহ এই গায়ত্রী জপ করে, সে ব্যক্তি, বায়ুর মত কামচারী ও আকাশবৎ অবয়বশূন্য হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। একাক্ষর

সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥ ১৭
ক্ষরন্তি সর্ব্ববৈদিক্যো জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ।
অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতিঃ॥ ১৮
বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥ ১৯
যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ২০
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ২১
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্ববেদপবিত্রাণি ভবন্তি॥ ১॥ যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ দ্বিজাতয়ঃ পাপেভ্যঃ পূয়ন্তে॥ ২॥ অঘমর্ষণম্॥ ৩॥ দেবকৃতম্॥ ৪॥ শুদ্ধবত্যঃ॥ ৫॥ তরৎসমন্দীয়ম্॥ ৬॥ কুষ্মাণ্ড্যঃ॥ ৭॥ পাবমান্যঃ॥

(অর্থাৎ ওঙ্কার) পরব্রহ্ম; প্রাণায়াম সর্ব্বাপেক্ষা পাপনাশক; সাবিত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; মৌন অপেক্ষা সত্য কথা উৎকৃষ্ট। বেদোক্ত সকল হোমযোগাদি কার্য্যই নশ্বর; কিন্তু অক্ষর (প্রণব) ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া, অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞেয়; যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মাই ওঙ্কার। দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপযজ্ঞ দশগুণে—উপাংশুজপ শতগুণে ও মানসজপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। বিধি-যজ্ঞের সহিত হোম, বলিকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথিভোজন, এই যে চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ, সেই সমস্ত যজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে; অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। যাগাদি অন্য কিছু করুক বা না করুক, ব্রাহ্মণ, জপ দ্বারাই নিঃসন্দেহে সিদ্ধি লাভ করে; যেহেতু ঐ সর্ব্বপ্রাণি-মিত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মে লীন হয়; ইহা আগমে উক্ত হইয়াছে। ১—২১।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৫॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্ববেদের মধ্যে যে কয়টী বিশেষ পবিত্র, তাহা নিরূপিত হইতেছে। এই সকল মন্ত্র-জপ ও এই সকল মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া দ্বিজগণ পূত হয়। অঘমর্ষণ, দেবকৃত, শুদ্ধবতী, তরৎ-

৮॥ দুর্গাসাবিত্রী॥৯॥ অতীষঙ্গাঃ॥১০॥ পদস্তোভাঃ॥১১॥ সামানি ব্যাহৃতয়ঃ॥১২॥ ভারুণ্ডানি॥১৩॥ চন্দ্রসাম॥১৪॥ পুরুষব্রতে সামনী॥১৫॥ অরিঙ্গম্॥১৬॥ বার্হস্পত্যম্॥১৭॥ গোসূক্তম্॥১৮॥ আশ্বসূক্তম্॥১৯॥ সামনী চন্দ্রসূক্তে চ॥২০॥ শতরুদ্রিয়ম্॥২১॥ অথর্ব্বশিরঃ॥২২॥ ত্রিসুপর্ণম্॥২৩॥ মহাব্রতম্॥২৪॥ নারায়ণীয়ম্॥২৫॥ পুরুষসূক্তঞ্চ॥২৬॥

স্ত্রীণ্যাজ্যদোহানি রথন্তরঞ্চ
অগ্নিব্রতং বামদেবং বৃহচ্চ।
এতানি গীতানি পুনন্তি জন্তূন্
জাতিস্মরত্বং লভতে য ইচ্ছেৎ॥২৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্যাজ্যাঃ॥১॥ ব্রাত্যাঃ॥২॥ পতিতাঃ॥৩॥ ত্রিপুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চাশুদ্ধাঃ॥৪॥ সর্ব্ব এবাভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ॥৫॥ অপ্রতিগ্রাহেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গং বর্জ্জয়েৎ॥৬॥ প্রতিগ্রহেণ ব্রাহ্মণানাং ব্রাহ্মং তেজঃ প্রণশ্যতি॥৭॥ দ্রব্যাণাং বাবিজ্ঞায় প্রতিগ্রহবিধিং যঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাৎ স দাত্রা সহ নিমজ্জতি॥৮॥ প্রতিগ্রহসমর্থশ্চ যঃ প্রতিগ্রহং বর্জ্জয়েৎ স দাতৃর্লোকমাপ্নোতি॥৯॥ এধোদকমূলফলাভয়ামিষমধুশয্যাসনগৃহপুষ্পদধিশাকাংশ্চাভ্যুদ্যতান্ ন নির্ণুদেৎ॥১০॥

আহূয়াভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদনুচোদিতাম্।
গ্রাহ্যাং প্রজাপতির্মেনে অপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ॥১১
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে॥১২
গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষুরর্চ্চিষ্যন্ পিতৃদেবতাঃ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ॥১৩
এতেষ্বপি চ কার্য্যেষু সমর্থস্তৎপ্রতিগ্রহে।
নাদদ্যাৎ কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ॥১৪
গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনো বৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্নীয়াৎ সাধুতঃ সদা॥১৫
আর্দ্ধিকং কুলমিত্রঞ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ।

সমন্দীয়, কুষ্মাণ্ডী, পাবমানী, দুর্গাসাবিত্রী, অতীষঙ্গ, পদস্তোভ, ব্যাহৃতি—সামগণ, ভারুণ্ড, চন্দ্রসাম, পুরুষব্রত—সামদ্বয়, অরিঙ্গ—অপোহিষ্ঠা ইত্যাদি, বার্হস্পত্য, গোসূক্ত, আশ্বসূক্ত, চন্দ্রসূক্ত, সামদ্বয়, শতরুদ্রিয়, অথর্ব্বশিরঃ, ত্রিসুপর্ণ, মহাব্রত, নারায়ণীয় এবং পুরুষসূক্ত, আজ্য দোহত্রয়, রথন্তর, অগ্নিব্রত, বামদেব এবং বৃহৎসাম, এই সকল মন্ত্র গীত হইয়া প্রাণীদিগকে পবিত্র করে এবং গানকর্ত্তা যদি ইচ্ছা করে ত জাতিস্মরত্ব হইতে পারে। ১—২৭।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

কাহারা ত্যাজ্য, ইহা কথিত হইতেছে। যথা,—ব্রাত্য, পতিত এবং তিনপুরুষ যাবৎ মাতাপিতা উভয় পক্ষই যাহাদিগের অপবিত্র, তাহারা পরিত্যাজ্য। ইহারা সকলেই অভোজ্যান্ন এবং অপ্রতিগ্রাহ্য-ধন (অর্থাৎ) ইহাদিগের কাহারও অন্ন ভোজন করিবে না এবং প্রতিগ্রহ করিবে না। যাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা অনুচিত, তাহাদিগের প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজ প্রতিগ্রহ দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যে, দ্রব্য সকলের প্রতিগ্রহবিধি না জানিয়া প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত নরকমগ্ন হয়। প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ না করে, সে দাতার লোক প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অভয়, আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্প, দধি ও শাক, এই সকল বস্তু দানার্থ উদ্যত হইলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। সম্মুখে আনীত ভিক্ষা, আহ্বানপূর্ব্বক দিতে চাহিলে, তাহা দুষ্কার্য্যকারীর নিকটও লওয়া যায়, ইহা ব্রহ্মা মানিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ভিক্ষা গ্রহণ না করে, পিতৃগণ তাহার দত্ত কব্য, পঞ্চদশবর্ষ ভোজন করেন না, অগ্নিও (তৎপ্রদত্ত) হব্য দেবগণকে প্রদান করেন না। ক্ষুধার্ত্ত গুরুজন ও ভৃত্যবর্গের ক্ষুধা-মোচনার্থ আর পিতৃলোক ও দেবগণের পূজনার্থ, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের তৃপ্তি সাধন করিবে না। তত্তৎ-প্রতিগ্রহসমর্থ ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্য ও কুলটা, ক্লীব, পতিত এবং শত্রুগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। মাতা পিতাপ্রভৃতি গুরুজনের মৃত্যু হইলে, অথবা তাঁহারা জীবিত থাকিতেও তদ্ব্যতীত গৃহে থাকিলে, আত্মবৃত্তি নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বদা সাধুগণের নিকটই প্রতিগ্রহ করিবে। আর্দ্ধিক অর্থাৎ অর্দ্ধসীরী, কুলমিত্র, নিজ-

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গৃহাশ্রমিণস্ত্রিবিধোঽর্থো ভবতি ॥ ১ ॥ শুক্লঃ শবলোঽসিতশ্চ ॥২॥ শুক্লেনার্থেন যদৌর্দ্ধদেহিকং করোতি তদ্দেবত্বমাসাদয়তি ॥ ৩ ॥ যচ্ছবলেন তন্মানুষ্যম্ ॥ ৪ ॥ যৎ কৃষ্ণেন তৎ তির্য্যক্ত্বম্ ॥ ৫ ॥ স্ববৃত্ত্যুপার্জ্জিতং সর্ব্বং সর্ব্বেষাং শুক্লম্ ॥ ৬ ॥ অনন্তরবৃত্ত্যুপাত্তং শবলম্ ॥ ৭ ॥ অন্তরিতবৃত্ত্যুপাত্তঞ্চ কৃষ্ণম্ ॥৮॥

ক্রমাগতং প্রীতিদায়ঃ প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯
উৎকোচশুল্কসম্প্রাপ্তমবিক্রেয়স্য বিক্রয়ৈঃ
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সদমুদাহৃতম্ ॥ ১০

পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যাপ্তপ্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্ ॥ ১১
যথাবিধেন দ্রব্যেণ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তথাবিধমবাপ্নোতি স ফলং প্রেত্য চেহ চ ॥ ১২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

গৃহাশ্রমী বৈবাহিকাগ্নৌ পাকযজ্ঞান্ কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ সায়ং প্রাতশ্চাগ্নিহোত্রম্ ॥ ২ ॥ দেবতাভ্যো জুহুয়াৎ ॥ ৩ ॥ চন্দ্রার্কসন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষয়োর্দ্দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত ॥ ৪ ॥ প্রত্যয়নং পশুনা ॥ ৫ ॥ শরদ্গ্রীষ্ময়োশ্চাগ্রয়ণেন ॥ ৬ ॥ ব্রীহিযবয়োর্ব্বা পাকে ॥ ৭ ॥ ত্রৈবার্ষিকাভ্যধিকান্নঃ ॥ ৮ ॥ প্রত্যব্দং সোমেন ॥ ৯ ॥ বিত্তাভাবে ইষ্ট্যা বৈশ্বানর্য্যা ॥ ১০ ॥ শূদ্রান্নং যাগে পরিহরেৎ ॥ ১১ ॥ যজ্ঞার্থং ভিক্ষিতমবাপ্ত-

---

দাস, নিজ গোপালক, নিজ নাপিত এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন-ভোজ্য।* (যাজ্ঞ ১ম অধ্যায় ১৬৫ শ্লোক।) ১—১৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

গৃহাশ্রমীর অর্থ, তিনপ্রকার হইয়া থাকে,—শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ। শুক্ল অর্থ দ্বারা ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা দেবত্ব; শবল দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কৃষ্ণ দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা তির্য্যক্ত্ব। নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে উপার্জ্জিত সকল অর্থই শুক্ল অর্থ। অনন্তর-বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন শবল। অন্তরিত-বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, প্রীতিদায় (অর্থাৎ বন্ধুত্বসূত্রে প্রাপ্ত) এবং ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিবাহলব্ধ) ধন, অবিশেষে সকলেরই শুক্ল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উৎকোচপ্রাপ্ত, শুল্কপ্রাপ্ত, অবিক্রেয়-বিক্রয়-প্রাপ্ত, উপকৃতের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, শবল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পার্শ্বিক অর্থাৎ চামরচালনাদি দ্বারা লব্ধ, দ্যূতপ্রাপ্ত, চৌর্য্যপ্রাপ্ত, প্রতিরূপক অর্থাৎ কৃত্রিম সুবর্ণাদি প্রস্তুত করিয়া উপার্জ্জিত, দস্যুতাদি সাহস দ্বারা উপার্জ্জিত এবং ছলপূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ বলিযা কথিত হইয়াছে। মনুষ্য, যাদৃশ ধন দ্বারা যে কোন কার্য্য করে, ইহলোক ও পরলোকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে। ১—১২।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

গৃহস্থাশ্রমী, বৈবাহিক অগ্নিতে বৈশ্বদেবহোমাদি পাকযজ্ঞ করিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র করিবে। দেবগণের হোম করিবে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে। প্রতি অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে) পশু দ্বারা (যাগ করিবে); শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে আগ্রহায়ণ যাগ করিবে অথবা ব্রীহিপাকসময়ে ও ধান্য পাকসময়ে (আগ্রয়ণ যাগ করিবে)। তিন বর্ষের অধিক চলিবার উপযুক্ত ধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিবর্ষে সোমযাগ করিবে; ধনাভাব হইলে বৈশ্বানর যাগ করিবে; যাগে শূদ্রলব্ধ অন্নপ্রদান করিবে না। যজ্ঞ উদ্দেশে ভিক্ষা করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তৎসমস্ত

---

* পরাশর সংহিতাতে এই বচনের অর্থান্তর লিখিত হইবে, কিন্তু তাহা মিতাক্ষরা ও কুল্লুকভট্টাদির অনুল্লিখিত বলিয়া এ স্থানে বিবৃত হইল না।

মথং সকলমেব বিতরেৎ॥ ১২॥ সায়ং প্রাতর্ব্বৈশ্বদেবং জুহুয়াৎ॥ ১৩॥ ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ॥ ১৪॥ অর্চ্চিতভিক্ষাদানেন গোদানফলমবাপ্নোতি॥ ১৫॥ ভিক্ষ্বভাবে তন্মাত্রং গবাং দদ্যাৎ॥ ১৬॥ বহ্নৌ বা প্রক্ষিপেৎ॥ ১৭॥ ভুক্তেঽপ্যন্নে বিদ্যমানে ন ভিক্ষুকং প্রত্যাচক্ষীত॥ ১৮॥ কণ্ডনী পেষণী চুল্লী কুম্ভ উপস্কর ইতি পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য॥ ১৯॥ তন্নিকৃত্যর্থঞ্চ ব্রহ্মদেবভূতপিতৃনরযজ্ঞান্ কুর্য্যাৎ॥ ২০॥ স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ॥ ২১॥ হোমো দৈবঃ॥ ২২॥ বলির্ভৌতঃ॥ ২৩॥ পিতৃতর্পণং পিত্র্যঃ॥ ২৪॥ নৃযজ্ঞশ্চাতিথিপুজনম্॥ ২৫

বেদতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনস্তথা।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি॥ ২৬
ব্রহ্মচারী যতির্ভিক্ষুর্জীবন্ত্যেতে গৃহাশ্রমাৎ।
তস্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ॥ ২৭
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দদাতি চ গৃহস্থস্তু তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ২৮
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ২৯
ত্রিবর্গসেবাং সততান্নদানং সুরার্চ্চনং ব্রাহ্মণপূজনঞ্চ।
স্বাধ্যায়সেবাং পিতৃতর্পণঞ্চ কৃত্বা গৃহী শক্রপদং প্রয়াতি॥ ৩০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ॥ ১॥ দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ দিবা চোদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ॥ ২॥ নাপ্রচ্ছাদিতায়াং ভূমৌ॥ ৩॥ ন ফালকৃষ্টায়াম্॥ ৪॥ ন চ্ছায়ায়াম্॥ ৫॥ নচোষরে॥ ৬॥ ন শাদ্বলে॥ ৭॥ ন সসত্ত্বে॥ ৮॥ ন গর্ত্তে॥ ৯॥ ন বল্মীকে॥ ১০॥ ন পথি॥ ১১॥ ন রথ্যায়াম্॥ ১২॥ ন পরাশুচৌ॥ ১৩॥ নোদ্যানে॥ ১৪॥ নোদ্যানোদকসমীপয়োঃ॥ ১৫॥ নাঙ্গারে॥ ১৬॥ ন ভস্মনি॥ ১৭॥ ন গোময়ে॥ ১৮॥ ন গোব্রজে॥ ১৯॥ নাকাশে॥ ২০॥ নোদকে॥ ২১॥ ন প্র্যত-

---

যজ্ঞে ব্যয় করিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বৈশ্বদেব হোম করিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে, অর্চ্চিত ভিক্ষা দান করিলে গোদানফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু অভাবে, ভিক্ষুদের অন্ন গাভীদিগকে দিবে কিংবা বহ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। গৃহস্বামীর ভোজনের পরও অন্ন থাকিলে, তৎকালে উপস্থিত ভিক্ষুককে ফিরাইয়া দিবে না। কণ্ডনী (উদূখল-মুষল), পেষণী (শিলনোড়া), চুল্লী (আখা), জলাধার (কলস); উপস্কর (সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি) গৃহস্থের এই পাঁচটী সূনা অর্থাৎ জীবহত্যার স্থান। তৎপাপনিষ্কৃতির জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ করিবে। ইহার নাম পঞ্চযজ্ঞ। বেদাধ্যয়ন-বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ; হোম দেবযজ্ঞ; বলিকর্ম্ম (সর্ব্বভূতোদ্দেশে অন্নদান) ভূতযজ্ঞ; পিতৃতর্পণ পিতৃযজ্ঞ; অতিথিসৎকার মনুষ্যযজ্ঞ। যে দেবতা (ভূতবর্গ), অতিথি, পোষ্য (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতি), পিতৃলোক এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির নির্ব্বপণ (অন্নদান) না করে, সে জীবন্মৃত। ব্রহ্মচারী, যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থ), ইঁহারা গৃহস্থাশ্রম হইতেই জীবিকানির্ব্বাহ করেন; অতএব ইঁহারা অভ্যাগত হইলে, গৃহস্থ ইঁহাদিগের অবমাননা করিবে না। গৃহস্থই যাগ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে, অতএব গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথিবর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। ত্রিবর্গ-(অর্থাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাবিরোধী অর্থ এবং ধর্ম্মাবিরোধী কাম) সেবা, সর্ব্বদা অন্নদান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-সৎকার স্বাধ্যায়সেবা (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি) এবং পিতৃতর্পণ, যথাবিধি এই সকল কার্য্য করিলে, গৃহস্থ ইন্দ্রলোকে গমন করে। ১—৩০।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ চারি দণ্ড অরুণোদয়কাল, তাহার প্রথম দুই দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) গাত্রোত্থান করিয়া, রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ, দিবসে ও প্রাতঃ সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে উত্তরমুখ হইয়া প্রস্রাববিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। তৃণাদিদ্বারা অনাবৃত ভূভাগে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, যজ্ঞীয়বৃক্ষচ্ছায়াতে, ক্ষারযুক্ত ভূমিতে, শাদ্বল স্থানে, প্রাণিযুক্ত স্থানে, গর্ত্তে, বল্মীকে, পথে, রথ্যাতে/উচ্চপথে, পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি বস্তুর উপরে, উদ্যানে, উদ্যানসমীপে বা জলসমীপে, অঙ্গারে, ভস্মে, গোময়ে, গোষ্ঠে, আকাশে, জলে,

নিলানলেন্দ্বর্কস্ত্রীগুরুব্রাহ্মণানাঞ্চ ॥ ২২ ॥ নৈব্যবগুণ্ঠিতশিরাঃ ॥ ২৩ ॥ লোষ্ট্রেষ্টকাভিঃ পরিমৃজ্য গুদং গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায়াদ্ভির্মৃদ্ভিশ্চোদ্ধৃতাভির্গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদস্তিস্রস্তু পাদয়োঃ ॥ ২৫
এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ২৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পালাশং দন্তধাবনং নাদ্যাৎ ॥ ১ ॥ নৈব শ্লেষ্মাতকারিষ্টবিভীতকধবধন্বনজম্ ॥ ২ ॥ ন চ বন্ধূকনির্গুণ্ডীশিগ্রুতিল্বতিন্দুকজম্ ॥ ৩ ॥ ন চ কোবিদারশমীপীলুপিপ্পলেঙ্গুদগুগ্গুলুজম্ ॥ ৪ ॥ ন পারিভদ্রকাম্লিকামোচকশাল্মলীশণজম্ ॥ ৫ ॥ ন মধুরম্ ॥ ৬ ॥ নাম্লম্ ॥ ৭ ॥ নোর্দ্ধশুষ্কম্ ॥ ৮ ॥ ন শুষিরম্ ॥ ৯ ॥ ন পূতিগন্ধি ॥ ১০ ॥ ন পিচ্ছিলম্ ॥ ১১ ॥ ন দক্ষিণাপরাভিমুখঃ ॥ ১২ ॥ অপ্যাক্চোদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ॥ ১৩ ॥ বটাসনার্কখদিরকরঞ্জবদরসর্জ্জনিম্বারিমেদাপামার্গমালতীককুভবিল্বানামন্যতমম্ ॥ ১৪ ॥ কষায়ং তিক্তং কটুকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

কনীষ্ঠাগ্রসমস্থৌল্যং সকূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলম্
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ যতবাগ্‌ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥ ১৬
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাচ্ছুচৌ দেশে প্রযত্নতঃ।
অমাবাস্যাং ন চাশ্নীয়াদ্দন্তকাষ্ঠং কদাচন ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বিজাতীনাং কনীনিকামূলে প্রাজাপত্যং নাম তীর্থম্ ॥ ১ ॥ অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মম্ ॥ ২ ॥ অঙ্গুল্যগ্রে দৈবম্ ॥ ৩ ॥ তর্জ্জনীমূলে পিত্র্যম্ ॥ ৪ ॥ অনগ্নুষ্ণাভিরফেনিলাভির্ন শূদ্রৈককরাবর্জ্জিতাভিরক্ষারাভিরদ্ভিঃ

বায়ু অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য স্ত্রীলোক গুরুজন ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে এবং মস্তক অবগুণ্ঠিত না করিয়া মূত্র-বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে না। লোষ্ট্র-ইষ্টকাদি দ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনা করিয়া, শিশ্ন গ্রহণপূর্ব্বক উত্থান করিবে। তদন্তে উদ্ধৃত জল-মৃত্তিকা দ্বারা গন্ধলেপক্ষয় শৌচ করিবে। প্রস্রাবদ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার, হস্তে (অর্থাৎ বামহস্তে) দশবার, দুইহাতে সাতবার এবং দুইপায়ে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। ইহা গৃহস্থের শৌচ; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর, ত্রিগুণ বানপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতিদিগের। এইরূপ শৌচে গন্ধাদি দূর না হইলে গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। ইহার কমে গন্ধাদি দূর হইলেও উক্ত সংখ্যানুসারে শৌচ হইবে, ইহা বিধি। (রঘুনন্দনের মতে গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ অনুপনীতাদির পক্ষে। ১—২৬।)

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

পলাশের দন্তধাবন মুখে দেওয়া উচিত নহে। শ্লেষ্মাতক, অরিষ্ট, বিভীতক, ধব এবং ধন্বন বৃক্ষেরও নহে। বন্ধুক, নির্গুণ্ডী, শিগ্রু, তিল্ব এবং তিন্দুক বৃক্ষেরও নহে। কোবিদার, শমী, পীলু, পিপ্পল, ইঙ্গুদ, গুগ্‌গুল বৃক্ষেরও নহে। পারিভদ্রক, অম্লিকা, মোচক, শাল্মলী এবং শণসম্ভূতও নহে। মধুর অর্থাৎ যষ্টিমধু প্রভৃতির নহে। অম্ল অর্থাৎ আমলকী প্রভৃতির নহে। অর্থাৎ এই সকল বৃক্ষশাখার কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ঊর্দ্ধশুষ্ক কাষ্ঠ নহে, পিচ্ছিল কাষ্ঠ নহে, দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখ হইয়াও নহে। উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া বট, অসন, অর্ক, খদির, করঞ্জ, বদর, শাল, নিম্ব, অরিমেদ, অপামার্গ, মালতী, কুকুভ, এবং বিল্ব ইহাদিগের অন্যতম বৃক্ষশাখাসম্ভূত কষায়, তিক্ত, কিংবা কটুরসযুক্ত (দন্তধাবন কাষ্ঠ) মুখে দিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত স্থূল, সত্বক্ এবং দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত দন্তধাবনকাষ্ঠ মৌনাবলম্বী হইয়া প্রাতঃকালে মুখে দিবে। সেই কাষ্ঠ প্রক্ষালনপূর্ব্বক মুখে দিয়া, অশুচিরহিত স্থানে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। আর অমাবস্যাতে কদাচ দন্তধাবন-কাষ্ঠ মুখে দিবে না। ১—১৭।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিজাতিদিগের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে প্রাজাপত্যনামক তীর্থ; অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগে দৈব এবং তর্জ্জনীমূলে পিত্র্যতীর্থ। জানুমধ্যে হস্ত রাখিয়া পবিত্র দেশে সুখা-

শুচৌ দেশে স্বাসীনোহন্তর্জ্জানুঃ প্রাঙ্মুখশ্চোদঙ্মুখো বা তন্মনাঃ সুমনাশ্চাচামেৎ ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মেণ তীর্থেন ত্রিরাচামেৎ ॥ ৬ ॥ দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ॥ ৭ ॥ খান্যদ্ভির্মূর্দ্ধানং হৃদয়ং স্পৃশেৎ ॥ ৮

হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথাসঙ্খ্যং দ্বিজাতয়ঃ
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥ ৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অথ যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমুপগচ্ছেৎ ॥ ১ ॥ নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত ॥ ২ ॥ নাধার্ম্মিকৈঃ সার্দ্ধম্ ॥ ৩ ॥ ন বৃষলৈঃ ॥ ৪ ॥ ন দ্বিষদ্ভিঃ ॥ ৫ ॥ নাতিপ্রত্যুষসি ॥ ৬ ॥ নাতিসায়ম্ ॥ ৭ ॥ ন সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৮ ॥ ন মধ্যাহ্নে ॥ ৯ ॥ ন সন্নিহিতপানীয়ম্ ॥ ১০ ॥ নাতিতূর্ণম্ ॥ ১১ ॥ ন রাত্রৌ ॥ ১২ ॥ ন সন্ততং ব্যালব্যাধিতার্ত্তৈর্বাহনৈঃ ॥ ১৩ ॥ ন হীনাঙ্গৈঃ ॥ ১৪ ॥ ন দীনৈঃ ॥ ১৫ ॥ ন গোভিঃ ॥ ১৬ ॥ নাদান্তৈঃ ॥ ১৭ ॥ যবসোদকে বাহনানামদত্ত্বাত্মনঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপনোদনে ন কুর্য্যাৎ ॥ ১৮ ॥ ন চতুষ্পথমধিতিষ্ঠেৎ ॥ ১৯ ॥ ন রাত্রৌ বৃক্ষমূলম্ ॥ ২০ ॥ ন শূন্যালয়ম্ ॥ ২১ ॥ ন তৃণম্ ॥ ২২ ॥ ন পশূনাং বন্ধনাগারম্ ॥ ২৩ ॥ ন কেশতুষকপালাস্থিভস্মাঙ্গারান্ ॥ ২৪ ॥ ন কার্পাসাস্থি ॥ ২৫ ॥ চতুষ্পথং প্রদক্ষিণীকুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥ দেবতার্চ্চাঞ্চ ॥ ২৭ ॥ প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিব্রাহ্মণগণিকাপূর্ণকুম্ভাদর্শচ্ছত্রধ্বজপতাকাশ্রীবৃক্ষবর্দ্ধমাননন্দ্যাবর্ত্তাংশ্চ ॥ ২৯ ॥ তালবৃন্তচামরাশ্ব-গজাজগোদধিক্ষীরমধুসিদ্ধার্থকাংশ্চ ॥ ৩০ ॥ বীণাচন্দনায়ুধার্দ্রগোময়পুষ্পশাকগোরোচনাদূর্ব্বাপ্ররোহাংশ্চ ॥ ৩১ ॥ উষ্ণীষালঙ্কারমণিকনকরজতবস্ত্রাসনযানামিষাংশ্চ ॥ ৩২ ॥ ভৃঙ্গারোদ্ধৃতোর্ব্বরারজ্জুবদ্ধৈকপশুকুমারীমীনাংশ্চ দৃষ্ট্বা প্রযায়াদিতি ॥ ৩৩ ॥ অথ মত্তোন্মত্তব্যঙ্গান দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তেত ॥ ৩৪ ॥ বান্ত-বিরিক্ত-মুণ্ডিত-মলিনবসন-জটিলবামনাংশ্চ ॥ ৩৫ ॥ কাষায়িপ্রব্রজিতমলিনাংশ্চ ॥ ৩৬ ॥ তৈলগুড়শুষ্ক-

---

সীন তন্মনস্ক, প্রশান্তচিত্ত এবং পূর্ব্বমুখ ও উত্তরমুখ হইয়া—যাহা অগ্নি দ্বারা তাপিত নহে, ফেনিল নহে, শূদ্র কর্ত্তৃক বা একহস্ত দ্বারা আনীত নহে এবং অক্ষার, সেই জল দ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্ম-তীর্থদ্বারা তিনবার জলস্পর্শ করিবে। দুইবার মার্জ্জন করিবে। জলদ্বারা ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র (নাসা, চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় ও মস্তক) স্পর্শ করিবে। দ্বিজাতিগণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যথাক্রমে হৃদয়গামী, কণ্ঠগামী ও তালুগামী জল দ্বারা পবিত্র হন। আর স্ত্রী, শূদ্র, একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তস্পৃষ্ট জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে *। ১—৯।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যোগক্ষেমের জন্য রাজার নিকট গমন করিবে। একাকী পথ চলিবে না। অধার্ম্মিকদিগের সহিত না; শূদ্রগণের সহিত না; শত্রুদিগের সহিত না; অতি প্রত্যূষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নকালে না, জলের নিকট দিয়া না, অতিশীঘ্র না, রাত্রিকালে না, সর্ব্বদা বা হিংস্র রোগী কিংবা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না, হীনাঙ্গ (বাহন) দ্বারা না, দুর্ব্বল বাহন দ্বারা না, বলীবর্দ্দ দ্বারা না, উদ্দাম (বাহন) দ্বারা না (অর্থাৎ যথাসম্ভব ইহাদিগের সহিত, এ সকল সময়ে এবং এই সকল যানে পথ চলিবে না)। বাহনদিগের ঘাস জল না দিয়া আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শান্তি করিবে না। চতুষ্পথে অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে না, শূন্যগৃহে না, তৃণের উপর না, পশুদিগের বন্ধনাগারে না; কেশ, তুষ, কপাল, অস্থি, ভস্ম বা অঙ্গারে না, কার্পাসবীজে না (অর্থাৎ এই সকল স্থানে অবস্থান করিবে না)। চতুষ্পথ, দেবপ্রতিমা, প্রজ্ঞাত বনস্পতি, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ, ছত্র, ধ্বজপতাকা, শ্রীবৃক্ষ, শরাব, নন্দ্যাবর্ত্ত (অর্থাৎ রাজগৃহবিশেষ), তালবৃন্ত, চামর, অশ্ব, হস্তী, ছাগ, গাভী, দধি, দুগ্ধ, মধু, গৌরসর্ষপ, বীণা, চন্দন, অস্ত্র, আর্দ্র গোময়, ফল, পুষ্প, আর্দ্র-শাক, গোরোচনা, দূর্ব্বাঙ্কুর, উষ্ণীষ, অলঙ্কার, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, আসন, যান এবং আমিষ প্রদক্ষিণ করিবে। ভৃঙ্গারোদ্ভূত সর্ব্বশস্যাঢ্য মৃত্তিকা, রজ্জু-বদ্ধ একাকী পশু, অনূঢ়া কন্যা এবং পক্কমৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে। অনন্তর, মত্ত, উন্মত্ত, বিকলাঙ্গ, বান্ত (জাতবমন), বিরিক্ত (জাত-বিরেচন), মুণ্ডিত, জটিল, বামন, কাষায়বস্ত্রধারী, প্রব্রজিত, কাপালিকাদি; মলিন, তৈল, গুড়, শুষ্ক-

---

* তালুস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্ত্রী শূদ্রও শুদ্ধ হইবে, ইহা মিতাক্ষরা সম্মত।

গোময়েন্ধনতৃণপলাশভস্মাঙ্গারাংশ্চ ॥ ৩৭ ॥ লবণ-ক্লীবাসনপুংসক-কার্পাস-রজ্জু-নিগড়-মুক্তকেশাংশ্চ ॥ ৩৮ ॥ বীণাচন্দনার্দ্রশাকোষ্ণীষালঙ্করণ-কুমারীঃ প্রস্থানকালেঽভিনন্দয়েদিতি ॥ ৩৯ ॥ দেবব্রাহ্মণ-গুরুবভ্রুদীক্ষিতানাং ছায়াং নাক্রামেৎ ॥ ৪০ ॥ নিষ্ঠ্যূতবান্তরুধিরবিণ্মূত্রস্নানোদকানি চ ॥ ৪১ ॥ ন বৎসতন্ত্রীং লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪২ ॥ প্রবর্ষতি ন ধাবেৎ ॥ ৪৩ ॥ ন বৃথা নদীং তরেৎ ॥ ৪৪ ॥ ন দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চোদকমপ্রদায় ॥ ৪৫ ॥ ন বাহুভ্যাম্ ॥ ৪৬ ॥ ন ভিন্নয়া নাবা ॥ ৪৭ ॥ ন কচ্ছ(কূল)মধিতিষ্ঠেৎ ॥ ৪৮ ॥ ন কূপমবলোকয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বৃদ্ধভারিনৃপস্নাত-স্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্ ।
পন্থা দেয়ো নৃপস্ত্বেষাং মান্যঃ স্নাতশ্চ ভূপতেঃ ॥ ৫১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

গোময়, কাষ্ঠ, তৃণ, পলাশাদি পত্র, ভস্ম, অঙ্গার, লবণ, ক্লীব, মদ্য; নপুংসক (অর্থাৎ ক্লীববিশেষ), কার্পাস, রজ্জু, পাদশৃঙ্খল ও মুক্ত-কেশ ব্যক্তিকে অবলোকন করিলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। বীণা, চন্দন, আর্দ্রশাক, উষ্ণীষ, অলঙ্কার ও কুমারীদিগকে প্রস্থানকালে অভিনন্দন করিবে। দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, কপিলবর্ণ ব্যক্তি এবং যজ্ঞদীক্ষিত, ইহাদিগের ছায়া, নিষ্ঠীবন, বান্ত, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নানজল আক্রমণ করিবে না। বৎসবন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না। বৃষ্টি হইবার সময় দৌড়িবে না, বৃথা নদী পার হইবে না, দেবতা ও পিতৃলোককে সলিল দান না করিয়া (নদী পার হইবে) না, বাহু দ্বারা না, অর্থাৎ সাঁতার দিবে না, ভগ্ন নৌকা দ্বারা না। জলপ্রায় দেশে (তীরে) অবস্থান করিবে না, কূপের ভিতর দেখিবে না। বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রোগী, বর এবং চক্রী (অর্থাৎ গাড়োয়ান) ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আবার ইহাদিগের মধ্যে রাজা মান্য (অর্থাৎ রাজার পথ ইহারা ছাড়িয়া দিবে)। স্নাতক ব্রাহ্মণ আবার রাজারও মান্য। তবেই হইল, স্নাতক-ব্রাহ্মণ ও রাজার পথ সকলে ছাড়িয়া দিবে; রাজা ঐ ব্রাহ্মণের পথ ছাড়িয়া দিবেন। ১—৫১।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়

পরনিপানেষু ন স্নানমাচরেৎ ॥ ১ ॥ আচরেৎ পঞ্চ-পিণ্ডানুদ্ধৃত্যাপস্তথাপদি ॥ ২ ॥ নাজীর্ণে ॥ ৩ ॥ ন চাতুরঃ ॥ ৪ ॥ ন নগ্নঃ ॥ ৫ ॥ ন রাত্রৌ ॥ ৬ ॥ রাহু-দর্শনবর্জ্জম্ ॥ ৭ ॥ ন সন্ধ্যয়োঃ ॥ ৮ ॥ প্রাতঃ স্নায়্যরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ ॥ ৯ ॥ স্নাতঃ শিরো নাবধুনেৎ ॥ ১০ ॥ নাঙ্গেভ্যস্তোয়মুদ্ধরেৎ ॥ ১১ ॥ ন তৈলবৎ সংস্পৃশেৎ ॥ ১২ ॥ নাপ্রক্ষালিতং পূর্ব্বধৃতং বসনং বিভৃয়াৎ ॥ ১৩ ॥ স্নাতঃ সোষ্ণীষো ধৌতবাসসী বিভৃয়াৎ ॥ ১৪ ॥ ন ম্লেচ্ছান্ত্যজপতিতৈঃ সহ সম্ভাষণং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥ স্নায়াৎ প্রস্রবণ-দেবখাত-সরোবরেষু ॥ ১৬ ॥ উদ্ধৃতাদ্ভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং স্থাবরাৎ প্রস্রবৎ তস্মান্নাদেয়ং তস্মাদপি সাধুপারিগৃহীতং সর্ব্বত এব গাঙ্গম্ ॥ ১৭ ॥ মৃত্তোয়ৈঃ কৃতমলাপকর্ষোঽপ্সু নিমজ্জ্যাপোহিষ্ঠেতি তিসৃভি-

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না, তবে আপৎ-কালে (অর্থাৎ আত্মজলাশয়ের অভাব দৃষ্ট হইলে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধরণপূর্ব্বক স্নান করিতে পারিবে। অজীর্ণ হইলে, পীড়িত হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায়, গ্রহণ ব্যতীত রাত্রিকালে, উভয় সন্ধ্যাতে স্নান করিবে না। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্ব্বদিক্ অরুণ-কিরণ-রঞ্জিত দেখিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে শিরঃকম্পন করিবে না। (স্নানবস্ত্র বা হস্ত দ্বারা) অঙ্গ হইতে জলাপনয়ন করিবে না। তৈলযুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করিবে না *। পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালিত না হইলে, তাহা পরিধান করিবে না। স্নানান্তে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবে; ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ এবং পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। প্রস্রবণ, দেবখাত ও সরোবরে স্নান করিবে। উদ্ধৃত জল (অর্থাৎ কুম্ভাদিজল) হইতে ভূমিস্থিত জল (অর্থাৎ কূপাদি জল), ঐ স্থাবর জল হইতে প্রস্রবণাদি ক্ষরিত জল; তাহা হইতে নদীজল; তাহা হইতেও বশিষ্ঠাদি সাধুগৃহীত বশিষ্ঠপ্রাচী প্রভৃতির জল; সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গাজল পবিত্র। মৃত্তিকাজল দ্বারা গাত্রের মল অপনীত করিয়া জলে

* রঘুনন্দন-ধৃত পাঠ—"ন তৈলং বা সংস্পৃশেৎ" তাহার অনুবাদ—তৈলস্পর্শ করিবে না।

হিরণ্যবর্ণা ইতি চতসৃভিরিদমাপঃ প্রবহত ইতি চ তীর্থমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৮ ॥ ততোহপ্সু নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপেৎ ॥ ১৯ ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি বা ॥ ২০ ॥ দ্রুপদাং সাবিত্রীং বা ॥ ২১ ॥ যুঞ্জতে মন ইত্যনুবাক্যং বা ॥ ২২ ॥ পুরুষসূক্তং বা ॥ ২৩ ॥ স্নাতশ্চার্দ্রবাসা দেবপিতৃতর্পণমম্ভঃস্থ এব কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥ পরিবর্ত্তিতবাসাশ্চেৎ তীর্থমুত্তীর্য্য ॥ ২৫ ॥ অকৃত্বা দেবপিতৃতর্পণং স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ ॥ ২৬ ॥ স্নাত্বাচম্য বিধিবদুপস্পৃশেৎ ॥ ২৭ ॥ পুরুষসূক্তেন প্রত্যৃচং পুরুষায় পুষ্পাণি দদ্যাৎ ॥ ২৮ ॥ উদকাঞ্জলিং পশ্চাৎ ॥ ২৯ ॥ আদাবেব দিব্যেন তীর্থেন দেবতানাং কুর্য্যাৎ ॥ ৩০ ॥ তদনন্তরং পিত্র্যেণ পিতৃণাম্ ॥ ৩১ ॥ তত্রাদৌ স্ববংশ্যানাং তর্পণং কুর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥ ততঃ সম্বন্ধিবান্ধবানাম্ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ সুহৃদাম্ ॥ ৩৪ ॥ এবং নিত্যস্নায়ী স্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ স্নাতশ্চ পবিত্রাণি যথাশক্তি জপেৎ ॥ ৩৬ ॥ বিশেষতঃ সাবিত্রীং পুরুষসূক্তঞ্চ ॥ ৩৭ ॥ নৈতাভ্যামধিকমস্তি ॥ ৩৮ ॥ স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি। পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিনোদিতে ॥ ৪০ অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতম্। অম্ভসাত্রেণাভিষিক্তস্য নশ্যন্ত ইতি ধারণা ॥ ৪১ যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি। নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো নরাঃ ॥ ৪২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

অবগাহন করিবে; তৎপরে "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি চারি মন্ত্র এবং "ইদমাপঃ প্রবহত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থকে মন্ত্রপূত করিবে। তদনন্তর জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবে, অথবা "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এই মন্ত্র অথবা "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র ও গায়ত্রী, অথবা "যুঞ্জতে মনঃ" এই অনুবাক অথবা পুরুষসূক্ত তিনবার জপ করিবে। স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র হইলে জলে থাকিয়াই দেব-পিতৃতর্পণ করিবে; বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে, তীর্থে উঠিয়া তর্পণ করিবে। দেবপিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না; বস্ত্রনিষ্পীড়নান্ত-স্নানের পর আচমন করিয়া (পুনর্ব্বার) যথাবিধি আচমন করিবে। পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুরুষকে অর্থাৎ নারায়ণকে এক একটী পুষ্প দিবে তৎপশ্চাৎ এক অঞ্জলি জল। প্রথমেই দৈবতীর্থ দ্বারা দেবতর্পণ করিবে; তদনন্তর পিত্র্যতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। তাহার মধ্যে প্রথমে স্বীয় বংশোদ্ভবদিগের, পরে মাতামহাদি সম্বন্ধিগণের; তৎপরে বান্ধবদিগের, তদনন্তর সুহৃদ্গণের তর্পণ করিবে। (তর্পণের ক্রম যথা,—প্রথম পিত্রাদি তিন পুরুষ, পরে মাতামহাদি তিন পুরুষ, তৎপরে মাতৃ প্রভৃতি তিন জন, তৎপশ্চাৎ মাতামহী প্রভৃতি তিন জন, তদনন্তর সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া পিতৃব্যাদি শ্বশুরাদি সকলের তর্পণ কর্ত্তব্য।) এইরূপে নিত্যস্নায়ী হইবে। স্নানান্তে, যথাশক্তি পবিত্র জপ করিবে, বিশেষতঃ গায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত অবশ্য জপ করিবে; এই দুই হইতে (আর) অধিক নাই। স্নান করিলে তবে দৈব-পিত্র্য-কার্য্যে, পবিত্র জপে এবং বিধিবোধিত দানে অধিকারী হয়। অলক্ষ্মী, কালকর্ণী দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা—মাত্র জলদ্বারা অভিষিক্ত হইলেই তাহার এই সকল বিনষ্ট হয়, ইহা ধারণা। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি যমালয়ের যাতনাক্লেশ ভোগ করে না; কেননা, যে সকল মনুষ্য পাপকারী, তাহারাও নিত্যস্নানগুণে পূত হইয়া যায়। ১—৪২।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সুস্নাতঃ সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ স্বাচান্তো দেবতার্চ্চায়াং স্থলে বা ভগবন্তমনাদিনিধনং বাসুদেবমভ্যর্চ্চয়েৎ ॥ ১ ॥ অশ্বিনোঃ প্রাণস্তোত ইতি জীবাদানং দত্ত্বা যুঞ্জতে মন ইত্যনুবাকেনাবাহনং কৃত্বা জানুভ্যাং পাণিভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কুর্য্যাৎ ॥ ২॥ আপোহিষ্ঠেতি তিসৃভিরর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৩ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর উত্তমরূপে স্নান, তদন্তে উত্তমরূপে হস্তপদ প্রক্ষালন ও তৎপরে উত্তমরূপে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাতে কিংবা স্থলে (অর্থাৎ ঘটাদিতে) জন্ম-মৃত্যুরহিত ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিবে। "অশ্বিনোঃ প্রাণস্তোত" এই মন্ত্র দ্বারা জীব দান করিয়া—"যুঞ্জতে মনঃ" এই অনুবাক দ্বারা আবাহন করিয়া, জানুদ্বয়, পাণিদ্বয় ও মস্তক দ্বারা

হিরণ্যবর্ণা ইতি চতসৃভিঃ পাদ্যম্ ॥ ৪ ॥ শন্ন আপো ধন্বন্তা ইত্যাচমনীয়ম্ ॥ ৫ ॥ ইদমাপঃ প্রবহত ইতি স্নানীয়ম্ ॥ ৬ ॥ রথে অক্ষেষু বৃষভরাজা ইত্যনুলেপনালঙ্কারৌ ॥ ৭ ॥ যুবা সুবাসা ইতিঃ বাসঃ ॥ ৮ ॥ পুষ্পাবতীরিতি পুষ্পম্ ॥ ৯ ॥ ধূরসি ধূর্ব্বমিতি ধূপম্ ॥ ১০ ॥ তেজোহসি শুক্রমিতি দীপম্ ॥ ১১ ॥ দধিক্রাব্ণ ইতি মধুপর্কঃ ॥ ১২ ॥ হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টাভির্নৈবেদ্যম্ ॥ ১৩ ॥

চামরং ব্যজনং মাত্রং ছত্রং পানাসনে তথা।
সাবিত্রৈব তৎ সর্ব্বং দেবায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৪
এবমভ্যর্চ্য চ জপেৎ সূক্তং বৈ পৌরুষং ততঃ।
তেনৈব জুহুয়াদাজ্যং য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতং পদম্ ॥ ১৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষটষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন দেবপিতৃকং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ চন্দনমৃগমদাগুরুদারুকর্পূরকুঙ্কুমজাতীফলবর্জ্জমনুলেপনং ন দদ্যাৎ ॥ ২ ॥ ন বাসো নীলীরক্তম্ ॥ ৩ ॥ ন মণিসুবর্ণয়োঃ প্রতিরূপমলঙ্করণম্ ॥ ৪ ॥ নোগ্রগন্ধি ॥ ৫ ॥ নাগন্ধি ॥ ৬ ॥ ন কণ্টকিজম্ ॥ ৭ ॥ কণ্টকিজমপি শুক্লং সুগন্ধিকং দদ্যাৎ ॥ ৮ ॥ রক্তমপি কুঙ্কুমং জলজঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ৯ ॥ ন ধূপার্থে জীবজাতম্ ॥ ১০ ॥ ন ঘৃততৈলং বিনা কিঞ্চন দীপার্থে ॥ ১১ ॥ নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ॥ ১২ ॥ ন ভক্ষ্যে অপ্যজামহিষীক্ষীরে ॥ ১৩ ॥ পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চ ॥ ১৪ ॥
প্রযতশ্চ শুচির্ভূত্বা সর্ব্বমেব নিবেদয়েৎ।
তন্মনাঃ সুমনা ভূত্বা ত্বরাক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৫

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথাগ্নিং পরিসমুহ্য পর্য্যুক্ষ্য পরিস্তীর্য্য পরিষিচ্য সর্ব্বতঃ পাকাদগ্রমুদ্ধৃত্য জুহুয়াৎ ॥ ১ ॥ বাসুদেবায় সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় পুরুষায় সত্যায়াচ্যুতায়

এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা (অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া) নমস্কার করিবে। "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিনমন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পাদ্য, "শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আচমনীয়, "ইদমাপঃ প্রবহত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় "রথেষক্ষেষু বৃষভরাজা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গন্ধ-অলঙ্কার, "যুবা সুবাসাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, "পুষ্পাবতীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পুষ্প, "ধূরসি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধূপ, "তেজোহসি শুক্রমসি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দীপ, "দধিক্রাব্ণঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মধুপর্ক এবং "হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রদ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। চামর, ব্যজন, আদর্শ, ছত্র, পানীয় জল এবং আসন—এতৎ সমস্ত, দেবকে গায়ত্রী দ্বারাই নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি নিত্যপদ ইচ্ছা করে, সে এইরূপে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া, তৎপরে পুরুষ-সূক্ত জপ করিবে এবং তদ্দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। ১—১৫।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে উদ্ধৃত জলদ্বারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিবে না। চন্দন, মৃগনাভি, অগুরু, দেবদারু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও জাতি-ফল ব্যতীত অনুলেপন প্রদান করিবে না। নীলীরক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে না। মণি সুবর্ণের প্রতিরূপ অলঙ্কার অর্থাৎ তৎসদৃশ কৃত্রিম অলঙ্কার প্রদান করিবে না। উগ্রগন্ধ, গন্ধশূন্য ও কণ্টকশালি-বৃক্ষসম্ভূত পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকশালি-বৃক্ষসম্ভূত পুষ্পও যদি শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি হয়, তাহা দিবে। রক্তবর্ণ হইলেও কুঙ্কুম এবং পদ্ম দিতে পারিবে। ধূপের জন্য প্রাণি-অঙ্গ দিবে না। ঘৃত-তৈল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ বসা প্রভৃতি দীপের জন্য দিবে না। নৈবেদ্য অভক্ষ্য দ্রব্য দিবে না। ভক্ষ্য হইলেও ছাগীদুগ্ধ বা মাহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখ, মৎস্য এবং বরাহমাংস দিবে না। পঞ্চনখের মধ্যে শশমাংস দিতে পারে। সংযত, পবিত্র, একাগ্রচেতা, প্রশান্তচিত্ত এবং ত্বরা-ক্রোধশূন্য হইয়া সকল বস্তুই নিবেদন করিবে। ১—১৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর (যথাক্রমে) অগ্নি পরিসমূহন, পর্য্যুক্ষণ, পরিস্তরণ ও পরিষেচন করিয়া সকল চরুর অগ্র-

বাসুদেবায় ॥ ২ ॥ অথাগ্নয়ে সোমায় মিত্রায় বরুণায় ইন্দ্রায়েন্দ্রাগ্নিভ্যাং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রজাপতয়ে অনুমত্যৈ ধন্বন্তরয়ে বাস্তোষ্পতয়ে অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে চ ॥ ৩ ॥ ততোঽন্নশেষেণ বলিমুপহরেৎ ॥ ৪ ॥ ভক্ষ্যোপভক্ষ্যাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥ অভিতঃ পূর্ব্বেণাগ্নেঃ ॥ অম্বানামাসীতি-দুলানামাসীতি নিতত্নীনামাসীতি চুপুণিকানামাসীতি সর্ব্বাসাম্ ॥ ৭ ॥ নন্দিনি সুভগে সুমঙ্গলি ভদ্রকালীতি স্বস্তিদ্বভি-প্রদক্ষিণম্ ॥ ৮ ॥ স্থূণায়াং ধ্রুবায়াং শ্রিয়ৈ। হিরণ্যকেশ্যৈ বনস্পতিভ্যশ্চ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মযোর্দ্বারে মৃত্যবে চ ॥ ১০ ॥ উদধানে বরুণায় ॥ ১১ ॥ বিষ্ণব ইত্যুলূখলে ॥ ১২ ॥ মরুদ্ভ্য ইতি দৃষদি ॥ ১৩ ॥ উপরিশরণে বৈশ্রবণায় রাজ্ঞে ভূতেভ্যশ্চ ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রায়েন্দ্রপুরুষেভ্য ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ॥ ১৫ ॥ যমায় যমপুরুষেভ্য ইতি দক্ষিণার্দ্ধে ॥ ১৬ ॥ বরুণায় বরুণ-পুরুষেভ্য ইতি পশ্চার্দ্ধে ॥ ১৭ ॥ সোমায় সোম-পুরুষেভ্য ইত্যুত্তরার্দ্ধে ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্য ইতি মধ্যে ॥ ১৯ ॥ ঊর্দ্ধমাকাশায় ॥২০॥ দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্য ইতি স্থণ্ডিলে ॥ ২১ ॥ নক্তঞ্চরেভ্য ইতি নক্তম্ ॥ ২২ ॥ ততো দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পিত্রে পিতামহায় প্রপিতামহায় মাত্রে পিতামহ্যৈ প্রপিতা-মহ্যৈ স্বনামগোত্রাভ্যাঞ্চ পিণ্ডনির্ব্বপণং কুর্য্যাৎ ॥ ২৩ ॥ পিণ্ডানাঞ্চানুলেপনপুষ্পধূপনৈবেদ্যাদি দদ্যাৎ ॥ ২৪ ॥ উদককলশমুপনিধায় স্বস্ত্যয়নং বাচয়েৎ ॥ ২৫ ॥ শ্বকাকশ্বপচানাং ভুবি নির্ব্বপেৎ ॥ ২৬ ॥ ভিক্ষাঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৭ ॥ অতিথিপূজনে চ পরং ফলমধিতিষ্ঠেৎ ॥ ২৮ ॥ সায়মতিথিং প্রাপ্তং প্রযত্নেনার্চ্চয়েৎ ॥ ২৯ ॥ অনাশিতমতিথিং গৃহে ন বাসয়েৎ ॥ ৩০ ॥ যথা বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুর্যথা স্ত্রীণাং ভর্ত্তা তথা গৃহস্থস্যা-তিথিঃ ॥ ৩১ ॥ তৎপূজায়াং স্বর্গমাপ্নোতি ॥ ৩২ ॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
তস্মাৎ সুকৃতমাদায় দুষ্কৃতন্তু প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩
একরাত্রং হি নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যা হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥ ৩৪
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ॥ ৩৫

ভাগ লইয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রাদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও বাসুদেবের—অনন্তর অগ্নি, সোম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ইন্দ্রাগ্নি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, অনুমতি, ধন্বন্তরি, বাস্তোষ্পতি এবং 'অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" অর্থাৎ স্বিষ্টিকৃৎ অগ্নির হোম করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট অন্ন, ওদনাদি-ভক্ষ্য ও শাকাদি উপভক্ষ্য দ্বারা অগ্নির পূর্ব্বোত্তর কোণে 'অম্বানামাসি' 'দুলানামাসি' 'নিতত্নীনামাসি' 'চুপু-ণিকানামাসি' এই সমস্ত উচ্চারণপূর্ব্বক নামকরণ-আবাহনাদি করিয়া এই সকলের উদ্দেশ্যে বলি দিবে। অগ্নির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া, নন্দিনি! সুভগে! সুমঙ্গলে! ভদ্র-কালি! এই সকল বলিয়া আহ্বানাদিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণক্রমে সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। গৃহধারক সর্ক্ব স্তম্ভে শ্রীহিরণ্যকেশী, বনস্পতি-গণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের; গৃহদ্বারে মৃত্যুর; জলা-ধারে বরুণের; উলূখলে বিষ্ণুর; শিলাতে মরুদ্গা-ণের; অট্টালিকার উপরে রাজা, বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের; অগ্নির পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্রপুরুষ-দিগের; দক্ষিণভাগে যম ও যমপুরুষদিগের; পশ্চিমভাগে বরুণ ও বরুণপুরুষদিগের; উত্তরভাগে সোম ও সোমপুরুষদিগের, মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুরুষ-দিগের; ঊর্দ্ধে আকাশের; স্থণ্ডিলে দিবাচর ভূত-গণের; রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর দক্ষিণাগ্রকুশে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী—ইহাদিগের স্ব স্ব নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ড সকলের অনুলেপন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিবে। পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। কুক্কুর, কাক এবং শ্বপচ (পতিতাদির) উদ্দেশে ভূমিতে বলি দিবে। ভিক্ষা দিবে। অতিথিসৎকারে পরম ফল আছে; বৈশ্ব-দেবের পরেও অতিথি আসিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিবে। অভুক্ত অতিথিকে গৃহে রাখিবে না। যেমন সকল বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ; স্ত্রীলোকের প্রভু স্বামী; তেমনি গৃহস্থের প্রভু অতিথি। গৃহস্থ তাহার অর্থাৎ অতিথির পূজা করিলে স্বর্গ লাভ করে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, (অতিথি) তাহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া (তদ্বিনিময়ে) স্বীয় পাপ অর্পণ করে। একদিনমাত্র স্থায়ী ব্রাহ্মণ অতিথি বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেহেতু স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান অনিত্য, সেইজন্যই তাহাকে অতিথি বলা যায়। একগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বা সাঙ্গ-তিক ব্রাহ্মণ—(বিচিত্র আলাপাদি দ্বারা মিলিয়া মিশিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে যে তাহাকে "সাঙ্গতিক" বলে।) যে স্থলে স্ত্রী এবং আহিত অগ্নি আছে,

যদি স্বতিথিধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাগতঃ।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু কামং তমপি ভোজয়েৎ ॥ ৩৬
বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্ম্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্ ॥ ৩৭
ইতরাণ্যপি সখ্যাদীন্ সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্।
প্রকৃতান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া ॥ ৩৮
সুবাসিনীঃ কুমারীঞ্চ রোগিণীং গুর্ব্বিণীং তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥ ৩৯
অদত্ত্বা যস্তু এতেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ ॥ ৪০
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু ভৃত্যেষু স্বেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী ॥ ৪১
দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্গৃহস্থঃ শেষভুগ্ভবেৎ ॥ ৪২
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥ ৪৩
স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেন তপসা তথা।
ন চাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা হ্যতিথিপূজনাৎ ॥ ৪৪
সায়ংপ্রাতস্ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্ত্যা সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৫
প্রতিশ্রয়ং তথা শয্যাং পাদাভ্যঙ্গং সদীপকম্।
প্রত্যেকদানেনাপ্নোতি গোপ্রদানসমং ফলম্ ॥ ৪৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

চন্দ্রার্কোপরাগে নাশ্নীয়াৎ ॥ ১ ॥ স্নাত্বা মুক্তয়োরশ্নীয়াৎ ॥ ২ ॥ অমুক্তয়োরস্তংগতয়োর্দৃষ্ট্বা স্নাত্বা চাপরেঽহ্নি ॥ ৩ ॥ ন গোব্রাহ্মণোপরাগেঽশ্নীয়াৎ ॥ ৪ ॥ ন রাজ্যব্যসনে ॥ ৫ ॥ প্রবসিতাগ্নিহোত্রী যদাগ্নিহোত্রং কৃতং মন্যেত তদাশ্নীয়াৎ ॥ ৬ ॥ যদা কৃতং মন্যেত বৈশ্বদেবমপি ॥ ৭ ॥ পর্ব্বণি চ যদা কৃতং মন্যেত পর্ব্ব ॥ ৮ ॥ নাশ্নীয়াচ্চাজীর্ণে ॥ ৯ ॥ নার্দ্ধরাত্রে ॥

সে স্থানে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না। ক্ষত্রিয়ও যদি অতিথি-ধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর তাহাকেও ইচ্ছামত ভোজন করাইবে। যদি গৃহে বৈশ্য শূদ্রও অতিথি-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আগত হয়; তাহা হইলে, দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যবর্গের সহিত তাহাদিগকেও ভোজন করাইবে। সখা প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তিও প্রীতিপূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইলে ভার্য্যার সহিত বর্ত্তমান হইয়া তাহাদিগকেও প্রস্তুত অন্ন ভোজন করাইবে। নববিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধূ, কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী—নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাদিগকে অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইঁহাদিগকে অন্নদান না করিয়া পূর্ব্বেই ভোজন করে, সে কুকুর ও গৃধ্র-কর্ত্তৃক তাহার নিজদেহভক্ষণ, ভোজন করিবার সময় বুঝিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ, ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়গণ ভোজন করিলে পর তৎপশ্চাৎ স্বামি-স্ত্রীতে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। দেবগণ পিতৃগণ মনুষ্যগণ ভৃত্যগণ ও গৃহাস্থিত দেবতাগণের পূজা করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে, অর্থাৎ দেবতাদিগকে দান করে না, সে কেবল পাপ ভোজন করে (অন্ন নহে)। যাহা পাকযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন, তাহাই সাধুগণের ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থ অতিথিসৎকার-ফলে যেরূপ লোকসকল প্রাপ্ত হয়, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। অতিথিকে দিবসে ও রাত্রিতে, সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি, যথাশক্তি, আসন, পাদ-প্রক্ষালন-জল এবং অন্ন প্রদান করিবে। প্রতিশ্রয়, শয্যা, পাদাভ্যঙ্গ (অর্থাৎ চরণে তৈল প্রদান) এবং দীপ,—অতিথিকে ইহাদিগের এক একটী দান করিলে গোদানের তুল্য ফল হয়। ১—৪৬

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণকালে ভোজন করিবে না। চন্দ্র-সূর্য্যের মুক্তি হইলে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। মুক্ত না হইয়া অস্তগমন করিলে, তৎপরদিন মুক্তি-দর্শনান্তে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। গো, ব্রাহ্মণের বিপত্তিদিনে ও রাজ-বিপত্তিদিনে ভোজন করিবে না। (অগ্নিহোত্র করিতে প্রতিনিধি দিয়া) প্রবাসী অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্র-কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে, বৈশ্বদেবও করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে এবং পর্ব্বে যখন পর্ব্বকার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে, তখন ভোজন করিবে।

১০ ॥ ন মধ্যাহ্নে ॥ ১১ ॥ ন সন্ধ্যয়োঃ ॥ ১২ ॥ নার্দ্রবাসাঃ ॥ ১৩ ॥ নৈকবাসাঃ ॥ ১৪ ॥ ন নগ্নঃ ॥ ১৫ ॥ ন জলস্থঃ ॥ ১৬ ॥ নোৎকুটকঃ ॥ ১৭ ॥ ন ভিন্নাসনগতঃ ॥ ১৮ ॥ ন চ শয়নগতঃ ॥ ১৯ ॥ ন ভিন্নভাজনে ॥ ২০ ॥ নোৎসঙ্গে ॥ ২১ ॥ ন ভুবি ॥২২॥ ন পাণৌ ॥ ২৩ ॥ লবণঞ্চ যত্র দদ্যাৎ তন্নাশ্নীয়াৎ ॥ ২৪ ॥ ন বালকান্ নির্ভর্ৎসয়েৎ ॥ ২৫ ॥ নৈকো মিষ্টম্ ॥ ২৬ ॥ নোদ্ধৃতস্নেহম্ ॥ ২৭ ॥ ন দিবা ধানাঃ ॥ ২৮ ॥ ন রাত্রৌ তিলসংযুক্তম্ ॥ ২৯ ॥ ন দধি সক্তূন্ ॥৩০॥ ন কোবিদারবটপিপ্পলশাণশাকম্ ॥ ৩১ ॥ নাদত্ত্বা ॥ ৩২ ॥ নাহুত্বা ॥ ৩৩ ॥ নানার্দ্রপাদঃ ॥ ৩৪ ॥ নানার্দ্রকরমুখশ্চ ॥ ৩৫ ॥ নোচ্ছিষ্টশ্চ ঘৃতমাদদ্যাৎ ॥ ৩৬ ॥ ন চন্দ্রার্কতারকা নিরীক্ষেত ॥ ৩৭ ॥ ন মূর্দ্ধানং স্পৃশেৎ ॥ ৩৮ ॥ ন ব্রহ্ম কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ ৎ ॥ ৪০ ॥ দক্ষিণামুখো বা ॥ ৪১ ॥ অভিপূজ্যান্নম্ ॥ ৪২ ॥ সুমনাঃ স্রগ্ব্যনুলিপ্তঃ ॥ ৪৩ ॥ ন নিঃশেষকৃৎ স্যাৎ ॥ ৪৪ ॥ অন্যত্র দধিমধুসর্পিঃ-পয়ঃসক্তুপলমোদকেভ্যঃ ॥ ৪৫ ॥

অজীর্ণ হইলে ভোজন করিবে না। অর্দ্ধরাত্রে (ঠিক) মধ্যাহ্নকালে, উভয় সন্ধ্যাতে, আর্দ্রবস্ত্র হইয়া, একবস্ত্র হইয়া, উলঙ্গ হইয়া, জলে থাকিয়া, ঊর্দ্ধজানু হইয়া, ভগ্ন বা ছিন্ন আসনে বসিয়া, শয্যায় থাকিয়া, ভগ্নপাত্রে বা ক্রোড়ে রাখিয়া, ভূমিতে রাখিয়া, হস্তে রাখিয়া ভোজন করিবে না। যে দ্রব্যে (পরে) লবণ দিবে, তাহাও ভোজন করিবে না। স্বীয় পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট বালকদিগকে ভর্ৎসনা করিবে না। একাকী মিষ্ট ভোজন করিবে না। উদ্ধৃত-স্নেহ ভোজন করিবে না। দিবসে ভৃষ্ট যব ভোজন করিবে না। রাত্রিতে তিলযুক্ত দ্রব্য, দধি, সক্তু, কোবিদার, বট, পিপ্পল, শণ ও শাক ভোজন করিবে না। দান না করিয়া, হোম না করিয়া, আর্দ্রপাদ না হইয়া, আর্দ্রকর ও আর্দ্রমুখ না হইয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া ঘৃত লইবে না অর্থাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত লওয়া অনুচিত। উচ্ছিষ্ট হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া, মস্তক স্পর্শ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণও করিবে না। পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিবে। অন্নের অভিনন্দন করিয়া এবং প্রশান্তচিত্ত, মাল্যধারী ও অনুলিপ্ত হইয়া ভোজন করিবে। দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, সক্তু, মাংস ও মোদক ব্যতীত

নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নাকাশে ন তথোত্থিতঃ।
বহূনাং প্রেক্ষমাণানাং নৈকস্মিন্ বহবস্তথা ॥ ৪৬
শূন্যাগারে বহ্নিগৃহে দেবাগারে কথঞ্চন।
পিবেন্নাঞ্জলিনা তোয়ং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ ॥ ৪৭
ন তৃতীয়মথাশ্নীয়ান্ন চাপথ্যং কথঞ্চন।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ ॥ ৪৮
ন ভাবদুষ্টমশ্নীয়ান্ন ভাণ্ডে ভাবদূষিতে।
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম্ ॥ ৪৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

নাষ্টমীচতুর্দ্দশীপঞ্চদশীষু স্ত্রিয়মুপেয়াৎ ॥ ১ ॥ ন শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা ॥ ২ ॥ ন শ্রাদ্ধং দত্ত্বা ॥ ৩ ॥ নোপ-

অন্ন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া খাইবে না। ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না। আকাশে অর্থাৎ মঞ্চাদির উপরে ভোজন করিবে না। উত্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভোজন করিবে না। অনেকলোক দেখিতে থাকিলে ভোজন করিবে না এবং এক ব্যক্তি মাত্র দেখিতে থাকিলে বহুলোকে ভোজন করিবে না। শূন্যগৃহ, অগ্নিগৃহ এবং দেবগৃহে কখন ভোজন করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। অতিশয় তৃপ্ত হইবে না অর্থাৎ অধিক অন্ন ভোজনে বিশিষ্টরূপ উদরপূর্ত্তি করিবে না। তৃতীয়বার ভোজন করিবে না। অপথ্য কখনই ভোজন করিবে না। অতি প্রাতঃকালে ভোজন করিবে না। অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না। দিবসে অতিতৃপ্ত ব্যক্তি রাত্রিকালে ভোজন করিবে না। ভাবদুষ্ট অর্থাৎ বিষ্ঠাদির ন্যায় দৃশ্যমান, বস্তু ভোজন করিবে না। ভাবদূষিত ভাণ্ডে ভোজন করিবে না। শয়ন করিয়া, প্রৌঢ়পাদ হইয়া, অর্থাৎ আসনে পদতল স্থাপন করিয়া—(উপু) হইয়া বা অবসক্থিকা করিয়া অর্থাৎ জঙ্ঘাদ্বয় ও কটীদেশ—বেষ্টনীরূপে বন্ধন করিয়া (বেটন বাঁধিয়া) ভোজন করিবে না। ১—৪৯।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া, শ্রাদ্ধ করিয়া,

নিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে ॥ ৪ ॥ (ন স্নাত্বা ন হুত্বা।) ন ব্রতী ॥ ৫ ॥ (নোপোষ্য ভুক্ত্বা বা।) ন দীক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥ ন দেবায়তনশ্মশানশূন্যালয়েষু ॥ ৭ ॥ ন বৃক্ষমূলেষু ॥ ৮ ॥ ন দিব ॥ ৯ ॥ ন সন্ধ্যয়োঃ ॥ ১০ ॥ ন মলিনাম্ ॥ ১১ ॥ ন মলিনঃ ॥ ১২ ॥ নাভ্যক্তাম্ ॥ ১৩ ॥ নাভ্যক্তঃ ॥ ১৪ ॥ ন রোগার্ত্তাম্ ॥ ১৫ ॥ ন রোগার্ত্তঃ ॥ ১৬ ॥

ন হীনাঙ্গীং নাধিকাঙ্গীং তথৈব চ বয়োঽধিকাম্।
নোপেয়াদ্‌গুর্ব্বিণীং নারীং দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ ॥ ১৬

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নার্দ্রপাদঃ স্বপ্যাৎ ॥১॥ নোত্তরাপরাবাক্‌শিরাঃ ॥ ২ ॥ ন নগ্নঃ ॥ ৩ ॥ নার্দ্রবংশে ॥ ৪ ॥ নাকাশে ॥ ৫ ॥ ন পলাশশয়নে ॥ ৬ ॥ ন পঞ্চদারুকৃতে ॥ ৭ ॥ ন গজভগ্নকৃতে ॥ ৮ ॥ ন বিদ্যুদ্দগ্ধকৃতে ॥৯॥ ন ভিন্নে ॥ ১০ ॥ নাগ্নিপ্লুষ্টে ॥ ১১ ॥ ন ঘটাসিক্তদ্রুমজে ॥১২॥ ন শ্মশানশূন্যালয়দেবতায়তনেষু ॥ ১৩ ॥ ন চপল-মধ্যে ॥ ১৪ ॥ ন নারীমধ্যে ॥১৫॥ ন ধান্যগোগুরু-হুতাশনসুরাণামুপরি ॥ ১৬ ॥

নোচ্ছিষ্টো ন দিবা স্বপ্যাৎ সন্ধ্যয়োর্ন ন ভস্মনি।
দেশে ন চাশুচৌ নার্দ্রে ন চ পর্ব্বতমস্তকে ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কঞ্চ নাবমন্যেত ॥ ১ ॥ ন চ হীনাঙ্গাধি-কাঙ্গান্ মূর্খান্ ধনহীনানবহসেৎ ॥ ২ ॥ ন হীনান্ সেবেত ॥ ৩ ॥ স্বাধ্যায়বিরোধি কর্ম্ম নাচরেৎ ॥ ৪ ॥ বয়োঽনুরূপং বেশং কুর্য্যাৎ ॥ ৫ ॥ শ্রুতস্যাভিজনস্য ধনস্য দেশস্য চ ॥৬॥ নোদ্ধতঃ ॥৭॥ নিত্যং শাস্ত্রাব-বেক্ষী স্যাৎ ॥ ৮ ॥ সতি বিভবে ন জীর্ণমলবদ্বাসাঃ স্যাৎ ॥ ৯ ॥ ন নাস্তীত্যভিভাষেত ॥ ১০ ॥ ন নির্গন্ধোগ্রগন্ধি রক্তঞ্চ মাল্যং বিভৃয়াৎ ॥ ১১ ॥ বিভৃয়াজ্জলজং রক্তমপি ॥ ১২ ॥ যষ্টিঞ্চ বৈণবীম্ ॥১৩॥ কমণ্ডলুঞ্চ সোদকম্ ॥ ১৪ ॥ কার্পাসমুপবীতম্ ॥১৫॥

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, কাম্যস্নান বা কাম্যহোম করিয়া, ব্রতাবলম্বী হইয়া, উপবাস করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। ভোজন করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। দেবায়তন, শ্মশান এবং শূন্যগৃহে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। বৃক্ষমূলে, দিবসে, উভয় সন্ধ্যাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। মলযুক্তাকে বা স্বয়ং মলযুক্ত হইয়া গমন করিবে না। অভ্যক্তাকে বা স্বয়ং অভ্যক্ত হইয়া গমন করিবে না। রোগার্ত্তাকে বা স্বয়ং রোগার্ত্ত হইয়া উপগমন করিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে হীনাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, বয়োজ্যেষ্ঠ বা গর্ভবতী নারীতে উপগত হইবে না। ১—১৬।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায়।

আর্দ্রপাদ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। উত্তরশিরা, পশ্চিমশিরা, অধঃশিরা, উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। আর্দ্রবংশোপরি, আকাশে অর্থাৎ স্বল্পাবলম্ব উচ্চস্থানে, পলাশশয্যাতে, পঞ্চকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, গজভগ্ন বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, বিদ্যু-দ্দগ্ধবৃক্ষনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, ভগ্ন ও ছিন্ন পর্য্যঙ্কে, অগ্নিদগ্ধ পর্য্যঙ্কে, গজযূথের মদজলসিক্ত-বৃক্ষসম্ভূত পর্য্যঙ্কে, নিদ্রা যাইবে না। শ্মশান, শূন্যালয় ও দেবগৃহে নিদ্রা যাইবে না। চঞ্চল লোকদিগের মধ্যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে, ধান্য, গাভী, গুরুজন, অগ্নি ও দেবমূর্ত্তির উর্দ্ধে নিদ্রা যাইবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইবে না। দিবসে, উভয় সন্ধ্যাতে, ভস্মের উপরে, অপবিত্র স্থানে, আর্দ্রস্থানে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গে নিদ্রা যাইবে না। ১—১৭।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

কাহারও অবমাননা করিবে না; হীনাঙ্গ, অধি-কাঙ্গ, মুর্খ বা ধনহীন ব্যক্তিদিগকে উপহাস করিবে না। হীনসেবা করিবে না। স্বাধ্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে না। বয়স, পড়াশুনা, বংশ, ধন এবং দেশের অনুরূপ বেশ-ভূষা করিবে। উদ্ধত হইবে না। প্রতিদিন শাস্ত্রালোচনা করিবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিবে না। নাস্তি অর্থাৎ নাই এ কথা বলিবে না। গন্ধহীন, উগ্রগন্ধ অথবা রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করিবে না। রক্তবর্ণ হইলেও পদ্ম ধারণ করিবে। বেণুদণ্ড, জলপূর্ণ

রোমে চ কুণ্ডলে ॥ ১৬ ॥ নাদিত্যমুদ্যন্তমীক্ষেত ॥ ১৭ ॥ নাস্তং যান্তম্ ॥ ১৮ ॥ ন বাসসা তিরোহিতম্ ॥ ১৯ ॥ ন চাদর্শজলমধ্যগতম্ ॥ ২০ ॥ ন মধ্যাহ্নে ॥ ২১ ॥ ন ক্রুদ্ধস্য গুরোর্মুখম্ ॥ ২২ ॥ ন তৈলোদকয়োঃ স্বচ্ছায়াম্ ॥ ২৩ ॥ ন মলবত্যাদর্শে ॥ ২৪ ॥ ন পত্নীং ভোজনসময়ে ॥ ২৫ ॥ ন স্ত্রিয়ং নগ্নাম্ ॥ ২৬ ॥ ন কঞ্চন মেহমানম্ ॥ ২৭ ॥ ন চালানভ্রষ্টকুঞ্জরম্ ॥ ২৮ ॥ ন চ বিষমস্থো বৃষাদিযুদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥ নোন্মত্তম্ ॥ ৩০ ॥ ন মত্তম্ ॥ ৩১ ॥ নামেধ্যমগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ ॥ ৩২ ॥ নাসৃক্ ॥ ৩৩ ॥ ন বিষম্ ॥ ৩৪ ॥ নাপ্স্বপি ॥ ৩৫ ॥ নাগ্নিং লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ ন পাদৌ প্রতাপয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ কুশৈস্তেষু বা পরিমৃজ্যাৎ ॥৩৮॥ ন কাংস্যভাজনে চার্পয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ ন পাদং পাদেন ॥ ৪০ ॥ ন ভুবমালিখেৎ ॥ ৪১ ॥ ন লোষ্ট্রমর্দ্দী স্যাৎ ॥ ৪২ ॥ ন তৃণচ্ছেদী স্যাৎ ॥৪৩॥ ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ ॥ ৪৪ ॥ দ্যূতং বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ বালাতপসেবাঞ্চ ॥ ৪৬ ॥ বস্ত্রোপানহমাল্যোপবীতান্যন্যধৃতানি ন ধারয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥ নোচ্ছিষ্টং হবির্বা ॥ ৪৯ ॥ ন তিলান্ ॥ ৫০ ॥ ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মম্ ॥ ৫১ ॥ ন ব্রতম্ ॥ ৫২ ॥ ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং শির উদরঞ্চ কণ্ডুয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ ন দধিসুমনসী প্রত্যাচক্ষীত ॥ ৫৪ ॥ নাত্মনঃ স্রজমপকর্ষয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ সুপ্তং ন প্রবোধয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ নোদক্যামভিভাষেত ॥ ৫৮ ॥ ন ম্লেচ্ছান্ত্যজান্ ॥৫৯॥ অগ্নিদেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরেৎ ॥ ৬০ ॥ ন পরক্ষেত্রে চরন্তীং গামাচক্ষীত ॥ ৬১ ॥ ন পিবন্তং বৎসকম্ ॥ ৬২ ॥ নোদ্ধতান্ প্রহর্ষয়েৎ ॥ ৬৩ ॥ ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ ॥৬৪॥ নাধার্ম্মিকজনাকীর্ণে ॥৬৫॥ ন সংবসেদ্বৈদ্যহীনে ॥ ৬৬ ॥ নোপসৃষ্টে ॥ ৬৭ ॥ ন চিরং পর্ব্বতে ॥ ৬৮ ॥ ন বৃথাচেষ্টাং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৯ ॥ ন নৃত্যগীতে ॥ ৭০ ॥ নাস্ফোটনকার্য্যম্ ॥ ৭১ ॥ নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥ নানৃতম্ ॥ ৭৩ ॥ নাপ্রিয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ ন কস্যচিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ ॥ ৭৫ ॥ নাত্মানমবজানীয়াদ্দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ ॥ ৭৬ ॥ চিরং সন্ধ্যোপাসনং কুর্য্যাৎ ॥ ৭৭ ॥ ন সর্পশস্ত্রৈঃ ক্রীড়েৎ ॥ ৭৮ ॥ অনিমিত্ততঃ খানি ন স্পৃশেৎ ॥ ৭৯ ॥ পরস্য দণ্ডং

কমণ্ডলু, কার্পাস, যজ্ঞসূত্র এবং স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে। উদীয়মান, অস্তগামী, বস্ত্রাবৃত, আদর্শমধ্যগত বা জলমধ্যগত আদিত্য দর্শন করিবে না এবং মধ্যাহ্নকালে আদিত্য দর্শন করিবে না। ক্রুদ্ধ গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। তৈল জল কিংবা মলযুক্ত আদর্শেও নিজ প্রতিবিম্ব দেখিবে না। ভোজনপরায়ণা পত্নীকে, নগ্ন স্ত্রীলোককে, যে প্রস্রাব করিতেছে—এমন কোনও ব্যক্তিকে ও আলানভ্রষ্ট হস্তীকে দেখিবে না। বিষম স্থানে থাকিয়া বৃষাদি-যুদ্ধ দেখিবে না। উন্মত্ত বা মত্তকে দেখিবে না। অগ্নিতে, অশুচি দ্রব্য, রক্ত ও বিষ নিক্ষেপ করিবে না এবং জলেও ঐ সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নিলঙ্ঘন করিবে না। পাদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না। কুশ দ্বারা বা কুশোপরি পাদমার্জ্জনা করিবে না। কাংস্যপাত্রে পা দিবে না। পাদ দ্বারা পাদমার্জ্জনা করিবে না। পাদ দ্বারা মাটীতে দাগ দিবে না। হস্ত দ্বারা লোষ্ট্র মর্দ্দন করিবে না। নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। দন্ত দ্বারা নখ-লোম ছেদন করিবে না। দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবে। নূতন রৌদ্রসেবনও পরিত্যাগ করিবে। অন্য-পরিহিত বস্ত্র; উপানহ (পাদুকা), মাল্য এবং যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে না। শূদ্রকে উপদেশ দিবে না। দাস ব্যতীত শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট এবং যে কোন শূদ্রকে হবিঃ প্রদান করিবে না। শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত উপদেশ করিবে না।১-৫৩। মিলিত পাণিদ্বয় দ্বারা মস্তক জঠর কণ্ডুয়ন করিবে না। দধি বা পুষ্প প্রত্যাখ্যান করিবে না। আপনার মাল্য আপনি অপনীত করিবে না। সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাইবে না। রজস্বলার সহিত কথা কহিবে না। ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজের সহিতও কথা কহিবে না। অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণ সন্নিধানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবে। পরক্ষেত্রে গাভী চরিলে তাহা ক্ষেত্রস্বামীকে বলিয়া দিবে না। বৎস দুগ্ধ পান করিলে তাহাও বলিয়া দিবে না। উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে আনন্দিত করিবে করিবে না। শূদ্ররাজ্যে বাস করিবে না। অধার্ম্মিক জনাকীর্ণ স্থানে, বৈদ্যহীন স্থানে ও উপসর্গগ্রস্ত স্থানে বাস করিবে না। পর্ব্বতেও বহুকাল থাকিবে না। বৃথা চেষ্টা করিবে না। নৃত্যগীত করিবে না। আস্ফোটন (হস্তদ্বারা বাহুতে শব্দ করার নাম আস্ফোটন) করিবে না। অশ্লীল বাক্য, অনৃত বাক্য ও অপ্রিয় বাক্য কীর্ত্তন করিবে না। কাহারও মর্ম্মে আঘাত দিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে নিজের প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। দীর্ঘায়ুঃ ইচ্ছুক বহুক্ষণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সর্প বা শস্ত্র দ্বারা অকারণ ক্রীড়া করিবে না। অকারণ

নোদ্যচ্ছেৎ ॥ ৮০ ॥ শাস্যং শাসনার্থং তাড়য়েৎ ॥৮১॥ দেবব্রাহ্মণশাস্ত্রমহাত্মনাং পরীবাদং পরিহরেৎ ॥ ৮২ ॥ ধর্ম্মবিরুদ্ধৌ চার্থকামৌ ॥৮৩॥ লোকবিদ্বিষ্টঞ্চ ধর্ম্মমপি ॥ ৮৪ ॥ পর্ব্বসু শান্তিহোমং কুর্য্যাৎ ॥ ৮৫ ॥ ন তৃণমপি ছিন্দ্যাৎ ॥ ৮৬ ॥ অলঙ্কৃতশ্চ তিষ্ঠেৎ ॥ ৮৭ ॥ এ আচারসেবা স্যাৎ ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতিস্মৃত্যাদিতং সম্যক্ সাধুভিশ্চ নিষেবিতম্।
তমাচারং নিষেবেত ধর্ম্মকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৯
আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাদীপ্সিতাং গতিম্।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারাদ্ধন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৯০
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥ ৯১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

দমযমেন তিষ্ঠেৎ ॥ ১ ॥ দমশ্চেন্দ্রিয়াণাং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২ ॥ দান্তস্যায়ং লোকঃ পরশ্চ ॥৩॥ নাদান্তস্য ক্রিয়া কাচিৎ সমৃধ্যতি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র স্পর্শ করিবে না। অপরের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিবে না। তবে শাসনার্হ ব্যক্তিকে শাসনার্থ তাড়না করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহাকে বংশখণ্ড বা রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠে তাড়না করিতে হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এবং মহাত্মগণের নিন্দাবাদ করিবে না। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ-কাম পরিত্যাগ করিবে। লোকবিদ্বিষ্ট ধর্ম্মও পরিত্যাজ্য। পর্ব্বে শান্তিহোম করিবে এবং পর্ব্বে তৃণ পর্য্যন্ত ছেদন করিবে না। অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে। এইরূপ আচার পালন করিবে। ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, শ্রুতি-স্মৃতি-উপদিষ্ট, সাধুগণের উত্তমরূপে সেবিত যে আচার, তাহাই পালন করিবে। আচার হইতে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়, আচার হইতে অভীষ্টগতিপ্রাপ্তি হয়; আচার হইতে অক্ষয় ধন পাওয়া যায়, আচার হইতে দুর্লক্ষণ নষ্ট হয়; সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিত হইলেও যে মনুষ্য সদাচার-সম্পন্ন; শ্রদ্ধালু এবং অসূয়াশূন্য, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে। ৫৪—৯২।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দম যম অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়-দমনই দম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (অন্তঃকরণ দমনের নাম দম, বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের নাম যম। অন্তঃকরণ দমন হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয় দমন স্বতঃসিদ্ধ; অতএব এক দম-শব্দ দ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হইতেছে।) দমযুক্ত ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত। দমরহিত ব্যক্তির ঐহিক বা পারত্রিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। দম পরম পবিত্র, দম পরম মাঙ্গল্য; যে কিছু মনে ইচ্ছা করা যায়, এক দমপ্রভাবে সমস্ত লাভ হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ এবং জিহ্বা, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত, চিত্ত-সারথির বশবর্ত্তী, সৎপথানুযায়ী জ্ঞানরথে যিনি গমন করেন, তাঁহাকে কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না, যদি পঞ্চেন্দ্রিয়-অশ্বগণ, সেই রথকে অসৎপথে লইয়া না যায়। যেমন আপূর্য্যমাণ নিত্যপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সকল কামনারাশি যাঁহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যাঁহার অন্তরেই লীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না। ১—৭।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

দমঃ পবিত্রং পরমং মঙ্গল্যং পরমং দমঃ।
দমেন সর্ব্বমাপ্নোতি যৎকিঞ্চিন্মনসেচ্ছতি ॥ ৫

দশাক্ষিযুক্তেন রথেন যাতি
মনোবশেনার্য্যপথানুবর্ত্তিনা।
তঞ্চেদ্রথং নাপহরন্তি বাজিন-
স্তথাগতং নাবজয়ন্তি শত্রবঃ ॥ ৬ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ শ্রাদ্ধেপ্সুঃ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়েৎ ॥ ১ ॥ দ্বিতীয়েঽহ্নি শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণপক্ষস্যাপরাহ্নে বিপ্রান্ সুস্নাতান্ স্বাচান্তান্ যথা ভূয়ো বিদ্যাক্রমেণ

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি, শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে, ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ করিবে। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে শুক্লপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে এবং কৃষ্ণ-

কুশোত্তরেম্বাসনে পবেশয়েৎ ॥ ২ ॥ দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ ত্রীংশ্চ পিত্র্যে উদঙ্মুখান্ ॥ ৩ ॥ একৈকমুভয়ত্র বেতি ॥ ৪ ॥ আমশ্রাদ্ধেষু কাম্যেষু চ প্রথমপঞ্চকেনাগ্নিং হুত্বা ॥ ৫ ॥ পশুশ্রাদ্ধেষু মধ্যমপঞ্চকেন ॥ ৬ ॥ অমাবস্যাসূত্তমপঞ্চকেন ॥ ৭ ॥ আগ্রহায়ণ্যা ঊর্দ্ধং কৃষ্ণাষ্টকাসু চ ক্রমেণৈব প্রথমমধ্যমোত্তমপঞ্চকৈঃ ॥ ৮ ॥ অন্বষ্টকাসু চ ॥ ৯ ॥ ততো ব্রাহ্মণানুজ্ঞাতঃ পিতৄনাবাহয়েৎ ॥ ১০ ॥ অপযান্ত্বসুরা ইতি দ্বাভ্যাং তিলৈর্যাতুধানানাং বিসর্জ্জনং কৃত্বা এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানয় আ মে যন্ত্বেতদ্বঃ পিতর ইত্যাবাহনং কৃত্বা কুশতিলমিশ্রেণ গন্ধোদকেন যাস্তিষ্ঠন্ত্যমৃতা বাগিতি যন্মে মাতেতি চ পাদ্যং নির্ব্বর্ত্ত্য নিবেদ্যার্ঘ্যং কৃত্বা নিবেদ্য চানুলেপনং কৃত্বা কুশতিল-

বস্ত্রপুষ্পালঙ্কারধূপদীপৈর্যথাশক্ত্যা বিপ্রান্ সমভ্যর্চ্য ঘৃতপ্লুতমন্নমাদায়াদিত্যা রুদ্রা বসব ইতি বীক্ষ্যাগ্নৌকরবাণীত্যুক্তা তত্র বিপ্রৈঃ কুর্ব্বিত্যুক্তে আহুতিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ১১ ॥ যে মামকাঃ পিতর এতদ্বঃ পিতরোহয়ং যজ্ঞে ইতি চ হবিরনুমন্ত্রণং কৃত্বা যথোপপন্নেষু পাত্রেষু বিশেষাদ্রজতময়েষন্নং নমো বিশ্বেভ্য ইত্যন্নমাদৌ প্রাঙ্মুখয়োর্নিবেদয়েৎ ॥ ১২ ॥ পিত্রে পিতামহায় প্রপিতামহায় চ নামগোত্রাভ্যামুদঙ্মুখেষু ॥ ১৩ ॥ তদদৎসু ব্রাহ্মণেষু যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈর্যদ্বঃ ক্রব্যাদিতি জপেৎ ॥ ১৪ ॥ ইতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি চেতি ॥ ১৫ ॥ উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পৃথিবী দর্ব্বি রক্ষতেত্যেকং পিণ্ডং পিত্রে নিদধ্যাৎ ॥ ১৬ ॥ অন্তরীক্ষং দর্ব্বি রক্ষতেতি দ্বিতীয়ং পিতামহায় ॥ ১৭ ॥ দ্যৌর্দর্ব্বি রক্ষতেতি তৃতীয়ং প্রপিতামহায় ॥ ১৮ ॥ যেহত্র-

---

পক্ষের অপরাহ্নে অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে পূর্ব্বাহ্নে ও কৃষ্ণপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে অপরাহ্নে, উত্তমরূপে স্নাত, উত্তমরূপে কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে বয়োবাহুল্য ও বিদ্যাক্রমানুসারে কুশাস্তৃত আসনে উপবেশন করাইবে। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ করিয়া দুইজনকে ও পিতৃপক্ষে উত্তরমুখ করিয়া তিন জনকে অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জনকে উপবেশন করাইবে। আমশ্রাদ্ধ ও কাম্যশ্রাদ্ধে কঠশাখোক্ত পঞ্চদশ রক্ষোঘ্ন মন্ত্রের প্রথম পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা, পশুশ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা, অমাবস্যাশ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা,—আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় তিন অষ্টমীতে কর্ত্তব্য অষ্টকাশ্রাদ্ধে ও অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধে যথাক্রমে প্রথম পঞ্চ, মধ্যম পঞ্চ ও শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমীকর্ত্তব্য অষ্টকাশ্রাদ্ধে প্রথম পঞ্চ, পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমীকর্ত্তব্য অষ্টকাশ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ, মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমীকর্ত্তব্য অষ্টকাশ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা,—অন্বষ্টকাত্রয়ের পক্ষেও ঐ রীতি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণানুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণের আহ্বান করিবে। অপযান্ত্বসুরাঃ" ইত্যাদি দুই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিল দ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিয়া দিয়া "এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানয় আ মে যন্ত্বেতদ্বঃ পিতর" এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে কুশতিল-মিশ্রিত গন্ধ-জল দ্বারা "যাস্তিষ্ঠন্ত্যমৃতা বাক্" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "যন্মে মাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাদ্যসম্পাদন ও নিবেদন, অর্ঘ্য-সম্পাদন ও নিবেদন এবং অনুলেপনসম্পাদন করিয়া কুশ, তিল, বস্ত্র, পুষ্প, অলঙ্কার, ধূপ ও দীপ দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। অনন্তর ঘৃতসিক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণের চিন্তা করত অন্নের প্রতি অবলোকনপূর্ব্বক "অগ্নৌকরবাণি" অর্থাৎ অগ্নিকার্য্য করি, এই কথা বলিবে। অনন্তর বিপ্রগণ "কুরু" অর্থাৎ কর, সেই অগ্নিকার্য্যবিষয়ে এই উত্তর দিলে তিনবার আহুতি দিবে। "যে মামকাঃ পিতর এতদ্বঃ পিতরোহয়ং যজ্ঞে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত হবিঃ মন্ত্রপূত করিয়া যথাপ্রাপ্ত পাত্রে বিশেষতঃ রজতময় পাত্রে "অন্নং নমো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" এই বলিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া আসীন ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রথমে,—নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে উত্তরমুখ হইয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে পরে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে থাকিলে, "যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈর্যদ্বঃ ক্রব্যাৎ" এই মন্ত্র জপ করিবে এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টসমীপে দক্ষিণাগ্রকুশোপরি "পৃথিবীদর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃ উদ্দেশে একটী, "অন্তরীক্ষং দর্ব্বি" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতামহ উদ্দেশে দ্বিতীয়, "দ্যৌর্দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অন্ন দান করিবে। "অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং" মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রপিতামহ উদ্দেশে তৃতীয় পিণ্ড স্থাপন

পিতরঃ প্রেতা ইতি বাসো দেয়ম্ ॥ ১৯ ॥ বীরান্নঃ পিতরো ধত্ত ইত্যন্নম্ ॥ ২০ ॥ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বমিতি দর্ভমূলে করঘর্ষণম্ ॥ ২১ ॥ ঊর্জ্জং বহন্তীরিত্যনেন সোদকেন প্রদক্ষিণং পিণ্ডানাং বিকিরণং সেচনং কৃত্বা অর্ঘ্যপুষ্পধূপালেপনান্নাদিভক্ষ্যভোজ্যানি চ নিবেদয়েৎ ॥ ২২ ॥ উদকপাত্রং মধুঘৃততিলৈঃ সংযুক্তঞ্চ ॥ ২৩॥ ভুক্তবৎসু ব্রাহ্মণেষু তৃপ্তিমাগতেষু মা মেক্ষেষ্ঠেত্যন্নং সতৃণমভ্যুক্ষ্যান্নবিকিরমুচ্ছিষ্টাগ্রতঃ কৃত্বা তৃপ্তা ভবন্তঃ সম্পন্নমিতি পৃষ্ট্বোদঙ্মুখেষ্বাচমনমাদৌ দত্বা ততঃ প্রাঙ্মুখেষু দত্বা ততশ্চ সুপ্রোক্ষিতমিতি শ্রাদ্ধদেশং সম্প্রোক্ষ্য দর্ভপাণিঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥ ততঃ প্রাঙ্মুখাগ্রতো যন্মে রাম ইতি প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রত্যেত্য চ যথাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্চ্যাভিরমন্ত ভবন্ত ইত্যুক্ত্বা তৈরুক্তোঽভিরতাঃ স্ম ইতি দেবাশ্চ পিতরশ্চেত্যভিজপেৎ ॥ ২৫ ॥ অক্ষয্যোদকং নামগোত্রাভ্যাং দত্বা বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তামিতি প্রাঙ্মুখেভ্যস্ততঃ প্রাঞ্জলিরিদং তন্মনাঃ সুমনা যাচেত ॥ ২৬

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥ ২৭
তথাস্ত্বিতি ব্রূয়ুঃ ॥ ২৮
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥ ২৯
ইত্যেতাভ্যামাশিষঃ প্রতিগৃহ্য ॥ ৩০
বাজেবাজে ইতি ততো ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জ্জয়েৎ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মনুব্রজ্যাভিবাদ্য চ ॥ ৩১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টকাসু দৈবপূর্ব্বং শাকমাংসাপূপৈঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা অন্বষ্টকাস্বষ্টকাবদ্বহ্নৌ দৈবপূর্ব্বমেব হুত্বা মাত্রে পিতামহ্যৈ প্রপিতামহ্যৈ চ পূর্ব্ববদ্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা

করিবে। “যেঽত্র পিতরঃ” ইত্যাদি বলিয়া বস্ত্র দান করিবে, “বীরান্নঃ পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অন্ন দান করিবে। “অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করত কুশমূলে করঘর্ষণ করিবে। “ঊর্জ্জং বহন্তীঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জল দ্বারা পিণ্ড-প্রদক্ষিণ, পিণ্ডবিকিরণ ও পিণ্ডাগ্রভূমি সেচন করিয়া অর্ঘ্য, পুষ্প, ধূপ, অনুলেপন এবং অন্নাদি ভক্ষ্যভোজ্য আর মধু-ঘৃত তিলযুক্ত উদকপাত্র নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণ, ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলে “মামেক্ষেষ্ঠ” এই মন্ত্র পাঠপুরঃসর কুশযুক্ত শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টাগ্রভাগে বিকীর্ণ করিয়া “তৃপ্তা ভবন্তঃ সম্পন্নং” অর্থাৎ আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত? কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ত?—জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর তাহার উত্তর পাইয়া উত্তরমুখ তিন ব্রাহ্মণকে প্রথমে আচমনজল দিবে, পরে পূর্ব্বমুখ দুই ব্রাহ্মণকে আচমনজল দিবে। অনন্তর “সুপ্রোক্ষিতং” এই বলিয়া শ্রাদ্ধদেশ প্রোক্ষণ করিবে। কুশহস্ত হইয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগের অগ্রে “যন্মে রামঃ” এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর যথাশক্তি দক্ষিণাদান দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর “অভিরমন্ত ভবন্তঃ” অর্থাৎ আপনারা অভিরত হউন, এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলে ব্রাহ্মণেরাও “অভিরতাঃ স্মঃ” অর্থাৎ অভিরত হইলাম, ইহা তাহাকে বলিবেন। তখন শ্রাদ্ধকর্ত্তা “দেবাশ্চ পিতরশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। নামগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক, অক্ষয্যোদক দান করিয়া “বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্” পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুট, তদ্গতচিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিবে,—“আমাদিগের বংশে দাতা অধিক হউক, বেদজ্ঞান ও বংশবিস্তার অধিক হউক, আমাদিগের বংশে সৎকার্য্যশ্রদ্ধা যেন বিগত না হয় এবং আমাদিগের বহু দেয় হউক।” ব্রাহ্মণেরা “তথাস্তু” এই কথা বলিবেন। “আমাদিগের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন বহু অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকট অনেকে প্রার্থনা করুন, আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি।” এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবে। অনন্তর যথোচিত পূজা, অনুগমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক “বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ বিদায় করিবে। ১—৩১।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টকাত্রয়ে, যথাক্রমে শাক, মাংস ও পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া অন্বষ্টকাতেও দৈবপূর্ব্ব উক্তরূপে অর্থাৎ

দক্ষিণাভিশ্চাভ্যর্চ্চ্যানুব্রজ্য বিসর্জ্জয়েৎ॥ ১॥ ততঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ॥ ২॥ তন্মূলে প্রাগগ্রদর্ভ্যুপসমাধানং কৃত্বা পিণ্ডনির্বাপণম্॥ ৩॥ কর্ষূত্রয়মূলে পুরুষাণাং কর্ষূত্রয়মূলে স্ত্রীণাম্॥ ৪॥ পুরুষকর্ষূত্রয়ং সান্নেনোদকেন পূরয়েৎ॥ ৫॥ স্ত্রীকর্ষূত্রয়ং সান্নেন পয়সা॥ ৬॥ দধ্না মাংসেন পয়সা চ প্রত্যেকং কর্ষূত্রয়ম্॥ ৭॥ পূরয়িত্বা জপেদেতদ্ভবদ্ভ্যোভবতীভ্যোঽক্ষ চাক্ষয়ম্॥ ৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পিতরি জীবতি যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ স যেষাং পিতা কুর্য্যাৎ তেষাং কুর্য্যাৎ॥ ১॥ পিতরি পিতামহে চ জীবতি যেষাং পিতামহঃ॥ ২॥ পিতরি পিতামহে প্রপিতামহে চ জীবতি নৈব কুর্য্যাৎ॥ ৩॥ যস্য পিতা প্রেতঃ স্যাৎ স পিত্রে পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ॥ ৪॥ যস্য পিতা পিতামহশ্চ প্রেতৌ স্যাতাং স তাভ্যাং পিণ্ডৌ দত্ত্বা পিতামহপিতামহায় দদ্যাৎ॥ ৫॥ যস্য পিতামহঃ প্রেতঃ স্যাৎ স তস্মৈ পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ॥ ৬॥ যস্য পিতা প্রপিতামহশ্চ প্রেতৌ স্যাতাং স পিত্রে পিণ্ডং নিধায় পিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ॥ ৭॥

মাতামহানামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
মন্ত্রোহেন যথান্যায়ং শেষাণাং মন্ত্রবর্জ্জিতম্॥ ৮

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৫॥

প্রথম পাঁচ মন্ত্র ইত্যাদিরূপে হোম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী-উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা ও অনুগমন করিয়া বিদায় দিবে। তাহাতে অর্থাৎ শ্রাদ্ধে কর্ষূ ত্রয় করিবে। কর্ষূ মূলে পূর্ব্ব-উত্তরভাগে অগ্ন্যাধান করিয়া পিণ্ডদান—পুরুষদিগেরও কর্ষূত্রয় মূলে, স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ষূত্রয়মূলে হইবে। পুরুষ-কর্ষূত্রয় অন্নসমেত জল দ্বারা, স্ত্রীলোকদিগের কর্ষূত্রয় অন্নসমেত দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিবে। তিনটি কর্ষূর প্রত্যেকটিই দধি, মাংস ও দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াই যথাসম্ভব "ভবদ্ভ্যো, ভবতীভ্যোঽক্ষয়মস্তু" অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি আপনাদিগের এবং মাতা প্রভৃতি আপনাদিগের অক্ষয় হউক, ইহা পাঠ করিবে। ১—৮।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, পিতা জীবিত থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে, (প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তাহার অঙ্গ—পার্ব্বণশ্রাদ্ধ ইত্যাদি শ্রাদ্ধ, পিতা জীবিত থাকিতেও করিতে পারে) সে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের করিবে। পিতা-পিতামহ জীবিত থাকিতে, (ঐরূপ করিতে হইলে) পিতামহ যাহাদিগের করিয়া থাকেন; পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবেই না। যাহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন জনের মধ্যে পিতা মৃত, সে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া প্রপিতামহের ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং পিতামহ মৃত, সে ঐ দুইজনকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের পিতামহকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতামহ মৃত, সে পিতামহকে পিণ্ড দিয়া প্রপিতামহের ঊর্দ্ধতন দুই জনকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং প্রপিতামহ মৃত, সে পিতাকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের ঊর্দ্ধতন দুইজনকে পিণ্ড দিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র মন্ত্রের উহ করিয়া মাতামহ প্রভৃতিরও এইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ মন্ত্রবর্জ্জিত অর্থাৎ প্রকৃত্যূহ-যোগ্য মন্ত্র বর্জ্জিত করিয়া করিবে। *১—৮।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৫॥

---

* অমুক কার্য্যের ন্যায় অমুক কার্য্য হইবে, এইরূপ বিধি থাকিলে প্রথমোক্ত কার্য্যের কোন কোন লিঙ্গ, বিভক্তি, পদ বা মন্ত্র যদি শেষোক্ত কার্য্যের সহিত না মিলে, তবে সেই স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে মিলে তাহা করিবে। এই পরিবর্ত্তনের নাম উহ; পদ বা মন্ত্রের উহকে প্রকৃত্যূহ বলে। মাতামহাদি শ্রাদ্ধে প্রকৃত্যূহ করিতে পারিবে। যথা—পিতৃপ্রভৃতির শ্রাদ্ধে "শুন্ধন্তাং পিতর" ইত্যাদি মন্ত্র আছে। মাতামহাদি-

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

অমাবাস্যাস্তিস্রোঽষ্টকাস্তিস্রোঽন্বষ্টকা মাঘী প্রোষ্ঠপদ্যূর্দ্ধং কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ব্রীহিযবপাকৌ চেতি ॥ ১ ॥
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ ।
শ্রাদ্ধমেতেষ্বকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

আদিত্যসংক্রমণম্ ॥ ১ ॥ বিষুবদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥ বিশেষেণায়নদ্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ ব্যতীপাতঃ ॥ ৪ ॥ জন্মর্ক্ষম্ ॥ ৫ ॥ অভ্যুদয়শ্চ ॥ ৬ ॥
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ কাম্যানাহ প্রজাপতিঃ ।
শ্রাদ্ধমেতেষু যদ্দত্তং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৭
সন্ধ্যারাত্র্যোর্ন কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং খলু বিচক্ষণৈঃ ।
তয়োরপি চ কর্ত্তব্যং যদি স্যাদ্রাহুদর্শনম্ ॥ ৮
রাহুদর্শনদত্তং হি শ্রাদ্ধমাচন্দ্রতারকম্ ।
গুণবৎ সর্ব্বকামীয়ং পিতৃণামুপতিষ্ঠতে ॥ ৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

সততমাদিত্যেঽহ্নি শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্নারোগ্যমাপ্নোতি ॥ ১ ॥ সৌভাগ্যং চান্দ্রে ॥ ২ ॥ সমরবিজয়ং কৌজে ॥ ৩ ॥ সর্ব্বান্ কামান্ বৌধে ॥ ৪ ॥ বিদ্যামভীষ্টাং জৈবে ॥ ৫ ॥ ধনং শৌক্রে ॥ ৬ ॥ জীবিতং শনৈশ্চরে ॥ ৭ ॥ স্বর্গং কৃত্তিকাসু ॥ ৮ ॥ অপত্যং রোহিণীষু ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মবর্চ্চস্যং সৌম্যে ॥ ১০ ॥ কর্ম্মসিদ্ধিং রৌদ্রে ॥ ১১ ॥ ভূবং পুনর্ব্বসৌ ॥ ১২ ॥ পুষ্টিং পুষ্যে ॥ ১৩ ॥ শ্রিয়ং সর্পে ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বান্ কামান্ পৈত্র্যে ॥ ১৫ ॥ সৌভাগ্যং ভাগ্যে ॥ ১৬ ॥ ধনমার্য্যমণে ॥ ১৭ ॥ জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং হস্তে ॥ ১৮ ॥ রূপবতঃ সুতাংস্ত্বাষ্ট্রে ॥ ১৯ ॥ বাণিজ্যসিদ্ধিং স্বাতৌ ॥ ২০ ॥ কনকং বিশাখাসু ॥ ২১ ॥ মিত্রাণি মৈত্রে ॥ ২২ ॥ রাজ্যং শাক্রে ॥ ২৩ ॥ কৃষিং মূলে ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় ।

অমাবস্যা সকল, তিন অষ্টকা, তিন অন্বষ্টকা, মাঘীপূর্ণিমা, ভাদ্রীপূর্ণিমার পরবর্ত্তী মঘাযুক্ত কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ব্রীহিপাককাল ও যবপাককাল—শ্রাদ্ধের এই সকল কাল নিত্য, ইহা প্রজাপতি বলেন। এই সকল কালে শ্রাদ্ধ না করিলে নরকগামী হয়। ১।২।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

সূর্য্যসংক্রমণ, বিষুবদ্বয়, বিশেষতঃ অয়নদ্বয় (অর্থাৎ সংক্রান্তি, তাহার মধ্যে বৈশাখমাসের ও কার্ত্তিক মাসের বিষুবসংক্রান্তি আর শ্রাবণ ও মাঘমাসের অয়নসংক্রান্তি) ব্যতীপাত জন্মনক্ষত্র এবং গর্ভধারণ প্রভৃতি বৃদ্ধিকার্য্য—শ্রাদ্ধের এইসকল কাল কাম্য, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। এই সকল কালে যে শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তাহা অনন্তফলজনক হইয়া থাকে। বিচক্ষণগণ সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না। কিন্তু যদি গ্রহণ হয়, তাহা হইলে তৎকালেও করিতে পারিবে; গ্রহণসময়ে কৃত শ্রাদ্ধ বিশেষ-ফলজনক,— সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া চন্দ্রতারকা-স্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করে। ১—৯

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

রবিবারে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বদা আরোগ্য লাভ করে। সোমবারে সৌভাগ্য; মঙ্গলবারে যুদ্ধজয়; বুধবারে সর্ব্বকাম; বৃহস্পতিবারে অভীষ্ট-বিদ্যা; শুক্রবারে ধন ও শনিবারে আয়ুঃ লাভ করে। কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে অপত্য; সৌম্যে অর্থাৎ মৃগশিরাতে ব্রহ্মতেজ; রৌদ্রে অর্থাৎ আর্দ্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি; পুনর্ব্বসুতে ভূমি; পুষ্যে পুষ্টি; সর্পে অর্থাৎ অশ্লেষাতে সম্পত্তি; পৈত্রে অর্থাৎ মঘাতে সর্ব্বকাম; ভগে অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌভাগ্য, আর্য্যমণে অর্থাৎ উত্তরফল্গুনীতে ধন; হস্তানক্ষত্রে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা; ত্বাষ্ট্রে অর্থাৎ চিত্রাতে রূপবান্ পুত্রগণ; স্বাতিতে বাণিজ্যসিদ্ধি; বিশাখাতে

শ্রাদ্ধে "শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ" ইত্যাদিরূপে পদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে, কিন্তু ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধে এ সকল প্রকৃত্যূহ-যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে; লিঙ্গাদির ঊহযোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে না।

সমুদ্রযানসিদ্ধিমাপ্যে ॥ ২৫ ॥ সর্ব্বান্ কামান্ বৈশ্বদেবে ॥ ২৬ ॥ শ্রৈষ্ঠমভিজিতি ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বান্ কামান্ শ্রবণে ॥ ২৮ ॥ লবণং বাসবে ॥ ২৯ ॥ আরোগ্যং বারুণে ॥ ৩০ ॥ কুপ্যদ্রব্যমাজে ॥ ৩১ ॥ গৃহমাহির্ব্রধ্নে ॥ ৩২ ॥ গাঃ পৌষ্ণে ॥ ৩৩ ॥ তুরঙ্গমাশ্বিনে ৩৪ ॥ জীবিতং যাম্যে ॥ ৩৫ ॥ গৃহং সুরূপাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রতিপদি ॥ ৩৬ ॥ কন্যাং বরদাং দ্বিতীয়ায়াম্ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্বান্ কামাংস্তৃতীয়ায়াম্ ॥ ৩৮ ॥ পশূংশ্চতুর্থ্যাম্ ॥ ৩৯ ॥ শ্রিয়ং (সুরূপান্ সুতান্) পঞ্চম্যাম্ ॥ ৪০ ॥ দ্যূতবিষয়ং ষষ্ঠ্যাম্ ॥ ৪১ ॥ কৃষিং সপ্তম্যাম্ ॥ ৪২ ॥ বাণিজ্যমষ্টম্যাম্ ॥ ৪৩ ॥ পশূন্ নবম্যাম্ ॥ ৪৪ ॥ বাজিনো দশম্যাম্ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রানেকাদশ্যাম্ ॥ ৪৬ ॥ আয়ুর্ব্বসু রাজ্যজয়ান্ (কনক রজতং) দ্বাদশ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥ সৌভাগ্যং ত্রয়োদশ্যাম্ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বকামান্ পঞ্চদশ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥ শস্ত্রহতানাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি চতুর্দ্দশী শস্তা ॥ ৫০ ॥ অপি পিতৃগীতে গাথে ভবতঃ ॥ ৫১ ॥

অপি জায়েত সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।
প্রাবৃট্‌কালেঽসিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং সমাহিতঃ ॥ ৫২
মধূৎকটেন যঃ শ্রাদ্ধং পায়সেন সমাচরেৎ।
কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্য চ ॥ ৫৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ন নক্তংগৃহীতেনোদকেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥ ১ কুশাভাবে কুশস্থানে কাশান্ দূর্ব্বাং বা দদ্যাৎ ॥ ২ বাসসোঽর্থে কার্পাসোত্থং সূত্রম্ ॥ ৩ ॥ দশাং বিসর্জ্জয়েদ্‌যদ্যপ্যাহতবস্ত্রজা স্যাৎ ॥ ৪ ॥ উগ্রগন্ধীন্য-গন্ধীনি কণ্টকিজাতানি রক্তানি চ পুষ্পাণি ॥ ৫ ॥ শুক্লানি সুগন্ধীনি কণ্টকিতাতান্যপি জলজানি রক্তান্যপি দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ বসাং মেদশ্চ দীপার্থে ন দদ্যাৎ ॥ ৭ ॥ ঘৃতং তৈলং বা দদ্যাৎ ॥ ৮ ॥ জীবজং সর্ব্বধূপার্থে ন দদ্যাৎ ॥ ৯ ॥ মধুঘৃতযুক্তং গুগ্‌গুলুং দদ্যাৎ ॥

সুবর্ণ; মৈত্রে অর্থাৎ অনুরাধাতে বন্ধুগণ; শাক্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাতে রাজ্য; মূলানক্ষত্রে কৃষিফল; আপ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়াতে সমুদ্রযান-জনিত ধনাগম; বৈশ্বদেব অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়াতে সর্ব্বকাম; অভিজিৎ-ভাগে শ্রেষ্ঠতা; শ্রবণানক্ষত্রে সর্ব্বকাম; বাসবে অর্থাৎ ধনিষ্ঠাতে সর্ব্বকাম; বারুণে অর্থাৎ শতভিষাতে আরোগ্য; আজে অর্থাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদে কুপ্য দ্রব্য; অহিব্রধ্নে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে গৃহ; পৌষ্ণে অর্থাৎ রেবতীতে গাভী; অশ্বিনীতে অশ্ব এবং যাম্যে অর্থাৎ ভরণীতে শ্রাদ্ধ করিলে আয়ুঃ লাভ হয়। প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ এবং সুরূপা ভার্য্যা; দ্বিতীয়াতে ইষ্টপ্রদ কন্যা; তৃতীয়াতে সর্ব্বকাম; চতুর্থীতে পশুগণ; পঞ্চমীতে সম্পত্তি এবং সুরূপ-পুত্রগণ; ষষ্ঠীতে দ্যূতজয়; সপ্তমীতে কৃষিফল; অষ্টমীতে বাণিজ্য লাভ; নবমীতে পশুগণ; দশমীতে অশ্বগণ; একাদশীতে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ; দ্বাদশীতে আয়ু, ধন, রাজ্যজয় ও সুবর্ণ-রৌপ্য; ত্রয়োদশীতে সৌভাগ্য আর পঞ্চদশীতে অর্থাৎ পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে সর্ব্বকাম লাভ হয়। শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দ্দশী প্রশস্ত অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অন্যের শ্রাদ্ধ করা নিষেধ, শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য। দুইটী পিতৃগীতা গাথাও আছে;—বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে কুঞ্জরচ্ছায়াযোগে * এবং সমস্ত কার্ত্তিক মাসে, যে ব্যক্তি অপরাহ্ণে শ্রাদ্ধ করে, তাদৃশ নরোত্তম যেন আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হয়। ১—৫৩।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে—আহৃত জল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না। কুশাভাব হইলে কুশ স্থানে কাশ বা দূর্ব্বা প্রদান করিবে। বস্ত্রাভাবে বস্ত্রের জন্য কার্পাস-সূত্র দিবে। যদ্যপি দশা আহতবস্ত্রসম্ভূত † হয়, তবে তাহা প্রদান করিবে না। উগ্রগন্ধ, গন্ধহীন, কণ্টকযুক্ত-বৃক্ষসম্ভূত এবং রক্তবর্ণ এই সকল পুষ্প পরিত্যাজ্য। শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধিপুষ্প কণ্টকসম্পন্ন-বৃক্ষসম্ভূত হইলেও এবং পদ্ম রক্তবর্ণ হইলেও তাহা দিবে। বসা এবং মেদ দীপার্থে দিবে না, ঘৃত বা তৈল দিবে; জীবজাত অর্থাৎ নখশৃঙ্গাদি ধূপার্থে দিবে না, মধু-ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুলু দিবে, চন্দন,

* মঘাত্রয়োদশীদিনে, হস্তানক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে কুঞ্জরচ্ছায়াযোগ হয়।

† ঈষদ্ধৌত, নূতন, শুক্লবর্ণ দশাযুক্ত এবং অপরিহিতপূর্ব্ব বস্ত্রের নাম আহত বস্ত্র।

১০॥ চন্দনকুঙ্কুমকর্পূরাগুরুপদ্মকাষ্ঠমনুলেপনার্থে॥১১॥ ন প্রত্যক্ষলবণং দদ্যাৎ॥১২॥ হস্তেন চ ঘৃত-ব্যঞ্জনাদি॥১৩॥ তৈজসানি পাত্রাণি দদ্যাৎ॥১৪॥ বিশেষতো রাজতানি॥১৫॥ খড়্গাকুতপকৃষ্ণাজিন-তিলসিদ্ধার্থকাক্ষতানি চ পবিত্রাণি রক্ষোঘ্নানি চ নিদধ্যাৎ॥১৬॥ পিপ্পলীমুকুন্দকভূস্তৃণশিগ্রুসর্ষপ-সুরসা-সর্জ্জক-সুবর্চ্চল কুষ্মাণ্ডালাবু-বার্ত্তাকুপালক্যো-পোদকীতণ্ডুলীয়ককুসুম্ভপিণ্ডালুকমহিষীক্ষীরাণি বর্জ্জ-য়েৎ॥১৭॥ রাজমাষমসুরপর্য্যুষিতকৃতলবণানি চ॥১৮॥ কোপং পরিহরেৎ॥১৯॥ নাশ্রু পাতয়েৎ॥২০॥ ন ত্বরাং কুর্য্যাৎ॥২১॥ ঘৃতাদিদানে তৈজসানি পাত্রাণি খড়্গপাত্রাণি ফল্গুপাত্রাণি চ প্রশস্তানি॥২২॥ অত্র চ শ্লোকো ভবতি॥২৩॥

সৌবর্ণরাজতাভ্যাঞ্চ খড়্গেনৌডুম্বরেণ চ।
দত্তমক্ষয্যতাং যাতি ফল্গুপাত্রেণ চাপ্যথ॥২৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৭৯

অশীতিতমোঽধ্যায়।

তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলৈঃ শাকৈঃ শ্যামাকৈঃ প্রিয়ঙ্গুভির্নীবারৈর্মুদ্গৈর্গোধূমৈশ্চ মাসং প্রীয়ন্তে॥১॥ দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন॥২॥ ত্রীন্ হারিণেন॥৩॥ চতুরশ্চৌরভ্রেণ॥৪॥ পঞ্চ শাকুনেন॥৫॥ ষট্ ছাগেন॥৬॥ সপ্ত রৌরবেণ॥৭॥ অষ্টৌ পার্ষতেন॥৮॥ নব গবয়েন॥৯॥ দশ মাহিষেণ॥১০॥ একাদশ কৌর্ম্মেণ॥১১॥ সংবৎসরং গব্যেন পয়সা তদ্বিকারৈর্বা॥১২॥ অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি॥১৩॥

কালশাকং মহাশল্কং মাংসং বার্ধ্রীণসস্য চ।
বিষাণবর্জ্জ্যা যে খড়্গাস্তাংস্ত ভক্ষ্যামহে সদা॥১৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮০॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়।

নান্নমাসনমারোপয়েৎ॥১॥ ন পদা স্পৃশেৎ॥২॥ নাবক্ষুতং কুর্য্যাৎ॥৩॥ তিলৈঃ সর্ষপৈর্ব্বা যাতুধানান বিসর্জ্জয়েৎ॥৪॥ সংবৃতে ন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ॥৫॥ ন

কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু এবং পদ্মকাষ্ঠ অনুলেপনার্থ দিবে। প্রত্যক্ষ লবণ (কৃত্রিম লবণ) দিবে না; হস্তে করিয়া ঘৃত ব্যঞ্জনাদি দিবে না। তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ রজতময় পাত্র দিবে, খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারশৃঙ্গপাত্র, কুতপ, কৃষ্ণাজিন, তিল, গৌর-সর্ষপ, আতপতণ্ডুল, রজতপাত্রাদি, পবিত্র এবং রক্ষোঘ্ন বক্ষ্যমাণ বস্তু সকল স্থাপন করিবে,—পিপ্পলী মুচুন্দক, ভূস্তৃণ, শিগ্রু, সর্ষপ, সুরসা, সর্জ্জক, সুবর্চ্চল, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালক্য, উপোদকী, তণ্ডুলীয়ক, কুসুম্ভ, পিণ্ডালুক, মহিষী-দুগ্ধ, রাজমাষ, মসুর, পর্য্যুষিতভক্ষ্য এবং কৃত্রিম লবণ দিবে না। শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না, ত্বরা করিবে না। ঘৃতাদি দানে তৈজসপাত্র, খড়্গপাত্র এবং ফল্গুপাত্র প্রশস্ত; এ বিষয়ে শ্লোক আছে,—সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, খড়্গপাত্র, তাম্রপাত্র অথবা ফল্গুপাত্রে প্রদত্ত ব্য অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ১—২৪।

ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৭৯॥

অশীতিতম অধ্যায়।

একবার দত্ত তিল, ব্রীহি, যব, মাষ, জল, শ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু, নীবার, দুগ্ধ, জল, মূল এবং গোধূম দ্বারা পিতৃগণ একমাসকাল প্রীতিলাভ করেন; মৎস্য-মাংস দ্বারা দুইমাস, হরিণমাংস দ্বারা তিনমাস, মেষমাংস দ্বারা চারিমাস, পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচমাস, ছাগমাংস দ্বারা ছয়মাস, রুরুমাংস দ্বারা সাতমাস, পৃষতমাংস দ্বারা আটমাস, গবয়মাংস দ্বারা নয়মাস, মহিষমাংস দ্বারা দশমাস, কূর্ম্মমাংস দ্বারা একাদশ মাস, গব্যদুগ্ধ বা তদ্বিকার অর্থাৎ দধি প্রভৃতি দ্বারা একবৎসর প্রীতিভোগ করেন। এ বিষয়ে পিতৃগীতা গাথা আছে,—কালশাক, মহাশল্ক, বার্ধ্রীণস ছাগের মাংস এবং শৃঙ্গহীন গণ্ডার ইহা-দিগকে নিত্য ভোজন করিয়া থাকি। ১—১৪।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

অন্ন আসনে রাখিবে না, পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না; অবক্ষুত করিবে না;—তিল অথবা সর্ষপ দ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিবে, সংবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে

রজস্বলাং পশ্যেৎ ॥৬॥ ন শ্বানম্ ॥৭॥ন বিড়্বরাহম্ ॥৮॥ ন গ্রাম্যকুক্কুটম্ ॥৯॥ প্রযত্নাচ্ছ্রাদ্ধমজস্য দর্শয়েৎ ॥১০॥ অশ্নীয়ুর্ব্রাহ্মণাশ্চ বাগ্‌যতাঃ ॥ ১১ ॥ ন বেষ্টিতশিরসঃ ॥ ১২ ॥ ন সোপানৎকাঃ ॥ ১৩ ॥ ন পীঠোপহিতপাদাঃ ॥ ১৪ ॥ ন হীনাঙ্গাধিকাঙ্গাঃ শ্রাদ্ধং পশ্যেয়ুঃ ॥ ১৫ ॥ ন শূদ্রাঃ ॥ ১৬ ॥ ন পতিতাঃ ॥ ১৭ ॥ তৎকালং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণানুমতেন বা ভিক্ষুকং ভোজয়েৎ ॥১৮॥ হবির্গুণান্ ন ব্রূয়ুর্দ্দাত্রা পৃষ্টাঃ ॥ ১৯ ॥

যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ ২০ ॥
সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।
সমুৎসৃজেদ্ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরন্ ভুবি ॥ ২১
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥ ২২
উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য বা।
দাসবর্গস্য তৎপিত্র্যে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে ॥ ২৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাশীতিতমো ধ্যায়ঃ ॥৮১॥

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দৈবে কর্ম্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত ॥ ১ ॥ প্রযত্নাৎ পিত্র্যে পরীক্ষেত ॥২॥ হীনাধিকাঙ্গান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৩॥ বিকর্ম্মস্থাংশ্চ ॥৪॥ বৈড়ালব্রতিকান্ ॥৫॥ বৃথালিঙ্গিনঃ ॥৬ নক্ষত্রজীবিনঃ ॥ ৭ ॥ দেবলকাংশ্চ ॥৮॥ চিকিৎসকান্ ॥ ৯ ॥ অনূঢ়াপুত্রান্ ॥ ১০ ॥ তৎপুত্রান্ ॥ ১১ ॥ বহুযাজিনঃ ॥ ১২ ॥ গ্রামযাজিনঃ ॥ ১৩ ॥ শূদ্রযাজিনঃ ॥ ১৪ ॥ অযাজ্যযাজিনঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রাত্যান্ ॥ ১৬ ॥ তদ্‌যাজিনঃ ॥ ১৭ ॥ পর্ব্বকারান্ ॥ ১৮ ॥ সূচকান্ ॥১৯॥ ভৃতকাধ্যাপকান্ ॥ ২০ ॥ ভৃতকাধ্যাপিতান্ ॥ ২১ ॥ শূদ্রান্নপুষ্টান্ ॥ ২২ ॥ পতিতসংসর্গান্ ॥ ২৩ ॥ অনধীয়ানান্ ॥ ২৪ ॥ সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্ ॥ ২৫ ॥ রাজসেবকান্ ॥ ২৬ ॥ নগ্নান্ ॥ ২৭ ॥ পিত্রা বিবদমানান্ ॥ ২৮ ॥ পিতৃমাতৃগুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ।
এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্‌যত্নাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ ॥ ৩০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

না, শ্রাদ্ধকালে রজস্বলাকে দর্শন করিবে না; কুক্কুর, বিড়্বরাহ ও গ্রাম্যকুক্কুটকে দর্শন করিবে না, যত্নপূর্ব্বক ছাগলকে শ্রাদ্ধ দেখাইবে। ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বী হইয়া আহার করিবে; বেষ্টিতমস্তক হইয়া, পাদুকা পরিয়া ও পিঠোপরি পাদতল রাখিয়া আহার করিবে না। হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ ব্যক্তিগণ, শূদ্র এবং পতিতেরাও শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। তৎকালে ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুক বা পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে অন্য ভিক্ষুককে ভোজন করাইতে পারিবে। ভোক্তা ব্রাহ্মণগণ, দাতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ভোজন। দ্রব্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য দ্রব্যের গুণ কীর্ত্তিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ভোজন করিতে থাকেন। সর্ব্বপ্রকার অন্নাদি মিলিত করিয়া এবং জলসিক্ত করিয়া কৃতাহার ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখ-ভূমিস্থিত কুশোপরি নিক্ষেপ করত ত্যাগ করিবে। সংস্কারানর্হ অর্থাৎ ঊনদ্বিবার্ষিকাদি মৃত বালকদিগের এবং দোষ দর্শন না করিয়া যাহারা কুলস্ত্রী পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ও কুশোপরি যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা। আর শ্রাদ্ধকার্য্যে যাহা ভূমিগত উচ্ছিষ্ট, তাহা অনলস এবং অকুটিল দাসবর্গের প্রাপ্য ভাগ—ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। ১—২৩।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮১॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ-পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিত্র্যকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অনুচিত-কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতী, বৃথা-চিহ্নধারী অর্থাৎ যে ভণ্ড ব্রহ্মচারী ইত্যাদি, নক্ষত্রজীবী, দেবল, চিকিৎসক, অপরিণীতা-পুত্র, তৎপুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী, শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী, পর্ব্বকার, সূচক, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত, নিরন্তর শূদ্রান্নপুষ্ট, পতিতসংসর্গী, অনধীয়ান (অর্থাৎ বেদানধ্যায়ী), সন্ধ্যোপাসনাভ্রষ্ট, রাজসেবক, দিগম্বর, পিতার সহিত বিবদমান, পিতৃত্যাগী, মাতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী, অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পঙ্‌ক্তিদূষক বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ১—৩০।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮২॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥ ১ ॥ ত্রিণাচিকেতঃ ॥ ২ ॥ পঞ্চাগ্নিঃ ॥ ৩ ॥ জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥ ৪ ॥ বেদপারগঃ ॥ ৫ ॥ বেদাঙ্গস্যাপ্যেকস্য পারগঃ ॥ ৬ ॥ পুরাণেতিহাসব্যাকরণপারগঃ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রস্যাপ্যেকস্য পারগঃ ॥ ৮ ॥ তীর্থপূতঃ ॥ ৯ ॥ যজ্ঞপূতঃ ॥ ১০ ॥ তপঃপূতঃ ॥ ১১ ॥ সত্যপূতঃ ॥ ১২ ॥ মন্ত্রপূতঃ ॥ ১৩ ॥ গায়ত্রীজপনিরতঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিসুপর্ণঃ ॥ ১৬ ॥ জামাতা ॥ ১৭ ॥ দৌহিত্রশ্চেতি পাত্রম্ ॥ ১৮ ॥ বিশেষেণ চ যোগিনঃ ॥ ১৯ ॥ অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি ॥ ২০ ॥

অপি স স্যাৎ কুলেঽস্মাকং ভোজয়েদ্‌যস্তু যোগিনম্।
বিপ্রং শ্রাদ্ধে প্রযত্নেন যেন তৃপ্যামহে বয়ম্ ॥ ২১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥ ন গচ্ছেন্‌ম্লেচ্ছবিষয়ম্ ॥ ২ ॥ পরনিপানেষ্বপঃ পীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি ॥ ৩ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ পুষ্করেষ্বক্ষয়শ্রাদ্ধম্ ॥ ১ ॥ জপ্যহোমতপাংসি চ ॥ ২ ॥ পুষ্করে স্নানমাত্রতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ॥ ৩ ॥ এবমেব গয়াশীর্ষে ॥ ৪ ॥ অক্ষয়বটে ॥ ৫ ॥ অমরকণ্টকপর্ব্বতে ॥ ৬ ॥ বরাহপর্ব্বতে ॥ ৭ ॥ যত্র ক্বচন নর্ম্মদাতীরে ॥ ৮ ॥ যমুনাতীরে ॥ ৯ ॥ গঙ্গায়াং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ কুশাবর্ত্তে ॥ ১১ ॥ বিন্দুকে ॥ ১২ ॥ নীলপর্ব্বতে ॥ ১৩ ॥ কনখলে ॥ ১৪ ॥ কুব্জাম্রে ॥ ১৫ ॥ ভৃগুতুঙ্গে ॥ ১৬ ॥ কেদারে ॥ ১৭ ॥ মহালয়ে ॥ ১৮ ॥ নড়ন্তিকায়াম্ ॥ ১৯ ॥ সুগন্ধায়াম্ ॥ ২০ ॥ শাকম্ভর্য্যাম্ ॥ ২১ ॥ ফল্গুতীর্থে ॥ ২২ ॥ মহাগঙ্গায়াম্ ॥ ২৩ ॥ ত্রিহলিকাগ্রামে ॥ ২৪ ॥ কুমারধারায়াম্ ॥ ২৫ ॥ প্রভাসে ॥ ২৬ ॥ যত্র ক্বচন সরস্বত্যাং বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
সততং নৈমিষারণ্যে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥ ২৮

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অথ পঙ্‌ক্তিপাবন। ত্রিণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি, জ্যেষ্ঠসামগ, বেদপারগ, এক বেদেরও পরাগামী, পুরাণ-ইতিহাস-ব্যাকরণপারগ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রেরও পারগ, তীর্থপূত, যজ্ঞপূত, তপঃপূত, সত্যপূত, মন্ত্রপূত, গায়ত্রীজপনিরত, ব্রাহ্মদেয়ানুসন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতার সন্তান, ত্রিসুপর্ণ, জামাতা এবং দৌহিত্র, ইহারা পাত্র; বিশেষত যোগিগণ। এ বিষয়ে পিতৃগীতায় একটী গাথা আছে; "যদ্দ্বারা আমরা তৃপ্ত হই, এইরূপ যোগী ব্রাহ্মণকে যে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, যেন সেই ব্যক্তি আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়।" ১—২১।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ম্লেচ্ছভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে জল পান করিলে জলাশয়স্বামী সমতাপ্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ আর জলাশয়স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। যে দেশে চতুর্বর্ণ-ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত। ১—৪।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুষ্করে কৃত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম এবং তপস্যা অক্ষয় ফল-জনক হয়। পুষ্করে স্নানমাত্র করিলে সকল পাপ হইতে পূত হয়। গয়াশীর্ষ, অক্ষয়বট, অমরকণ্টক-পর্ব্বত, বরাহ-পর্ব্বত, নর্ম্মদাতীরের যে কোন স্থান, যমুনাতীর, বিশেষতঃ গঙ্গা, কুশাবর্ত্ত, বিন্দুক, নীলপর্ব্বত, কনখল, কুব্জাম্র, ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, মহালয়, নড়ন্তিকা, সুগন্ধা, শাকম্ভরী, ফল্গুতীর্থ, মহাগঙ্গা, ত্রিহলিকাগ্রাম, কুমারধারা, প্রভাস, বিশেষতঃ সরস্বতীর যে কোন স্থান, গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, সকল সময়ে নৈমিষ্যারণ্য, বিশেষতঃ

অগস্ত্যাশ্রমে ॥ ২৯ ॥ কণ্বাশ্রমে ॥ ৩০ ॥ কৌশিক্যাম্ ॥ ৩১ ॥ সরযূতীরে ॥ ৩২ ॥ শোণস্য জ্যোতিষায়াশ্চ সঙ্গমে ॥৩৩॥ শ্রীপর্ব্বতে ॥ ৩৪ ॥ কালোদকে ॥ ৩৫ ॥ উত্তরমানসে ॥ ৩৬ বড়বায়াম্ ॥ ৩৭ ॥ মতঙ্গবাপ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তার্ষে ॥ ৩৯ ॥ বিষ্ণুপদে ॥ ৪০ ॥ স্বর্গমার্গপদে ॥ ৪১ ॥ গোদাবর্য্যাম্ ॥ ৪২ ॥ গোমত্যাম্ ॥ ৪৩ ॥ বেত্রবত্যাম্ ॥ ৪৪ ॥ বিপাশায়াম্ ॥৪৫॥ বিতস্তায়াম্ ॥ ৪৬ ॥ শতদ্রুতীরে ॥ ৪৭ ॥ চন্দ্রভাগায়াম্ ॥ ৪৮ ॥ ইরাবত্যাঞ্চ ॥ ৪৯ ॥ সিন্ধোস্তীরে ॥ ৫০॥ দক্ষিণে পঞ্চনদে ॥ ৫১ ॥ ঔসজে ॥ ৫২ ॥ এবমাদিষ্বথান্যেষু তীর্থেষু ॥ ৫৩ ॥ সরিদ্বরাসু ॥ ৫৪ ॥ সর্ব্বেষ্বপি স্বভাবেষু ॥ ৫৫ ॥ পুলিনেষু ॥ ৫৬ ॥ প্রস্রবণেষু ॥ ৫৭ ॥ পর্ব্বতে॥ ৫৮ ॥ নিকুঞ্জেষু ॥ ৫৯ ॥ বনেষু ॥ ৬০ ॥ উপবনেষু ॥ ৬১ ॥ গোময়োপলিপ্তেষু ॥ ৬২ ॥ মনোজ্ঞেষু ॥ ৬৩ ॥ অত্র চ পিতৃগীতা গাথা ভবন্তি ॥ ৬৪ ॥

কুলেঽস্মাকং স জন্তুঃ স্যাদ্‌যো নো দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্।
নদীষু বহুতোয়াসু শীতলাসু বিশেষতঃ ॥ ৬৫ ॥
অপি জায়েত সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।
গয়াশীর্ষে বটে শ্রাদ্ধং যো নঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৬৬
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৬৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

বারাণসী, অগস্ত্যাশ্রম, কণ্বাশ্রম, কৌশিকী, সরযূতীর শোণনদ ও জ্যোতিষানদীর সঙ্গমস্থল, শ্রীপর্ব্বত, কালোদক, উত্তরমানস, বড়বা, মতঙ্গবাপী, সপ্তার্ষ, বিষ্ণুপদ, স্বর্গমার্গপদ, গোদাবরী, গোমতী, বেত্রবতী, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রুতীর, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, সিন্ধুতীর, দক্ষিণ পঞ্চনদ, ঔসজ, ইত্যাদি, অন্যতীর্থ, প্রধান প্রধান নদী সকল, স্বভাব অর্থাৎ শ্রীরাম প্রভৃতির জন্মস্থান, পুলিন, প্রস্রবণ, পর্ব্বত, নিকুঞ্জ, বন, উপবন, গোময়োপলিপ্ত স্থান এবং মনোজ্ঞ অর্থাৎ তুলসীচত্বরাদি এই সকল স্থানে উক্তরূপ হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার অক্ষয় ফল হয়। "এ বিষয়ে কতকগুলি পিতৃগীতা গাথা আছে;—যে বহুতর৷ বিশেষতঃ শীতলা নদীতে আমাদিগকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই প্রাণী যেন আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়। যে সমাহিত হইয়া গয়াশীর্ষে বা অক্ষয়বটে আমাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে, সেই নরোত্তম যেন আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বহুপুত্র প্রার্থনা করা উচিত, যদি তাহার মধ্যে একজনও গয়া গমন করে বা অশ্বমেধ যাগ করে, অথবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে।" ১—৬৭।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮৫॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

অথ বৃষোৎসর্গঃ ॥ ১ ॥ কার্ত্তিক্যামাশ্বযুজ্যাং বা ॥ ২ ॥ তত্রাদাবেব বৃষভং পরীক্ষেত ॥ ৩ ॥ জীবদ্বৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ পুত্রম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বলক্ষণোপেতম্ ॥ ৫ ॥ নীলম্ ॥ ৬ ॥ লোহিতং বা মুখপুচ্ছপাদশৃঙ্গশুক্লম্ ॥৭ ॥ যূথস্যাচ্ছাদকম্ ॥ ৮ ॥ ততো গবাং মধ্যে সুসমিদ্ধমগ্নিং পরিস্তীর্য্য পৌষ্ণচরুং পয়সা শ্রপয়িত্বা পূষা গা অন্বেতু ন ইহ রতিরিরতি চ হুত্বা বৃষময়স্কারস্ত্বঙ্কয়েৎ ॥ ৯ ॥ একস্মিন্ পার্শ্বে চক্রেণাপরস্মিন্ পার্শ্বে শূলেন ॥ ১০ ॥ অঙ্কিতঞ্চ হিরণ্যবর্ণা ইতি চতসৃভিঃ শন্নো দেবীরিতি চ স্নাপয়েৎ ॥ ১১ ॥ স্নাতমলঙ্কৃতং স্নাতালঙ্কৃতাভিশ্চতসৃভির্বৎসতরীভিঃ সার্দ্ধমানীয় রুদ্রান্ পুরুষসূক্তং কুষ্মাণ্ডীশ্চ জপেৎ ॥ ১২ ॥ পিতা বৎসেতি বৃষভস্য দক্ষিণে কর্ণে পঠেৎ ॥ ১৩ ॥ ইমঞ্চ ॥ ১৪ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অথ বৃষোৎসর্গ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে বৃষোৎসর্গ হয়। তাহাতে প্রথমেই বৃষ পরীক্ষা করিবে, (যেন বৃষটী) জীবদ্বৎসা ও দুগ্ধবতী গাভীর পুত্র, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, নীল-লোহিতবর্ণ, শুক্লমুখ, শুক্লপুচ্ছ, শুক্লখুর শুক্ল শৃঙ্গ * এবং যূথশ্রেষ্ঠ হয়। অনন্তর গোষ্ঠে সুপ্রজ্বলিত অগ্নি পরিস্তরণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা পৌষ্ণ চরু অর্থাৎ যাহার দেবতা সূর্য্য—এইরূপ চরু পাক করিয়া "পূষা গা অন্বেতু" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পর লৌহকার, বৃষের এক পার্শ্বে চক্র ও অপর পার্শ্বে ত্রিশূল দ্বারা অঙ্কন করিবে (দাগ দিবে)। অঙ্কিত বৃষকে "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি চারি ও "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে। স্নাত এবং অলঙ্কৃত সেই বৃষকে স্নাত-অলঙ্কৃত চারিটী বৎসতরীর সহিত আনয়ন করিয়া রুদ্রাধ্যায়, পুরুষ-

* কেহ কেহ বলেন, নীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা রক্তবর্ণ অথচ শুক্লমুখ ইত্যাদি— এই অর্থ। ইহা কিন্তু রঘুনন্দনধৃত শঙ্খবচনাদির অনুমত নহে।

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্ব্বতঃ॥ ১৫
এনং যুবানং পতিং বো দদাম্য-
নেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভি-
র্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ১৬
বৃষং বৎসতরীযুক্তমৈশান্যাং কারয়েদ্দিশি।
হোতুর্ব্বস্ত্রযুগং দদ্যাৎ সুবর্ণং কাংস্যমেব চ॥ ১৭
অয়স্কারস্য দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্।
ভোজনং বহুসর্পিষ্কং ব্রাহ্মণাংশ্চাত্র ভোজয়েৎ॥ ১৮
উৎসৃষ্টো বৃষভো যস্মিন্ পিবত্যথ জলাশয়ে।
জলাশয়ং তৎ সকলং পিতৃংস্তস্যো পতিষ্ঠতে॥ ১৯
শৃঙ্গেণোল্লিখতে ভূমিং যত্র ক্কচন দর্পিতঃ।
পিতৃণামন্নপানং তৎ প্রভূতমুপতিষ্ঠতে॥ ২০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৬

রুদ্র ও কুষ্মাণ্ডমন্ত্র জপ করিবে। বৃষের দক্ষিণ কর্ণে “পিতা বৎস” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে এবং “বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্ব্বতঃ” অর্থাৎ বৃষ সাক্ষাৎ ভগবান্ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক বরণ করি; তিনি আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করুন। আর “এনং যুবানং পতিং বো দদাম্যনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্” ইহাও পাঠ করিবে। ঈশানকোণে বৃষকে বৎসতরীযুক্ত করিবে, হোতাকে একযোড় বস্ত্র, সুবর্ণ, কাংস্য প্রদান করিবে; লৌহকারকে মনোমত বেতন ও বহুঘৃত ও ভোজন প্রদান করিবে; আর এ কার্য্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। উৎকৃষ্ট বৃষভ যে জলাশয়ে জল পান করে, সেই জলাশয়, সমস্ত পিতৃগণের তৃপ্তি-জনক হয়। দর্পিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা যে কোন স্থানের ভূমি খুঁড়িলে তাহা প্রচুর অন্ন-পানরূপে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করে। ১—২০।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণমৃগাজিনং সুবর্ণ-শৃঙ্গং রৌপ্যখুরং মৌক্তিকলাঙ্গুলভূষিতং কৃত্বা আবিকে বস্ত্রে চ প্রসারয়েৎ॥ ১॥ ততস্তিলৈঃ প্রচ্ছাদয়েৎ॥ ২॥ সুবর্ণনাভিঞ্চ কুর্য্যাৎ॥ ৩॥ অহতেন বাসোযুগেন প্রচ্ছাদয়েৎ॥ ৪॥ সর্ব্বগন্ধ-রত্নৈশ্চালঙ্কৃতং কুর্য্যাৎ॥ ৫॥ চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি তৈজসপাত্রাণি ক্ষীরদধিমধুঘৃতপূর্ণানি নিধায়াহিতাগ্নয়ে ব্রাহ্মণায়ালঙ্কৃতায় বাসোযুগেন প্রচ্ছাদিতায় দদ্যাৎ॥ ৬॥ অত্র চ গাথা ভবন্তি॥ ৭॥
যস্তু কৃষ্ণাজিনং দদ্যাৎ সখুরং শৃঙ্গসংযুতম্।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদ্য বাসোভিঃ সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতঃ॥ ৮
সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা।
চতুরন্তা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্॥ ১০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৭॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশাখী পূর্ণিমাতে কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম—স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও মুক্তালাঙ্গুল-ভূষিত করিয়া মেষলোম-সম্ভূত বস্ত্রে প্রসারিত করিবে; তৎপরে তাহা তিল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তাহার নাভিতে সুবর্ণ দিবে। আহত বস্ত্রযুগল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। সকল প্রকার গন্ধ ও রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। যথাক্রমে ক্ষীর, দধি, ঘৃত ও মধুপূর্ণ চারিটি তৈজস-পাত্র চারিদিকে রাখিয়া, বস্ত্রযুগলধারী আহিতাগ্নি অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণকে ঐ কৃষ্ণাজিন প্রদান করিবে। এ বিষয়ে কতকগুলি গাথা আছে। “যে ব্যক্তি সখুর শৃঙ্গযুক্ত কৃষ্ণাজিন তিল ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত করিয়া দান করে,—সসমুদ্রগুহা-পর্ব্বতবনকানন৷ চতুঃসমুদ্র-বলয়িতা পৃথিবীদানে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। কৃষ্ণাজিনে তিল, সুবর্ণ, মধু এবং ঘৃত করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দেয়, সে সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়।” ১—১০।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ প্রস্থয়মানা গৌঃ পৃথিবী ভবতি ॥ ১ ॥ তামলঙ্কৃতাং ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা পৃথিবীদানফলমাপ্নোতি ॥ ২ ॥ অত্র চ গাথা ভবতি ॥ ৩

সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ ॥ ৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাশীতিতমোধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাসঃ কার্ত্তিকোঽগ্নিদৈবত্যঃ ॥ ১ ॥ অগ্নিশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুখম্ ॥ ২ ॥ তস্মাৎ কার্ত্তিকং মাসং বহিঃস্নায়ী গায়ত্রীজপনিরতঃ সকৃদেব হবিষ্যাশী সংবৎসরকৃতাৎ পাপাৎ পূতো ভবতি ॥ ৩॥

কার্ত্তিকং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুগ্দাতা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৯

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

প্রস্থয়মানা (অর্থাৎ অর্দ্ধনিঃসৃতবৎসা) গাভী পৃথিবী হয়। সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে একটী গাথা আছে;—"শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া উভয়তোমুখী গো দান করিলে, সবৎসা গাভীতে যত রোম থাকে, ততযুগ স্বর্গে বাস করে।" ১—৪।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম অধ্যায়।

কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা অগ্নি, অগ্নি আবার সকল দেবতার মুখ; অতএব সম্পূর্ণ কার্ত্তিকমাস বহিঃস্নানরত, গায়ত্রীজপ-তৎপর, একবার মাত্র হবিষ্যাশী হইয়া থাকিলে সংবৎসরকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সমস্ত কার্ত্তিকমাসে নিত্যস্নায়ী, জিতেন্দ্রিয়, গায়ত্রীজপরত, হবিষ্যাশী ও দানশীল হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১—৪।

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মার্গশীর্ষশুক্লপঞ্চদশ্যাং মৃগশিরাঃসংযুক্তায়াং চূর্ণিতলবণস্য সুবর্ণনাভং প্রস্থমেকং চন্দ্রোদয়ে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১ ॥ অনেন কর্ম্মণা রূপসৌভাগ্যবানভিজায়তে ॥ ২ ॥ পৌষী চেৎ পুষ্যযুক্তা স্যাৎ তস্যাং গৌরসর্ষপকল্কোদ্বর্ত্তিতশরীরো গব্যঘৃতপূর্ণকুম্ভেনাভিষিক্তঃ সর্ব্বৌষধিভিঃ সর্ব্বগন্ধৈঃ সর্ব্ববীজৈশ্চ স্নাতো ঘৃতেন ভগবন্তং বাসুদেবং স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদিভিশ্চাভ্যর্চ্চ্য বৈষ্ণবৈঃ শাক্রৈর্ব্বার্হস্পত্যৈশ্চ মন্ত্রৈঃ পাবকে হুত্বা সসুবর্ণেন ঘৃতেন ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ॥ ৩ ॥ বাসোযুগং কর্ত্রে দদ্যাৎ ॥ ৪ ॥ অনেন কর্ম্মণা পুষ্যতে ॥৫॥ মাঘী মঘাযুতা চেৎ তস্যাং তিলৈঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পূতো ভবতি ॥ ৬ ॥ ফাল্গুনী ফল্গুনীযুতা চেৎ স্যাৎ তস্যাং ব্রাহ্মণায় সুসংস্কৃতং স্বাস্তীর্ণং শয়নং নিবেদ্য ভার্য্যাং মনোজ্ঞাং রূপবতীং দ্রবিণবতীঞ্চাপ্নোতি ॥ ৭ ॥ নার্য্যপি ভর্ত্তারম্ ॥ ৮ ॥ চৈত্রী চিত্রাযুতা চেৎ স্যাৎ তস্যাং চিত্রবস্ত্রপ্রদানেন

নবতিতম অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতে একপ্রস্থ চূর্ণিত-লবণ সুবর্ণনাভ করিয়া অর্থাৎ মধ্যভাগে সুবর্ণযুক্ত করিয়া চন্দ্রোদয়কালে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে; এই কর্ম্মদ্বারা রূপবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হয়। পৌষী পূর্ণিমা যদি পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে গৌরসর্ষপ-কল্ক অর্থাৎ শ্বেতসরিষার খৈল-দ্বারা উদ্বর্ত্তিতশরীর অর্থাৎ নির্ম্মলীকৃতদেহ, গব্যঘৃতপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত এবং সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্ববীজ দ্বারা স্নাত হইয়া ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের স্নান করাইবে। অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র, ঐন্দ্র মন্ত্র, বার্হস্পত্য মন্ত্র এবং স্বিষ্টকৃত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে; তৎপরে সুবর্ণ সহিত ঘৃত দিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। হোতাকে একযোড় বস্ত্র দান করিবে। এই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টিলাভ হয়। মাঘীপূর্ণিমা যদি মঘা নক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পূত হয়। ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রযুক্তা হইলে তদ্দিনে সুসংস্কৃত ও স্বাস্তীর্ণ শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিলে, রূপবতী, ধনবতী এবং মনোজ্ঞা ভার্য্যা লাভ হয়; স্ত্রীলোক ঐরূপ করিলে ঐরূপ স্বামী প্রাপ্ত হয়।

সৌভাগ্যমাপ্নোতি ॥ ৯ ॥ বৈশাখী বিশাখাযুতা চেৎ তস্যাং ব্রাহ্মণসপ্তকং ক্ষৌদ্রযুক্তৈস্তিলৈঃ সন্তর্প্য ধর্ম্মরাজানং প্রীণয়িত্বা পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ॥ ১০ ॥ জ্যৈষ্ঠী জ্যেষ্ঠাযুতা চেৎ তস্যাং ছত্রোপানহপ্রদানেন গবাধিপত্যং প্রাপ্নোতি ॥১১॥ আষাঢ্যামাষাঢাযুক্তায়ামন্নপানদানেন তদেবাক্ষয্যমাপ্নোতি ॥ ১২ ॥ শ্রাবণ্যাং শ্রবণযুক্তায়াং জলধেনুং সান্নাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং দত্ত্বা স্বর্গমাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥ প্রোষ্ঠপদাযুক্তায়াং গোদানেন সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ভবতি ॥ ১৪ ॥ আশ্বযুজ্যামশ্বিনীগতে চন্দ্রমসি ঘৃতপূর্ণং ভাজনং সুবর্ণযুতং বিপ্রায় দত্ত্বা দীপ্তাগ্নির্ভবতি ॥ ১৫ ॥ কার্ত্তিকী কৃত্তিকাযুতা চেৎ তস্যাং সিতমুক্ষাণমন্যবর্ণং বা শশাঙ্কোদয়ে সর্ব্বশস্যরত্নগন্ধোপেতং দীপমধ্যে ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা কান্তারভয়ং নশ্যতি ॥১৬॥ বৈশাখশুক্লতৃতীয়ায়ামুপোষিতোঽক্ষতৈর্ব্বাসুদেবমভ্যর্চ্চ্য তানেব হুত্বা দত্ত্বা চ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ॥ ১৭ ॥ যচ্চ তস্মিন্নহনি প্রযচ্ছতি তদক্ষয্যমাপ্নোতি ॥ ১৮ ॥ পৌষ্যাং সমতীতায়াং কৃষ্ণপক্ষদ্বাদশ্যাং সোপবাসস্তিলৈঃ স্নাতস্তিলোদকং দত্ত্বা তিলৈর্ব্বাসুদেবমভ্যর্চ্চ্য তানেব হুত্বা ভুক্ত্বা চ পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ॥ ১৯ ॥ মাঘ্যাং সমতীতায়াং কৃষ্ণদ্বাদশ্যাং সোপবাসঃ শ্রবণং প্রাপ্য বাসুদেবাগ্রতো মহাবর্ত্তিদ্বয়েন দীপদ্বয়ং দদ্যাৎ ॥ ২০ ॥ দক্ষিণপার্শ্বে মহারজনরক্তেন সমগ্রেণ বাসসা ঘৃততুলামষ্টাধিকাং দত্ত্বা ॥ ২১ ॥ বামপার্শ্বে তিলতৈলতুলাং সাষ্টাং দত্ত্বা শ্বেতেন সমগ্রেণ বাসসা ॥ ২২ ॥ এতৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যো যস্মিন্ রাষ্ট্রেঽভিজায়তে যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কুলে স তত্রোজ্জ্বলো ভবতি ॥ ২৩ ॥ আশ্বিনং সকলং মাসং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রত্যহং ঘৃতং প্রদদ্যাদশ্বিনৌ প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্‌ভবতি ॥ ২৪ ॥ তস্মিন্নেব মাসে প্রত্যহং গোরসৈর্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রাজ্যভাগ্‌ভবতি ॥ ২৫ ॥ প্রতিমাসং রেবতীযুতে চন্দ্রমসি মধুঘৃতযুতং রেবতীপ্রীত্যৈ পরমান্নং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রেবতীং প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্‌ভবতি ॥ ২৬ ॥ মাঘে মাসেঽগ্নিং প্রত্যহং তিলৈর্হুত্বা সঘৃতং কুল্মাষং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দীপ্তাগ্নির্ভবতি ॥ ২৭ ॥ সর্ব্বাং চতুর্দ্দশীং নদীজলে স্নাত্বা ধর্ম্মরাজানং পূজয়িত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ॥ ২৮ ॥

চৈত্রপূর্ণিমা চিত্রা নক্ষত্রযুক্তা হইলে, তদ্দিনে চিত্রবস্ত্র প্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈশাখী-পূর্ণিমা বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা হইলে তদ্দিনে সাতজন ব্রাহ্মণকে ক্ষৌদ্র-মধুযুক্ত তিল দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রীত করিলে পাপমুক্ত হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রযুক্তা হইলে তদ্দিনে ছত্র পাদুকা প্রদান করিলে গোসম্পত্তিশালী হয়। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে অন্নপানীয় দান করিলে তাহা পরলোকে অক্ষয় হয়। শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্তা শ্রাবণী পূর্ণিমাতে সান্ন বস্ত্রযুগাচ্ছাদিত জলধেনু দান করিলে স্বর্গলাভ হয়। উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্তা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে গো দান করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র অশ্বিনানক্ষত্রস্থিত হইলে, সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণকে দিলে দীপ্তাগ্নি হয়। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা যদি কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে চন্দ্রোদয় সময়ে দীপমধ্যস্থানে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশস্য গন্ধ-রত্নযুক্ত শুক্লবর্ণ বা অন্যবর্ণ বৃষ দান করিলে তাহার কান্তারভয় থাকে না। উপবাসী থাকিয়া বৈশাখ-শুক্লতৃতীয়ায় অক্ষত দ্বারা বাসুদেবের পূজা, অক্ষত দ্বারা হোম এবং অক্ষত দান করিলে মহাপাপমুক্ত হয় এবং সেই দিনে যাহা দান করিবে, তাহাই অক্ষয় হইবে। উপবাসী থাকিয়া পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে তিল দ্বারা স্নান, তিলোদকদান, তিলদ্বারা বাসুদেব-পূজা, তিলহোম এবং তিল ভোজন করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র পাইলে উপবাসী থাকিয়া তাহাতে বাসুদেবের অগ্রভাগে মহাবর্ত্তিদ্বয় দ্বারা দীপ দান করিবে; অষ্টোত্তরশতপলপরিমিত ঘৃত দিয়া মহারজন-রক্ত একখানি সম্পূর্ণ বস্ত্র দ্বারা একটি দীপ দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। আর অষ্টোত্তরশতপল-পরিমিত তিল তৈল দিয়া সম্পূর্ণ একখানি শ্বেত বস্ত্র দ্বারা আর একটি দীপ বাম পার্শ্বে দিবে; এইরূপ করিয়া কৃতার্থ ব্যক্তি যে রাজ্যে যে দেশে যে বংশে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সম্পূর্ণ আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ ঘৃত দান করিবে। তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রীত করিলে রূপবান হয়। সেই মাসেই প্রত্যহ দুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইলে রাজ্যভোগী হয়। চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে গমন করিলে প্রতিমাসে রেবতীপ্রীত্যর্থ মধুযুক্ত পরমান্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া রেবতীকে প্রীত করিলে রূপবান্ হয়। মাঘমাসে প্রত্যহ অগ্নিতে তিল হোম করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সঘৃত কুল্মাণ্ড ভোজন করাইলে দীপ্তাগ্নি হয়। সকল চতুর্দ্দশীতে নদীজলে স্নান

যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপগান্।
প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ॥ ২৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ কূপকর্ত্তুস্তৎপ্রবৃত্তে পানীয়ে দুষ্কৃতস্যার্দ্ধংবিনশ্যতি॥ ১॥ তড়াগকৃন্নিত্যতৃপ্তো বারুণং লোকমশ্নুতে॥২॥ জলপ্রদঃ সদা তৃপ্তো ভবতি॥৩॥ বৃক্ষারোপয়িতুর্বৃক্ষঃ পরলোকে পুত্রা ভবন্তি॥৪॥ বৃক্ষপ্রদো বৃক্ষপ্রসূনৈর্দ্দেবান্ প্রীণয়ন্তি॥৫॥ ফলৈশ্চাতিথীন্॥৬॥ ছায়য়া চাভ্যাগতান্॥ ৭॥ দেবে বর্ষত্যুদকেন পিতৄন্॥ ৮॥ সেতুকৃৎ স্বর্গমাপ্নোতি॥ ৯॥ দেবায়তনকারুর্যস্য দেবায়তনং করোতি তস্যৈব লোকমাপ্নোতি॥ ১০॥ সুধাসিক্তং কৃত্বা যশসা বিরাজতে॥ ১১॥ বিবিক্তং কৃত্বা গন্ধর্ব্ব লোকমাপ্নোতি॥১২॥ পুষ্পপ্রদানেন শ্রীমান ভবতি॥ ১৩॥ অনুলেপনপ্রদানেন কীর্ত্তিমান্ ভবতি॥১৪॥ দীপপ্রদানেন চক্ষুষ্মান্ সর্ব্বত্রোজ্জ্বলশ্চ॥ ১৫॥ অন্নপ্রদানেন বলবান্॥১৬॥ ধূপপ্রদানেনোর্দ্ধং গচ্ছতি। দেবনির্ম্মাল্যাপনয়নাদ্গোপ্রদানফলমাপ্নোতি॥ ১৭॥ দেবায়তনমার্জ্জনাৎ তদুপলেপনাদ্ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টমার্জ্জনাৎ পাদাদিশৌচাদকল্যপরিচরণাচ্চ॥ ১৮॥
কূপারামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃসংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্॥ ১৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৯১॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বদানাধিকমভয়প্রদানম্॥১॥ তৎপ্রদানেনাভীপ্সিতং লোকমাপ্নোতি॥ ২॥ ভূমিপ্রদানেন চ॥৩॥ গোচর্ম্মমাত্রামপি ভুবং প্রদায় সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি॥৪॥ গোপ্রদানেন স্বর্গলোকমাপ্নোতি॥ ৫॥ দশধেনুপ্রদো গোলোকান্। ৬॥ শতধেনুপ্রদো ব্রহ্মলোকান্॥ ৭॥ সুবর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং মুক্তালাঙ্গুলাং কাংস্যোপদোহাং বস্ত্রোত্তরীয়াং দত্ত্বা ধেনুরোমসঙ্খ্যানি বর্ষাণি স্বর্গলোকমাপ্নোতি॥ ৮॥ বিশেষতঃ কপিলাম্॥ ৯॥ দান্তং ধুরন্ধরং দত্ত্বা দশধেনুপ্রদো ভবতি॥ ১০॥

করিয়া ধর্ম্মরাজের পূজা করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। যদি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-ভোগ্য বিপুল ভোগ ইচ্ছা করে, তবে মাঘ ফাল্গুন দুইমাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে। ১—২৯।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯০॥

একনবতিতম অধ্যায়।

কূপকর্ত্তার অর্দ্ধেক পাপ কূপ হইতে জল নিঃসৃত হইলে বিনষ্ট হয়, তড়াগকারী নিত্য তৃপ্ত হইয়া বরুণ লোক ভোগ করে; জলদাতা সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করে। বৃক্ষগণ পরলোকে বৃক্ষরোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ উপকারী হয়; বৃক্ষদাতা বৃক্ষপুষ্পদ্বারা দেবগণকে, ফল দ্বারা অতিথিকে, ছায়া দ্বারা অভ্যাগতদিগকে এবং বৃষ্টি সময়ে জলদ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে। সেতুকারী স্বর্গ লাভ করে। দেবগৃহনির্ম্মাণ-কারী যে দেবতার গৃহ নির্ম্মাণ করে, সেই দেবতার লোকে গমন করে; আর তাহা সুধাসিক্ত (অর্থাৎ চুণকাম) করিলে তপস্বী হয়; পবিত্র করিলে গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হয়। পুষ্পদান করিলে শ্রীমান্ হয়, অনুলেপন দান করিলে কীর্ত্তিমান্ হয়; দীপ প্রদানে চক্ষুষ্মান্ এবং সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হয়; অন্ন-প্রদানে বলবান্ হয়, ধূপপ্রদানে উর্দ্ধগমন করে। দেব নির্ম্মাল্য পরিষ্কার করিলে গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়; দেবগৃহমার্জ্জন দেবগৃহোপলেপন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, ব্রাহ্মণপাদপ্রক্ষালনাদি এবং ব্রাহ্মণের অসুস্থ-অবস্থায় পরিচর্য্যা এই সকল কার্য্যেও গোদানের সম ফল। কূপ, উপবন, তড়াগ এবং দেবগৃহের পুনঃসংস্কারকর্ত্তা মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাতার অনুরূপ ফল লাভ করে। ১—১৯।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯১॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অভয় দান,—সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রদান করিলে অভীষ্ট লোকে গমন করে। ভূমি প্রদানেও ঐ ফল হয়। গো-চর্ম্মমাত্র পৃথিবী দান করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। গো দান করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দশ ধেনু দান করিলে সুরভিলোক; শত ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক এবং সুবর্ণ-শৃঙ্গ, রৌপ্য-ক্ষুর, মুক্তালাঙ্গুল, কাংস্যক্রোড় এবং বস্ত্রোত্তরীয় ধেনুদান করিলে ঐ ধেনুতে যত রোম থাকিবে, তত বর্ষ, স্বর্গভোগ করিবে—বিশেষতঃ কপিলা দান করিলে। ভারবহনক্ষম বিনীত

অশ্বদঃ সূর্য্যসালোক্যমাপ্নোতি ॥ ১১ ॥ বাসোদশ্চন্দ্র-সালোক্যম্ ॥ ১২ ॥ সুবর্ণদানেনাগ্নিসালোক্যম্ ॥ ১৩॥ রূপ্যপ্রদানেন রূপম্ ॥ ১৪ ॥ তৈজসানাং পাত্রপ্রদানেন পাত্রং ভবেৎ সর্ব্বকামানাম্ ॥ ১৫ ॥ ঘৃতমধুতৈলপ্রদানেনারোগ্যম্ ॥ ১৬ ॥ ঔষধপ্রদানেন চ ॥ ১৭ ॥ লবণপ্রদানেন চ লাবণ্যম্ ॥ ১৮ ॥ ধান্যপ্রদানেন তৃপ্তিম্ ॥ ১৯ ॥ শস্যপ্রদানেন চ ॥ ২০ ॥ অন্নদঃ সর্ব্বম্ ॥ ২১ ॥ ধান্যপ্রদানেন সৌভাগ্যম্ ॥ ২২ ॥ অকীর্ত্তিতানামন্যেষাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াদিতি। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাম্ ॥ ২৩ ॥ ইন্ধনপ্রদানেন দীপ্তাগ্নির্ভবতি ॥ ২৪ ॥ সংগ্রামে চ সর্ব্বজয়মাপ্নোতি ॥ ২৫ ॥ আসনপ্রদানেন স্থানম্ ॥ ২৬ ॥ শয্যাপ্রদানেন ভার্য্যাম্ ॥ ২৭ ॥ উপানৎপ্রদানেনাশ্বতরীযুক্তং রথম্ ॥ ২৮ ॥ ছত্রপ্রদানেন স্বর্গম্ ॥ ২৯ ॥ তালবৃন্তচামরপ্রদানেনাধ্বসুখিত্বম্ ॥ ৩০ ॥ বাস্তুপ্রদানেন নগরাধিপত্যম্ ॥ ৩১ ॥

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্তি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৩২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অব্রাহ্মণে দত্তং তৎসমমেব পারলৌকিকম্ ॥ ১ ॥ দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে ॥ ২ ॥ সহস্রগুণং প্রাধীতে ॥৩॥ অনন্তং বেদপারগে ॥ ৪ ॥ পুরোহিতস্ত্বাত্মন এব পাত্রম্ ॥ স্বসা দুহিতা জামাতরশ্চ পাত্রম্ ॥ ৬ ॥

ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে পাপে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥ ৭
ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদাম্ভিকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধিকঃ ॥ ৮ ॥
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরো দ্বিজঃ ॥ ৯
যে বকব্রতিনো লোকে যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥ ১০
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্ ॥ ১১

ইত্যা করিলে, তত্তৎ বস্তু গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দিবে। ১—৩২।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বৃষ দান করিলে দশধেনুদানের ফল পায়। অশ্বদাতা সূর্য্য-সালোক্য, বস্ত্রদাতা চন্দ্র-সালোক্য, সুবর্ণ দান করিলে অগ্নিসালোক্য পায়। রজত দান করিলে রূপবান্ হয়, তৈজস পাত্র প্রদান করিলে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির পাত্র হয়। ঘৃত, মধু বা তৈল দান করিলে এবং ঔষধ দান করিলে অরোগী হয়। লবণ দান করিলে লাবণ্য; শ্যামাকাদি ধান্য দান করিলে এবং শস্য দান করিলে তৃপ্তি বা অন্ন দান করিলে সকল ইষ্ট; কুলত্থাদি ধান্য দান করিলে সৌভাগ্য; অনুক্ত অপরাপর দ্রব্য দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তিলদাতা বাঞ্ছিত সন্তান প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠদান করিলে দীপ্তাগ্নি হয় এবং সমরে সকলের নিকট জয় লাভ করে। আসন প্রদান করিলে স্থান অর্থাৎ রাজ্য; শয্যা দান করিলে ভার্য্যা; পাদুকাদানে অশ্বতরীযুক্ত রথ; ছত্র দানে স্বর্গ; তালবৃন্ত বা চামর দানে কর্ম্মসুখ এবং গৃহ দান করিলে নগরাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। লোকে যাহা যাহা অতিশয় অভীষ্ট বস্তু এবং গৃহে যাহা প্রিয় বস্তু আছে, "ইহা আমার অক্ষয় হউক" এইরূপ

অব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার সমান অর্থাৎ ঠিক তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; হীন ব্রাহ্মণে দ্বিগুণ, উত্তম অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সহস্রগুণ এবং বেদপাঠী ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার অনন্তগুণ পাওয়া যায়। আপনার পুরোহিতই দানপাত্র; ভগিনী, কন্যা এবং জামাতাও দানপাত্র বটে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়ালব্রতী ব্রাহ্মণকে একবিন্দু জলও দিবে না, পাপিষ্ঠ-বকব্রতীকেও না এবং বিদ্বান্ উপস্থিত থাকিতে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও দিবে না। ধর্ম্মধ্বজী অর্থাৎ যে ব্যক্তি বহুজনের সমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বতঃপরতঃ তাহা প্রকাশ করে। সর্ব্বদা পরধনাভিলাষী, কপট, লোকবঞ্চক, হিংস্র এবং বিশ্বনিন্দুক ব্যক্তিকে বৈড়ালব্রতী বলিয়া জানিবে। আপনার বিনীতভাব প্রদর্শনার্থ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, নিষ্ঠুর, পরার্থ নাশ করিয়া স্বার্থসাধনে তৎপর, কুটিল এবং কপট-বিনয়ী দ্বিজ—বকব্রতী। জগতে যাহারা বকব্রতী এবং যাহারা মার্জ্জারলিঙ্গী অর্থাৎ বিড়ালব্রতী, তাহারা সেই পাপফলে অন্ধতামিস্রনরকে পতিত হয়। পাপ

প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গৃহ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥ ১২
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে ॥ ১৩
ন দানং যশসে দদ্যান্ন ভয়ান্নোপকারিণে।
ন নৃত্যগীতশীলেভ্যো ধর্ম্মার্থমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

গৃহী বলীপলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥ অপত্যস্য চাপত্যদর্শনেন বা ॥ ২ ॥ পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য তয়ানুগম্যমানো বা ॥ ৩ ॥ তত্রাপ্যগ্নী-মুপচরেৎ ॥ ৪ ॥ অফালকৃষ্টেন পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ স্বাধ্যায়ঞ্চ ন জহ্যাৎ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং পালয়েৎ ॥ ৭ ॥ চর্ম্মচীরবাসাঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥ জটাশ্মশ্রুলোম-নখাংশ্চ বিভৃয়াৎ ॥ ৯ ॥ ত্রিষবণস্নায়ী স্যাৎ ॥ ১০ ॥ কপোতবৃত্তির্ম্মাসনিচয়ঃ সংবৎসরনিচয়ো বা ॥ ১১ ॥ সংবৎসরনিচয়ী পূর্ব্বনিচিতমাশ্বযুজ্যাং জহ্যাৎ ॥ ১২ ॥
গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্ ॥
পুটেনৈব পলাশেন পাণিনা শকলেন বা ॥ ১৩ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বানপ্রস্থস্তপসা শরীরং শোষয়েৎ ॥ ১ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥ আকাশশায়ী প্রাবৃষি ॥ ৩ আর্দ্রবাসা হেমন্তে ॥ ৪ ॥ নক্তাশী স্যাৎ ॥ ৫ একান্তরদ্ব্যন্তরত্র্যন্তরাশী বা স্যাৎ ॥ ৬ ॥ পুষ্পাশী ৭ ॥ ফলাশী ॥ ৮ ॥ শাকাশী ॥ ৯ ॥ পর্ণাশী ॥ ১০ মূলাশী ॥ ১১ ॥ যবান্নং পক্ষান্তয়োর্ব্বা সকৃদশ্নীয়াৎ ১২ ॥ চান্দ্রায়ণৈর্ব্বা বর্ত্তেত ॥ ১৩ ॥ অশ্মকুট্টঃ ॥ ১৪ দন্তোলূখলিকো বা ॥ ১৫ ॥
তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষজং জগৎ।
তপোমধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথা ধৃতম্ ॥ ১৬

করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত—পাপ গোপনপূর্ব্বক ব্রত-চর্য্যা দ্বারা স্ত্রী-শূদ্রাদির ভ্রম জন্মাইয়া ধর্ম্মচ্ছলে করিবে না। বেদাভিজ্ঞগণ ইহলোকে ও পরলোকে ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিয়া থাকেন। অথবা যাহা কপট অবলম্বনে অনুষ্ঠিত, তাহা রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ অলিঙ্গী অর্থাৎ অব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে ব্যক্তি, লিঙ্গিবেশ অর্থাৎ মেখলা-অজি-নাদি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির পাপ হরণ করে এবং কুক্কুরাদি তির্য্যক্-যোনিতে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থ দান—যশোলিপ্সু হইয়া করিবে না, ভয়ক্রমে করিবে না, উপকারী ব্যক্তিকে করিবে না, নৃত্যগীতশীল ব্যক্তিদিগকেও করিবে না; ইহা নিশ্চয়। ১—১৪।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

গৃহস্থ আপনার মাংস লোল এবং কেশ শুক্ল দেখিলে অথবা অপত্যের অপত্য দেখিলে ভার্য্যাকে পুত্রাদির নিকট রাখিয়া কিংবা তৎকর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া বনে গমন করিবে। সেখানেও অগ্নির পরি-চর্য্যা করিবে; অফালকৃষ্ট ফলাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না; ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে; চর্ম্ম বা চীরবস্ত্র পরিধান করিবে। জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ধারণ করিবে। তিনবার স্নান করিবে। কপোতবৃত্তি অর্থাৎ যথালব্ধ-ভোজী—সঞ্চয়হীন, মাসসঞ্চয়ী অথবা বৎসর-সঞ্চয়ী হইবে। যে বৎসর-সঞ্চয়ী, সে পূর্ব্বসঞ্চিত দ্রব্য আশ্বিনী পূর্ণিমাতে দান করিয়া ফেলিবে। বনে বাস করত পত্রপুট—একটী মাত্র পত্র, পাণিতল অথবা শরাবাদিখণ্ডে করিয়া গ্রাম হইতে আহরণ-পূর্ব্বক আটগ্রাস ভোজন করিবে। ১—১৩।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষিত করিবে। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে; বর্ষাকালে অনাবৃতস্থানে শয়ন করিবে; হেমন্তকালে আর্দ্রবস্ত্রে থাকিবে; সকল সময়েই নক্তভোজী হইবে। পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী, পর্ণাশী ও মূলাশী হইবে অথবা এক এক পক্ষ অন্তে একবার করিয়া যবান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে; অথবা চান্দ্রায়ণ দ্বারাই দিনপাত করিবে; অথবা অশ্মকুট্ট বা দন্তোলূখলিক হইবে। দেবজাতি মানুষাদিজাতি-সমুদয়াত্মক এই সমস্ত জগতের মূল—

যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দুরং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বং তত্তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥ ১৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫॥

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্বকষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ ॥১॥ আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ ॥ ২ ॥ সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥ ৩ ॥ অলাভে ন ব্যথেত ॥ ৪ ॥ ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত ॥ ৫ ॥ ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্রসম্পাতে ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥ ৬ ॥ মৃন্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা ॥ ৭ ॥ তেষাঞ্চ তস্যাদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ॥ ৮॥ অভিপূজিতলাভাদুদ্বিজেত ॥ ৯ ॥ শূন্যাগারনিকেতনঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥ বৃক্ষমূলনিকেতনো বা ॥ ১১ ॥ ন গ্রামে দ্বিতীয়াং রাত্রিমাবসেৎ ॥ ১২ ॥ কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ ॥ ১৩ ॥ দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্ ॥ ১৪ ॥ বস্ত্রপূতং জলমাদদ্যাৎ ॥ ১৫ ॥ সত্যপূতং বদেৎ ॥ ১৬ ॥ মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ মরণং নাভিকাময়েৎ জীবিতঞ্চ ॥ ১৮ ॥ অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত ॥ ১৯ ॥ ন কঞ্চনাবমন্যেত ॥ ২০ ॥ নিরাশীঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥ নির্নমস্কারঃ ॥ ২২ ॥

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োরপি চ চিন্তয়েৎ ॥ ২৩

প্রাণায়ামধারণাধ্যাননিত্যঃ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥ সংসারস্যানিত্যতাং পশ্যেৎ ॥ ২৫ ॥ শরীরস্যাশুচিভাবম্ ॥২৬ জরয়া রূপবিপর্য্যয়ম্ ॥ ২৭ ॥ শারীরমানসাগন্তুকব্যাধিভিশ্চোপতাপম্ ॥ ২৮ ॥ সহজৈশ্চ ॥২৯ ॥ নিত্যান্ধকারে গর্ভে বসতিম্ ॥৩০॥ মূত্রপুরীষমধ্যে চ ॥ ৩১॥ তত্র চ শীতোষ্ণদুঃখানুভবনম্ ॥ ৩২ ॥ জন্মসময়ে যোনিসঙ্কটনির্গমান্মহাদুঃখানুভবনম্ ॥ ৩৩ ॥ বাল্যে মোহং গুরুপরবশ্যতাম্ ॥ ৩৪ ॥ অধ্যয়নাদনেকক্লেশম্ ॥ ৩৫ ॥ যৌবনে চ বিষয়প্রাপ্তাবমার্গেণ তদব্যাপ্তৌ বিষয়সেবনান্নরকে পতনম্ ॥ ৩৬ ॥ অপ্রিয়ৈঃ সংবসতিং প্রিয়ৈশ্চ বিপ্রয়োগম্ ॥ ৩৭ ॥ নরকেষু চ সুমহদ্দুঃখম্ ॥ ৩৮ ॥ সংসারসংসৃতৌ তির্য্যগ্‌যোনিষু

তপস্যা, অন্ত—তপস্যা এবং তপস্যাই ইহাকে ধারণ করিয়াছে। যাহা দুশ্চর, যাহা দুর্লভ, যাহা দূরবর্ত্তী এবং যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই তপস্যা সাধ্য; যেহেতু তপস্যা দুর্লঙ্ঘনীয়। ১—১৭।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

এইরূপে তিন আশ্রমে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে প্রাজাপত্য যাগ করিয়া সর্ব্ববেদ-দক্ষিণা অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দানপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবে। এই যাগাদির কথা যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যান-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবে। সাতবাটীতে ভিক্ষা করিতে পারিবে, ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবে না; ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবে না। লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল নিরাকৃত হইলে, মৃন্ময়-পাত্র, দারুময় পাত্র কিংবা অলাবু পাত্রে ভিক্ষা করিবে; তাহার সেই সকল পাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পূজাপূর্ব্বক ভিক্ষা দিতে আসিলে তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবে অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিবে না। শূন্যস্থান-বাসী বা বৃক্ষমূলবাসী হইবে। গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না, কৌপীন-আচ্ছাদন মাত্রই বস্ত্র গ্রহণ করিবে। দৃষ্টিপূত পাদক্ষেপণ করিবে; বস্ত্রপূত জল লইবে, সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করিবে; মনঃপূত আচরণ করিবে। মরণ অথবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না। পরোক্ত অবমানসূচক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবমাননা করিবে না; আশীর্ব্বাদক হইবে না, নমস্কারশূন্য হইবে। যে একবাহু কুঠার দ্বারা ছেদন করে এবং যে অপর একবাহু চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে; তাহাদিগের দুই জনের অমঙ্গল এবং মঙ্গল চিন্তা করিবে না। প্রণায়াম, ধারণা ও ধ্যানে তৎপর হইবে। সংসারের অনিত্যতা, শরীরের অশুচিতা, জরাদ্বারা রূপবিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা উপতাপ, নিত্যান্ধকারাবৃত গর্ভে মূত্রপুরীষমধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণদুঃখানুভব, জন্মদশায় যোনিসঙ্কট-নির্গম হেতু বিশেষ যন্ত্রণাভোগ, বাল্যকালে মূঢ়তা, গুরুজনের অধীন হইয়া থাকা, অধ্যয়নে বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয়প্রাপ্তি জন্য বহুক্লেশ, অসৎকার্য্য করিয়া বিষয়লাভ হইলে পর তদীয় ভোগবশতঃ নরকগমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয়গণের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ, সংসারসংসরণ-ক্রমে লব্ধ তির্য্যক্‌যোনিতে মহাদুঃখ,—

চ ॥ ৩৯ ॥ এবমস্মিন্ সততপাপিনি সংসারে ন কিঞ্চিৎ সুখম্ ॥ ৪০ ॥ যদ্যপি কিঞ্চিদ্দুঃখাপেক্ষয়া সুখসংজ্ঞং তদপ্যনিত্যম্ ॥ ৪১ ॥ তৎসেবাশক্তাবলভনে বা মহদ্দুঃখম্ ॥ ৪২ ॥ শরীরঞ্চেদং সপ্তধাতুকং পশ্যেৎ ॥ ৪৩ ॥ বসারুধিরমাংসাস্থিমেদোমজ্জাশুক্রাত্মকম্ ॥ ৪৪ ॥ চর্ম্মাবনদ্ধম্ ॥ ৪৫ ॥ দুর্গন্ধি চ ॥ ৪৬ ॥ মলায়তনম্ ॥ ৪৭ ॥ সুখশতৈরপি বৃতং বিকারি ॥ ৪৮ ॥ প্রযত্নাদ্ধৃতমপি বিনাশি ॥ ৪৯ ॥ কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যস্থানম্ ॥ ৫০ ॥ পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশাত্মকম্ ॥ ৫১ ॥ অস্থিশিরাধমনিস্নায়ুযুতম্ ॥ ৫২ ॥ রজস্বলম্ ॥ ৫৩ ॥ ষট্‌ত্বচম্ ॥ ৫৪ ॥ অস্থনাং ত্রিভিঃ শতৈঃ ষষ্ট্যধিকৈর্ধার্য্যমাণম্ ॥ ৫৫ ॥ তেষাং বিভাগঃ ॥ ৫৬ ॥ সূক্ষ্মৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দ্দশনাঃ ॥ ৫৭ ॥ বিংশতির্নখাঃ ॥ ৫৮ ॥ পাণিপাদশলাকাশ্চন ॥ ৫৯ ॥ ষষ্টিরঙ্গুলীনাং পর্ব্বাণি ॥ ৬০ ॥ দ্বে পার্ষ্ণ্যোঃ ॥ ৬১ ॥ চতুষ্টয়ং গুল্ফেষু ॥ ৬২ ॥ চত্বার্য্যরত্ন্যোঃ ॥ ৬৩ ॥ চত্বারি জঙ্ঘয়োঃ ॥ ৬৪ ॥ দ্বে দ্বে জানুকপোলয়োঃ ॥ ৬৫ ॥ দ্বে দ্বে অক্ষতালুষকশ্রোণিফলকেষু ॥ ৬৬ ॥ ভগাস্থ্যেকম্ ॥ ৬৭ ॥ পৃ চত্বারিংশদ্ভাগম্ ॥ ৬৮ ॥ পঞ্চদশাস্থীনি গ্রীবা ॥ ৬৯ ॥ জত্ত্বেকম্ ॥ ৭০ ॥ তথা হনুঃ ॥ ৭১ ॥ তন্মূলে চ দ্বে ॥ ৭২ ॥ দ্বেং ললাটাক্ষিগণ্ডে ॥ ৭৩ ॥ নাসা ঘনাস্থিকা ॥ ৭৪ ॥ অর্ব্বুদৈঃ স্থালকৈশ্চ সার্দ্ধং দ্বাসপ্ততিঃ পার্শ্বকাঃ ॥ ৭৫ ॥ উরঃ সপ্তদশ ॥ ৭৬ ॥ দ্বৌ শঙ্খকৌ ॥ ৭৭ ॥ চত্বারি কপালানি শিরসশ্চেতি ॥ ৭৮ ॥ শরীরেঽস্মিন্ সপ্তশিরশতানি ॥ ৭৯ ॥ নব স্নায়ুশতানি ॥ ৮০ ॥ ধমনীশতে দ্বে ॥ ৮১ ॥ পঞ্চ পেশীশতানি ॥ ৮২ ॥ ক্ষুদ্রধমনীনামেকোনত্রিংশল্লক্ষাণি নবশতানি ষট্‌পঞ্চাশচ্চ মন্তঃ ॥ ৮৩ ॥ লক্ষত্রয়ং শ্মশ্রুকেশকূপানাম্ ॥ ৮৪ ॥ সপ্তোত্তরং মর্ম্মশতম্ ॥ ৮৫ ॥ সন্ধিশতে দ্বে ॥ ৮৬ ॥ চতুঃপঞ্চাশদ্রোমকোটয়ঃ সপ্তষষ্টিশ্চ লক্ষাণি ॥ ৮৭ ॥ নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খকৌ মূর্দ্ধা কণ্ঠো হৃদয়ঞ্চেতি প্রাণায়তনানি ॥ ৮৮ ॥ বাহুদ্বয়ং জঙ্ঘাদ্বয়ং মধ্যং শীর্ষমিতি ষড়ঙ্গানি ॥ ৮৯ ॥ বসা বপা অবহননং নাভিঃ ক্লোম যকৃৎ প্লীহা ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমামাশয়ো হৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদমুদরং গুদকোষ্ঠম্ ॥ ৯০ ॥ কনীনিকে অক্ষিকূটে শষ্কুলী কর্ণৌ কর্ণপত্রকৌ গণ্ডৌ ভ্রুবৌ শঙ্খকৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে বঙ্ক্ষণৌ বৃষণৌ বৃক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতকৌ স্তনৌ উপজিহ্বা স্ফিচৌ বাহূ জঙ্ঘে ঊরূ পিণ্ডিকে তালূদরং বস্তিশীর্ষৌ চিবুকং গল-

এই সকল অলোচনা করিবে। এইরূপ এই সততযায়ী সংসারে কিছুই সুখ নাই। দুঃখাপেক্ষা যাহা কিছু সুখ নামে আছে, তাহাও অনিত্য; সেই অনিত্য সুখভোগে আসক্তি বা সুখের অলাভে মহাদুঃখ আলোচনা করিবে। আর বসা, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রাত্মক সপ্তধাতুময়, চর্ম্মাবৃত, দুর্গন্ধ, মলময়, সুখশতসংবৃত হইলেও বিকারযুক্ত, প্রযত্নধৃত হইলেও বিনাশশীল কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্য্যের আবাস-ভূমি, পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়, রজস্বল, ষট্‌তক্ এবং ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশত অস্থি দ্বারা ধার্য্যমাণ এই শরীরও দেখিবে। সেই সকল অস্থির বিভাগ যথা—দন্ত, সূক্ষ্ম দন্তমূলাস্থির সহিত অর্থাৎ দন্তাস্থি চতুঃষষ্টি, নখ বিংশতি, পাণিপাদস্থিত শলাকাকৃতি অঙ্গুলিমূলাস্থি বিংশতি, অঙ্গুলিপর্ব্বাস্থি ষষ্টি, পার্ষ্ণিদ্বয়ে দুই, গুল্ফে চারি, জঙ্ঘাদ্বয়ে চারি, জানু ও কপোলে দুই দুই, অক্ষ তালু শ্রোণী এবং শ্রোণীফলকে দুই দুই, ভগাস্থি এক, পৃষ্ঠাস্থি পঞ্চচত্বারিংশৎ, গ্রীবাতে পঞ্চদশ অস্থি, জত্রু-অস্থি এক, হনু-অস্থিও এক, হনুমূলে দুই, ললাট চক্ষু ও গণ্ডে দুই দুই, নাশাতে ঘন নামক এক অস্থি, স্থালক এবং অর্ব্বুদের সহিত পার্শ্বাস্থি দ্বিসপ্ততি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশ, শঙ্খক দুই এবং মাথার খুলি চারি অস্থি। শরীরে সপ্তশত শিরা; নবশত স্নায়ু; দুইশত ধমনী; পঞ্চশত পেশী; ক্ষুদ্র ধমনী ও তদীয় প্রশাখা একোনত্রিংশৎ লক্ষ নবশত ষটপঞ্চাশৎ; শ্মশ্রু এবং কেশকূপ তিনলক্ষ; মর্ম্মস্থান একশত সাত; সন্ধিস্থান দুইশত; রোম চতুঃপঞ্চাশৎকোটী সপ্তষষ্টি লক্ষ। নাভি, ওজ, মলদ্বার, শুক্র, শোণিত, শঙ্খক, মস্তক, কণ্ঠ এবং হৃদয় ইহা প্রাণায়াতন। বাহুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, মধ্য এবং মস্তক এই ষড়ঙ্গ। বসা, মাংস, স্নেহ, ফুস্ফুস, নাভি, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃক্কদ্বয়, বস্তি, বিষ্ঠাদ্বার, আমাশয়, হৃদয়, স্থূলান্ত্র, গুহ্যদ্বার, উদর, নাভির অধঃস্থিত গুহ্যমণ্ডলদ্বয়, চক্ষুর তারাদ্বয়, চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয়, কর্ণশস্কুলীদ্বয়, কর্ণদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ভ্রূদ্বয়, শঙ্খকদ্বয়, ওষ্ঠাধর, জঘন, কূপকদ্বয়, বঙ্ক্ষণদ্বয়, বৃষণদ্বয়, শ্লেষ্মসঙ্ঘাত প্রবৃদ্ধ বৃক্কদ্বয়, স্তনদ্বয়, উপজিহ্বা, কটিপ্রোথদ্বয়, বাহুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, উরুদ্বয়, উরুস্থিত মাংসপিণ্ড, তালু, উদর, বস্তি, অর্থাৎ মূত্রাশয়ের

গণ্ডকে অবটুশ্চেত্যস্মিন্ শরীরকে স্থানানি॥ ৯১॥ শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধাশ্চ বিষয়াঃ॥ ৯২॥ নাসিকালোচনত্বগ্জিহ্বাশ্রোত্রমিতি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি॥ ৯৩॥ হস্তৌ পাদৌ পায়ূপস্থং জিহ্বেতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি॥ ৯৪॥ মনোবুদ্ধিরাত্মা চাব্যক্তমিতীন্দ্রিয়াতীতাঃ॥ ৯৫॥
ইদং শরীরং বসুধে ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ॥ ৯৬॥
ক্ষেত্রজ্ঞমেব মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভাবিনি।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানং জ্ঞেয়ং নিত্যং মুমুক্ষুণা॥ ৯৭

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে করে করমিতরং ন্যস্য তালুস্থাচলজিহ্বো দন্তৈর্দ্দন্তানসংস্পৃশন্ স্বং নাসিকাগ্রং পশ্যন্ দিশশ্চানবলোকয়ন্ বিভীঃ প্রশান্তাত্মা চতুর্ব্বিংশত্যা তত্ত্বৈর্ব্ব্যতীতং চিন্তয়েৎ॥ ১॥ নিত্যমতীন্দ্রিয়মগুণং শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধাতীতং সর্ব্বজ্ঞমতিস্থুলম্॥ ২॥ সর্ব্বগমতিসূক্ষ্মম্॥ ৩॥ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিম্॥ ৪॥ এবং ধ্যায়েৎ॥ ৫॥ ধ্যাননিরতস্য চ সংবৎসরেণ যোগাবির্ভাবো ভবতি॥ ৬॥ অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশমনোবুদ্ধ্যাত্মাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র লব্ধলক্ষ্যস্তত্তৎ পরিত্যজ্যাপরমপরং ধ্যায়েৎ॥ ৭॥ এবং পুরুষধ্যানমারভেত॥ ৮॥ অত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয়পদ্মস্যাবাঙ্মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ॥ ৯॥ তত্রাপ্যসমর্থো ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং চরণমধ্যগতভুবং ধ্যায়েৎ॥ ১০॥ যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যম্॥ ১১॥ তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেব ধ্যায়েৎ॥ ১২॥ ন চ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষরমস্তি॥ ১৩॥ তৎ প্রাপ্য মুক্তো ভবতি॥ ১৪॥

শিরোভাগদ্বয়, চিবুক, হনুমূল ও কপোলের সন্ধিদ্বয়, এবং শরীরস্থিত নিম্নদেশ—এই কুৎসিত দেহে, এই কয়েকটী স্থান। শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ এবং গন্ধ—বিষয়; নাসিকা, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, এবং কর্ণ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ এবং জিহ্বা অর্থাৎ বাক্যযন্ত্র ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, আত্মা এবং প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত। হে বসুধে! এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়; যিনি ইহা অবগত আছেন, ক্ষেত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া থাকেন। হে ভাবিনি! সকল ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; মুমুক্ষুগণের ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। ১—৯৮।

ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

উত্তানচরণদ্বয় উরুদ্বয়ে রাখিবে; দক্ষিণকর বামকরে রাখিবে; নিশ্চল জিহ্বা তালুদেশে স্থাপন করিবে, দন্তদ্বারা দন্তস্পর্শ করিবে না; নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবে, কোন্ দিকে দৃষ্টি করিবে না; নির্ভয় এবং প্রশান্তচেতাঃ হইয়া চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অতীত নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, নির্গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত, সর্ব্বজ্ঞ, অতিস্থূল, সর্ব্বত্রগ, নিরাকার, সর্ব্বতঃপাণিপাদ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার হস্তপদ রহিয়াছে, সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ আছে, সর্ব্বতঃসর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তি অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি অপ্রতিহত,—পুরুষ তাঁহাকে চিন্তা করিবে—এইরূপ ধ্যান করিবে। এককৎসর ধ্যাননিরত হইয়া থাকিলে যোগের আবির্ভাব হয়। যদি নিরাকার বস্তুতে লক্ষ্য বদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অর্থাৎ অহঙ্কার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি, অব্যক্ত এবং পুরুষ—ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধ্যান করিয়া তাহাতে লক্ষ্যলাভ করিবার পর তত্ত্ব বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর অপর ধ্যান করিবে। এইরূপে পুরুষধ্যান আরম্ভ করিবেন ইহাতে অসমর্থ হইলে, অধোমুখ স্বীয় হৃৎপদ্মের মধ্যে দীপবৎ অবস্থিত পুরুষের ধ্যান করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে কিরীটী, কুণ্ডলধারী, অঙ্গদধারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বনমালাবিভূষিত-বক্ষঃস্থল,সৌম্যরূপ চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং ধরণী-সেব্যমানপাদযুগল ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিবে। যাহার ধ্যান করিবে, মৃত্যুর পর তাহা প্রাপ্ত হয়, ইহা ধ্যানরহস্য। অতএব সকল ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারী বস্তু ত্যাগ করিয়া অক্ষর অর্থাৎ নিত্য ও অবিকৃত বস্তুরই ধ্যান

পুরমাক্রম্য সকলং শেতে যস্মান্মহাপ্রভুঃ।
তস্মাৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥ ১৫
প্রাগ্‌রাত্রাপররাত্রেষু যোগী নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
ধ্যায়তেৎপুরুষং বিষ্ণুং নির্গুণং পঞ্চবিংশকম্॥ ১৬
তত্ত্বাত্মানমগম্যঞ্চ সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৭
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ॥ ১৮
অবিভক্তঞ্চ ভূতেন বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভব্যভবদ্রূপং প্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৯
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ২০
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ২১

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৭

করা উচিত। পুরুষ ব্যতীত অক্ষর বস্তুও কিছু নাই। পুরুষপ্রাপ্ত হইলেই মুক্ত হয়। যেহেতু মহাপ্রভু সকলপুর অর্থাৎ ভূতগ্রাম বা লিঙ্গশরীর অধিকার করিয়া শয়ন অর্থাৎ অবস্থান করেন, সেই-জন্য তত্ত্ববিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন। যোগী প্রত্যহ নিরলস হইয়া প্রথম-রাত্রি ও শেষ-রাত্রিতে নির্গুণ পঞ্চবিংশ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অনন্তর্গত, সত্যরূপ এবং চক্ষুরাদির অগোচর বিষ্ণুরূপী পুরুষের ধ্যান করিবে এবং তাহা অর্থাৎ—ব্রহ্ম পুরুষ-প্রকৃত্যাদি সর্ব্বতত্ত্বের বহির্ভূত, অনাসক্ত, সর্ব্বভৃৎ, নির্গুণ অথচ ত্রিগুণ-কার্য্য জ্ঞান-সুখাদির সাক্ষিস্বরূপ ভূত সকলের বহির্ভাগে ও অন্তরে স্থিত স্থাবর ও জঙ্গম স্বরূপ নিরাকারত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয় অতএব দূরস্থ অথচ তিনি নিকটেও আছেন। প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে, ভূতের সহিত অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত স্থিত, ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ, সর্ব্বসংহারক এবং সর্ব্বোৎপাদক। তিনি জ্যোতিঃসকলেরও জ্যোতিঃ আর অজ্ঞাননিবৃত্তির পর প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ, ঘটপটাদি জ্ঞেয়স্বরূপ, জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। এইরূপ ক্ষেত্র-যোগ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত উহা উত্তমরূপে বিদিত হইলে আমাকে পাইতে পারে। ১—২১।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যেবমুক্তা বসুমতী জানুভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কৃত্বোবাচ॥ ১॥ ভগবংস্তৎসমীপে সততমেবং চত্বারি মহাভূতানি কৃতালয়ান্যাকাশঃ শঙ্খরূপী বায়ুশ্চক্ররূপী তেজশ্চ গদারূপ্যম্ভোঽম্ভোরুহরূপি অহমপ্যনেনৈব রূপেণ ভগবৎপাদমধ্যপরিবর্ত্তিনী ভবিতুমিচ্ছামি॥ ২॥ ইত্যেবমুক্তো ভগবাংস্তথেত্যুবাচ॥ ৩॥ বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে॥ ৪॥ দেবদেবঞ্চ তুষ্টাব॥ ৫॥ ওঁ নমস্তে॥ ৬॥ দেবদেব॥ ৭॥ বাসুদেব॥ ৭॥ আদিদেব॥ ৯॥ কামদেব॥ ১০॥ কামপাল॥ ১১॥ মহীপাল॥ ১২॥ অনাদিমধ্যনিধন॥ ১৩॥ প্রজাপতে॥ ১৪॥ সুপ্রজাপতে॥ ১৫॥ মহাপ্রজাপতে॥ ১৬॥ ঊর্জ্জস্পতে॥ ১৭॥ বাচস্পতে॥ ১৮॥ জগৎপতে॥ ১৯॥ দিবস্পতে॥ ২০॥ বনস্পতে॥ ২১॥ পয়স্পতে॥ ২২॥ পৃথিবীপতে॥ ২৩॥ সলিলপতে॥ ২৪॥ দিক্‌পতে॥ ২৫॥ মহৎপতে॥ ২৬॥ মরুৎপতে॥ ২৭॥ লক্ষ্মীপতে॥ ২৮॥ ব্রহ্মরূপ॥ ২৯॥ ব্রাহ্মণপ্রিয়॥ ৩০॥ সর্ব্বগ॥ ৩১॥ অচিন্ত্য॥ ৩২॥ জ্ঞানগম্য॥ ৩৩॥ পুরুহূত॥ ৩৪॥ পুরুষ্টুত॥ ৩৫॥ ব্রহ্মণ্য॥ ৩৬॥ ব্রহ্মপ্রিয়॥ ৩৭॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণু, বসুমতীকে এই সমস্ত কথা বলিলে বসুমতী ভগবান্‌কে জানুদ্বয় এবং মস্তক ও করদ্বয় দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ উক্ত অঙ্গসকল ভূতল-লুণ্ঠিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, —ভগবন্! আকাশ শঙ্খরূপে, বায়ু চক্ররূপে, তেজ গদারূপে, এবং জল পদ্মরূপে—এইরূপ মহাভূতচতুষ্টয় তোমার নিকটে সর্ব্বদাই অবস্থিত করিতেছে, আমিও এইরূপে ভগবানের পাদদ্বয়-মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। বসুমতী কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া ভগবান্ "তথাস্তু" বলিলেন। পৃথিবী পূর্ণমনোরথা হইয়া তাহাই করিলেন। "তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব! বাসুদেব! আদিদেব! কামদেব! কামপাল! মহীপাল! অনাদিমধ্যান্ত! প্রজাপতি! সুপ্রজাপতি! মহাপ্রজাপতি! ঊর্জ্জস্পতি! বাচস্পতি! জগৎপতি! দিবস্পতি! বনস্পতি! পয়স্পতি! পৃথিবীপতি! সলিলপতি! দিক্‌পতি! মহৎপতি! মরুৎপতি! লক্ষ্মীপতি! ব্রহ্মরূপ! ব্রাহ্মণপ্রিয়! সর্ব্বগ!

ব্রহ্মকায়িক ॥ ৩৮ ॥ মহাকায়িক ॥ ৩৯ ॥ মহারাজিক ॥ ৪০ ॥ চতুর্ম্মহারাজিক ॥ ৪১ ॥ ভাস্বর ॥ ৪২ ॥ মহাভাস্বর ॥ ৪৩ ॥ সপ্ত ॥ ৪৪ ॥ মহাভাগ ॥ ৪৫ ॥ স্বর ॥ ৪৬ ॥ তুষিত ॥ ৪৭ ॥ মহাতুষিত ॥ ৪৮ ॥ প্রতর্দ্দন ॥ ৪৯ ॥ পরিনির্ম্মিত ॥ ৫০ ॥ অপরিনির্ম্মিত ৫১ ॥ বশবর্ত্তিন্ ॥ ৫২ ॥ যজ্ঞ ॥ ৫৩ ॥ মহাযজ্ঞ ॥ ৫৪ ॥ যজ্ঞযোগ ॥ ৫৫ ॥ যজ্ঞগম্য ॥ ৫৬ ॥ যজ্ঞনিধন ॥ ৫৭ ॥ অজিত ৫৮ ॥ বৈকুণ্ঠ ॥ ৫৯ ॥ অপার ॥ ৬০ ॥ পর ॥ ৬১ ॥ পুরাণ ॥ ৬২ ॥ লেখ্য ॥ ৬৩ ॥ প্রজাধর। ৬৪ ॥ চিত্রশিখণ্ডধর ৬৫ ॥ যজ্ঞভাগহর ॥ ৬৬ ॥ পুরোডাশহর ॥ ৬৭ ॥ বিশ্বেশ্বর ॥ ৬৮ ॥ বিশ্বধর ॥ ৬৯ ॥ শুচিশ্রবঃ ॥ ৭০ ॥ অচ্যুতার্চ্চন ॥ ৭১ ॥ ঘৃতার্চ্চিঃ ॥ ৭২ ॥ খণ্ডপরশো ॥ ৭৩ ॥ পদ্মনাভ ॥ ৭৪ ॥ পদ্মধর ॥ ৭৫ ॥ পদ্মধারাধর ॥ ৭৬ ॥ হৃষীকেশ ॥ ৭৭ ॥ একশৃঙ্গ ॥ ৭৮ ॥ মহাবরাহ ॥ ৭৯ ॥ দ্রুহিণ ॥ ৮০ ॥ অচ্যুত ॥ ৮১ ॥ অনন্ত ॥ ৮২ ॥ পুরুষ ॥ ৮৩ ॥ মহাপুরুষ ॥ ৮৪ ॥ কপিল ॥ ৮৫ ॥ সাঙ্খ্যাচার্য্য ॥ ৮৬ ॥ বিষ্বক্সেন ॥ ৮৭ ॥ ধর্ম্ম ॥ ৮৮ ॥ ধর্ম্মদ ॥ ৮৯ ॥ ধর্ম্মাঙ্গ ॥ ৯০ ॥ ধর্ম্মবসুপ্রদ ॥ ৯১ ॥ নরপ্রদ ॥ ৯২ ॥ বিষ্ণো ॥ ৯৩ ॥ জিষ্ণো ॥ ৯৪ ॥ সহিষ্ণো ॥ ৯৫ ॥ কৃষ্ণ ॥ ৯৬ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ ॥ ৯৭ ॥ নারায়ণ ॥ ৯৮ ॥ পরায়ণ ॥ ৯৯ ॥ জগৎপরায়ণ ॥ ১০০ ॥ নমো নম ইতি ॥ ১০১ ॥

অচিন্ত্য! জ্ঞানগম্য! পুরুহূত! পুরুষ্টুত! ব্রহ্মণ্য! ব্রহ্মপ্রিয়! ব্রহ্মকায়িক! মহাকায়িক! মহারাজিক! চতুর্ম্মহারাজিক! ভাস্বর! মহাভাস্বর! সপ্ত! মহাভাগ! স্বর! তুষিত! প্রতর্দ্দন! পরিনির্ম্মিত! অপরিনির্ম্মিত! বশবর্ত্তিন্! যজ্ঞ! মহাযজ্ঞ! যজ্ঞযোগ! যজ্ঞগম্য! যজ্ঞনিধন! অজিত! বৈকুণ্ঠ! অপার। পর! পুরাণ! লেখ্য! প্রজাধর! চিত্রশিখণ্ডধর। যজ্ঞভাগহর! পুরোডাশহর! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বধর! শুচিশ্রবঃ! অচ্যুতার্চ্চন! ঘৃতার্চ্চিঃ! খণ্ডপরশু! পদ্মনাভ! পদ্মধর! পদ্মধরাধর! হৃষীকেশ! একশৃঙ্গ! মহাবরাহ! দ্রুহিণ! অচ্যুত! অনন্ত! পুরুষ! মহাপুরুষ! কপিল! সাংখ্যাচার্য্য! বিষ্বক্সেন! ধর্ম্ম! ধর্ম্মদ! ধর্ম্মাঙ্গ! ধর্ম্মবসুপ্রদ! নরপ্রদ! বিষ্ণু! জিষ্ণু! সহিষ্ণু! কৃষ্ণ! পুণ্ডরীকাক্ষ! নরনারায়ণ! পরায়ণ! এবং জগৎপরায়ণ! তোমাকে বহুবার নমস্কার। এই বলিয়া দেবদেবের স্তব করিলেন।

স্তুত্বা স্বেবং প্রসন্নেন মনসা পৃথিবী তদা।
উবাচ সম্মুখং দেবং লব্ধকামা বসুন্ধরা ॥ ১০২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং দেবদেবস্য বিষ্ণো-
র্গৃহীতপাদাং তপসা জ্বলন্তীম্।
স্তুতপ্রজাম্বূনদচারুবর্ণাং
পপ্রচ্ছ দেবীং বসুধা প্রহৃষ্টা ॥ ১
উন্নিদ্রকোকনদচারুকরে বরেণ্যে
উন্নিদ্রকোকনদনাতিগৃহীতপাদে।
উন্নিদ্রকোকনদসদ্মসদাস্থিতীতে
উন্নিদ্রকোকনদমধ্যসমানবর্ণে ॥ ২
নীলাব্জনেত্রে তপনীয়বর্ণে
শুক্লাম্বরে রত্নবিভূষিতাঙ্গি।
চন্দ্রাননে সূর্য্যসমানভাসে
মহাপ্রভাবে জগতঃ প্রধানে ॥ ৩
ত্বমেব নিদ্রা জগতঃ প্রধানা
লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীর্বিরতির্জয়া চ।
কান্তিঃ প্রজা কীর্ত্তিরথো বিভূতিঃ
সরস্বতী বাগথ পাবনী চ ॥ ৪

পূর্ণমনোরথা বসুমতী পৃথিবী তখন এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া দেবসমক্ষে বলিতে লাগিলেন। ১—১০২।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায়।

দেবদেব বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা তপস্যাতেজস্বিনী, তপ্তকাঞ্চন-চারুবর্ণা লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া আনন্দিতা বসুমতী সেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রফুল্লরক্ত-কমল-সুন্দর-করতলে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! হে প্রফুল্ল পদ্মনাভ-পাদসংবাহন-কারিণি! (প্রফুল্লপদ্মনাভ শব্দে বিষ্ণু)। হে প্রফুল্ল-রক্তকমল-মধ্য-সমানবর্ণে! প্রফুল্লরক্ত কমল-গৃহে সর্ব্বদা তোমার বাস। হে ইন্দীবরলোচনে! হে সুবর্ণবর্ণে! হে শুক্লাম্বরধারিণি। হে রত্নবিভূষিতাঙ্গি! হে চন্দ্রাননে! হে সূর্য্যসদৃশদীপ্তিশালিনি! মহাপ্রভাবে! জগৎশ্রেষ্ঠে! তুমি নিদ্রা, তুমিই জগতের প্রধান, তুমি লক্ষ্মী, তুমি ধৈর্য্য, তুমি শোভা, তুমি বিরতি, তুমি

স্বধা তিতিক্ষা বসুধা প্রতিষ্ঠা
স্থিতিঃ সুদীক্ষা চ তথা সুনীতিঃ।
খ্যাতির্ব্বিশালা চ তথানসূয়া
স্বাহা চ মেধা চ তথৈব বুদ্ধিঃ॥ ৫
আক্রম্য সর্ব্বাস্তু যথা ত্রিলোকীং
তিষ্ঠত্যয়ং দেববরোঽসিতাক্ষি।
তথা স্থিতা ত্বং বরদে তথাপি
পৃচ্ছামাহং তে বসতিং বিভূত্যাঃ॥ ৬
ইত্যেবমুক্তা বসুধাং বভাষে
লক্ষ্মীস্তদা দেববরাগ্রতঃস্থা।
সদা স্থিতাহং মধুসূদনস্য
দেবস্য পার্শ্বে তপনীয়বর্ণে॥ ৭
অস্যাজ্ঞয়া যং মনসা স্মরামি
শ্রিয়া যুতং তং প্রবদন্তি সন্তঃ।
সংস্মারণে বাপ্যথ তত্র চাহং
স্থিতা সদা তচ্ছৃণু লোকধাত্রি॥ ৮
বসাম্যথার্কে চ নিশাকরে চ
তারাগণাঢ্যে গগনে বিমেঘে।
মেঘে তথালম্বপয়োধরে চ
শক্রায়ুধাঢ্যে চ তড়িৎপ্রকাশে॥ ৯
তথা সুবর্ণে বিমলে চ রূপ্যে
রত্নেষু বস্ত্রেষ্বমলেষু ভূমে।
প্রাসাদমালাসু চ পাণ্ডুরাসু
দেবালয়েষু ধ্বজভূষিতেষু॥ ১০
সদ্যঃকৃতে চাপ্যথ গোময়ে চ
মত্তে গজেন্দ্রে তুরগে প্রহৃষ্টে।
বৃষে তথা দর্পসমন্বিতে চ
বিপ্রে তথৈবাধ্যয়নপ্রপন্নে॥ ১১
সিংহাসনে চামলকে চ বিল্বে
ছত্রে চ শঙ্খে চ তথৈব পদ্মে।
দীপ্তে হুতাশে বিমলে চ খড়্গে
আদর্শবিম্বে চ তথা স্থিতাহম্॥ ১২
পূর্ণোদকুম্ভেষু সচামরেষু
সতালবৃন্তেষু বিভূষিতেষু।
ভৃঙ্গারপাত্রেষু মনোহরেষু
মৃদি স্থিতাহঞ্চ নবোদ্ধৃতায়াম্॥ ১৩
ক্ষীরং তথা সর্পিষি শাদ্বলে চ
ক্ষৌদ্রে তথা দধ্নি পুরন্ধ্রিগাত্রে।
দেহে কুমার্য্যাশ্চ তথা সুরাণাং
তপস্বিনাং যজ্ঞহুতাঞ্চ দেহে॥ ১৪
শরে চ সংগ্রামবিনির্গতে চ
স্থিতো মৃতে স্বর্গসদঃ প্রয়াতে।
বেদধ্বনৌ বাপ্যথ শঙ্খশব্দে
স্বাহাস্বধায়ামথ বাদ্যশব্দে॥ ১৫

জয়া, তুমি কান্তি, তুমি প্রভা, তুমি কীর্ত্তি, তুমি বিভূতি, তুমি সরস্বতী তুমি বাক্য এবং তুমি পাপনাশিনী শক্তি। স্বধা, তিতিক্ষা, বসুধা, প্রতিষ্ঠা, স্থিতি, উত্তম দীক্ষা, সুনীতি, বিশাল খ্যাতি, অনসূয়া, স্বাহা, মেধা, এবং বুদ্ধি এ সকলই তুমি। হে অসিতলোচনে! যেমন এই দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু সকল ত্রৈলোক্যই আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, হে বরদে! তদ্রূপ তুমিও অবস্থিতি করিতেছ জানি; তথাপি আমি, বিভূতি রূপিণী তোমার বসতি জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই প্রকার উক্ত হইলে, দেবদেবের অগ্রভাগস্থিতা লক্ষ্মী তখন বসুধাকে বলিতে লাগিলেন,—হে হেমবর্ণে! আমি সর্ব্বদা মধুসূদনের পার্শ্বে অবস্থিতা আছি। এই মধুসূদনের আজ্ঞাক্রমে যাহাকে মনে স্মরণ করি, সজ্জনগণ তাহাকে শ্রীমান্ বলে; যে আমার দ্বারা আপনাকে স্মরণ করাইতে পারে, তাহাতেই আমি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছি; হে লোকধাত্রি! তাহা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ কর। * সূর্য্য-চন্দ্র নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত নির্ম্মেঘ গগনমণ্ডল, ইন্দ্রায়ুধভূষিত বিদ্যুদালোকে সমুজ্জ্বল বর্ষণোন্মুখ জলধর, নির্ম্মল স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন, নির্ম্মল বস্ত্র, সুধা-ধবলিত প্রাসাদমালা, ধ্বজভূষিত দেবমন্দির, সদ্য প্রস্তুত বাস্তু, গোময়োপলিপ্ত স্থান, মত্ত গজেন্দ্র, প্রহৃষ্ট অশ্ব, দর্পিত বৃষ এবং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ—হে ভূমে! এই সকলে আমি অবস্থিত আছি। সিংহাসন, আমলক, বিল্ব, ছত্র, শঙ্খ, পদ্ম, প্রদীপ্ত হুতাশন, শাণিত খড়্গ এবং আদর্শতলে আমি অবস্থিতা। জলপূর্ণ কুম্ভ, সচামর সতালবৃন্ত অলঙ্কৃত স্থান, মনোহর ভৃঙ্গার পাত্র এবং নবোদ্ধৃত মৃত্তিকাতে আমি অবস্থিতা। দুগ্ধ, ঘৃত, হরিত তৃণ, ক্ষৌদ্র, মধু, দধি, পুরন্ধ্রীদিগের দেহ, কুমারীদিগের দেহ, দেবতা, তপস্বী ও যাজ্ঞিকগণের দেহ, শর, রণ-

* মূলে "তত্র" স্থলে "যত্র" এই পাঠ কতিপয় পুস্তকসম্মত। যে সংস্মারণে আমি অবস্থিত; হে লোকধাত্রি! তাহা শ্রবণ কর।" ইহার অনুবাদ, যে স্মরণ করায় সে সংস্মার। লক্ষ্মীদ্বারা আপনার স্মরণ করাইয়া দেয়

রাজাভিষেকে চ তথা বিবাহে
যজ্ঞে বরে স্নাতশিরস্তথাপি।
পুষ্পেষু শুক্লেষু চ পর্ব্বতেষু
ফলেষু রম্যেষু সরিদ্বরাসু ॥ ১৬
সরঃসু পূর্ণেষু তথা জলেষু
সশাদ্বলায়াং ভুবি পদ্মখণ্ডে।
বনে চ বৎসে চ শিশৌ প্রহৃষ্টে
সাধৌ নরে ধর্ম্মপরায়ণে চ ॥ ১৭
সদাচারনিষ্ঠে চ শাস্ত্রনিত্যে
বিনীতবেষে চ তথা সুবেষে।
সুশুদ্ধদান্তে মলবর্জ্জিতে চ
মৃষ্টাশনে চাতিথিপূজকে চ ॥ ১৮
স্বদারতুষ্টে নিরতে চ ধর্ম্মে
ধর্ম্মোৎকটে চাত্যশনাদ্বিরক্তে।
সদা সপুষ্পে চ সুগন্ধিগাত্রে
সুগন্ধলিপ্তে চ বিভূষিতে চ ॥ ১৯
সত্যস্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে
ক্ষমার্জ্জিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতে চ।
স্বকার্য্যদক্ষে পরকার্য্যদক্ষে
কল্যাণচিত্তে চ সদাবিনীতে ॥ ২০
নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥ ২১
সম্যক্ষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু
কলিব্যপেতাসু পথিস্থিতাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥ ২২
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠং স্বয়ং দেবেন ভাষিতম্।
যে দ্বিজা ধারয়িষ্যন্তি তেষাং স্বর্গে গতিঃ পরা ॥ ১
ইদং পবিত্রং মঙ্গল্যং স্বর্গমায়ুষ্যমেব চ।
জ্ঞানঞ্চৈব যশস্যঞ্চ ধনসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ২
অধ্যেতব্যং ধারণীয়ং শ্রাব্যং শ্রোতব্যমেব চ।
শ্রাদ্ধেষু শ্রাবণীয়ঞ্চ ভূতিকামৈর্নরৈঃ সদা।
ইদং রহস্যং পরমং কথিতং বসুধে তব ॥ ৩
ময়া প্রসন্নেন জগদ্ধিতার্থং
সৌভাগ্যমেতৎ পরমং রহস্যম্।
দুঃস্বপ্ননাশং বহুপুণ্যযুক্তং
শিবালয়ং শাশ্বতধর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ৪
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

জয়ী, পুরুষ সম্মুখসংগ্রামে পতিত হইয়া নিহত শবদেহ, স্বর্গসভাগত তদীয় আত্মা, বেদধ্বনি, শঙ্খশব্দ, স্বাহা শব্দ, স্বধাশব্দ, রাজাভিষেক, বিবাহোদ্যত বর, যজ্ঞ, শিরঃস্নাত ব্যক্তি, শুক্লপুষ্প, পর্ব্বত ফল, রম্য প্রদেশ, প্রধানপ্রধান নদী, পূর্ণ সরোবর, নির্ম্মল জল, হরিত তৃণাবৃত ভূমি, পদ্মবন, ফলপুষ্পসম্পন্ন বন, সদ্যোজাত শিশু, স্তন্যপায়ী শিশু, হর্ষযুক্ত ব্যক্তি, সাধু, ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য, সদাচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, বিনীতবেশ, সুবেশ, জিত-বহিরিন্দ্রিয়, জিত-মনোবৃত্তি, মলশূন্য, শুদ্ধান্নভোজী, অতিথিপূজক, স্বদার-সন্তুষ্ট, ধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মৈকনিষ্ঠ, অতিভোজন-রহিত, সর্ব্বদা পুষ্পান্বিত, সুগন্ধিদেহ, সুগন্ধ-লিপ্ত, স্বর্ণকুণ্ডলাদিভূষিত, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতহিতে রত, গৃহস্থ, ক্ষমান্বিত, ক্রোধবর্জ্জিত, স্বকার্য্যদক্ষ, পরকার্য্য-দক্ষ, উদারচেতা, সর্ব্বদা বিনীত এবং সর্ব্বদা বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, অমুক্তহস্তা, সপুত্রা, সুরক্ষিতভাণ্ডা, উপহারপ্রিয়া, পরিষ্কৃতগৃহা, জিতেন্দ্রিয়া কলহপরাঙ্মুখী, ধর্ম্মপরায়ণা এবং দয়ান্বিতা নারী সকল ও মধুসূদন—এই সকলে আমি সর্ব্বদা অবস্থিতা। আমি কখনই নিমেষের জন্যও পুরুষোত্তমে বিযুক্তা হইয়া অবস্থিতি করি না। ১—২২।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম অধ্যায়।

স্বয়ং বিষ্ণুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল দ্বিজগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহাদিগের উত্তমরূপে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। পবিত্র মঙ্গলজনক, স্বর্গজনক, আয়ুষ্য, জ্ঞানসাধন, যশস্কর এবং ধন-সৌভাগ বর্দ্ধন এই শাস্ত্র—ভূতিলিপ্সু মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা পাঠ্য, ধারণীয়, প্রার্থনীয়, শ্রোতব্য এবং শ্রাদ্ধকালে শ্রাবয়িতব্য। হে বসুধে! আমি প্রসন্ন হইয়া জগতের হিতার্থে তোমায় নিকটে এই উৎকৃষ্ট নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। এই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সৌভাগ্যজনক পরম গোপনীয়, দুঃস্বপ্ননাশক, বহুপুণ্যপ্রচারক এবং মঙ্গল জনক *। ১—৪।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

---

* এই শ্লোকের নানাবিধ অর্থ হইতে পারে, তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।